উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১ বুধবার ৪.০০ টাকা 4 December 2024 Wednesday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেটে সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 195 MLD

'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভ থেকে দূরত্ব তৃণমূল, সপা'র

সাতের পাতায়

বিয়ে হবে না শুনতে হয় মিতালিকে

বারোর পাতায়

৯ বিবির বরের হাতেই পঞ্চায়েত

পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক ছাড়া তাঁদের দেখা পাওয়া যায় না। ব্যালটের হিসাবে জয়ী হয়েছে ওই প্রমীলাবাহিনী। খাতায়-কলমে রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সেই ৯ জন মহিলা কর্মাধ্যক্ষের নাম থাকলেও আদপে যাবতীয় প্রশাসনিক কাজ সামলান তাঁদের স্বামীরা। বেশ কিছুদিন এমন কাণ্ডকারখানা যে চলছে তা মানছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন।

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ভোটের ফলে জয়ী হয়েছেন তাঁরাই। পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহ সভাপতি ও কর্মাধ্যক্ষ মিলিয়ে ১১ জনের মধ্যে ৯ জনই মহিলা। কিন্তু আদপে তৃণমূল পরিচালিত রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতিতে ছড়ি ঘোরান পদাধিকারীদের স্বামীরা। মাত্র দুইজন রয়েছে পুরুষ কর্মাধ্যক্ষ। অথচ প্রশাসনিক কাজকর্মের সব দায়িত্ব সামলান বাড়ির কর্তারা। পঞ্চায়েত সমিতির বৈঠক এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছাড়া মহিলা কর্মাধ্যক্ষদের দেখা যায় না। তাদের স্বামীরা বকলমে কাজকর্ম চালান।

রায়গঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে কর্মাধ্যক্ষদের জন্য নির্দিষ্ট একটি ঘর ৬ মাস আগে বরাদ্দ হলেও সেই ঘরে একজন কর্মাধ্যক্ষের চেয়ার ও টেবিল ছাড়া কিছুই নেই। সেখানে পঞ্চায়েত সমিতির ক্ষুদ্র শিল্প, বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ কৈলাসচন্দ্র বর্মন বসেন। অথচ সাধারণ মানুষের বসার জন্য চেয়ার বা কাগজপত্র রাখার আলমারি পর্যন্ত নেই। তবে আরেকজন পুরুষ কর্মাধ্যক্ষ বন ও ভূমি বিভাগের যোগেন্দ্রনাথ বর্মনের কোনও টেবিল ও চেয়ার আলাদাভাবে নেই। তারা যখন আসেন তখন সভাপতি ও সহসভাপতির ঘরে বসেন।

বাস্তব পরিস্থিতি যে এমনটাই তা স্বীকার করে নিয়েছেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি জয়শ্রী ব্যাপারী বর্মন। তাঁর কথায়, 'মহিলা কর্মাধ্যক্ষ ও তাদের স্বামীরা একসঙ্গে কাজ করেন। মহিলারা এমনিতে আসতে পারেন না, তবে মিটিংয়ে আসেন। ঘর দেওয়া হয়েছে তাদের জন্য। কিন্তু কেউ সেভাবে আসেন না। এজন্য ফার্নিচার দেওয়া হয়নি। তারা আসলে আমার ঘরেই বসেন।'

পঞ্চায়েত সমিতির প্রাণী ও মৎস্য বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ অনিমা রায় বর্মন। এদিন ব্লকের মৎসজীবীদের সম্বন্ধে জানতে তাঁকে যোগাযোগ করতেই ফোন ধরেন তাঁর স্বামী বিশ্বজিৎ বর্মন। বিশ্বজিৎবাবু বলেন, 'আমি অনিমা বর্মনের স্বামী। সবটাই আমাকে দেখতে হয়। তাই পঞ্চায়েত সমিতিতে গিয়ে তথ্য দিতে পারব।' সোমবার পঞ্চায়েত সমিতির দপ্তরে গিয়ে দেখা গেল সভাপতি এবং সহ সভাপতি কেউই নেই। সহ সভাপতি বিজয়া সরকারের ঘরে বসে আছেন শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ অনামিকা রায় বর্মনের স্বামী তরুণ রায়, খাদ্য কর্মাধ্যক্ষ নিবেদিতা দেবশর্মার স্বামী শায়েল দেবশর্মা এবং ক্ষুদ্র শিল্প ও বিদ্যুৎ বিভাগের কর্মাধ্যক্ষ কৈলাসচন্দ্র বর্মন। শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষের স্বামী তরুণবাবু বলেন, 'আমি আগের বোর্ডে পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য ছিলাম, এবার আমার স্ত্রী। আমি নিয়মিত আসি। তবে শিক্ষা দপ্তরের কোনও তহবিল নেই, কাজ করার জায়গা নেই।' খাদ্য কর্মাধ্যক্ষের স্বামী শায়েল দেবশর্মা বলেন, 'আমাকেই সামলাতেই হয়। তবে স্ত্রীও আসেন।' অন্যদিকে, কর্মাধ্যক্ষ কৈলাসচন্দ্র বর্মন ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, 'অনেক লড়াই করে আমাদের

এরপর দশের পাতায়

অধ্যাপক প্রহৃত, কাঠগড়ায় মন্ত্রী

নতুন বিতর্কে জড়ালেন উত্তরবঙ্গের মন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন। মঙ্গলবার তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ফের প্রকাশ্যে এল এক অধ্যাপকের নিগ্রহের ঘটনায়। তৃণমূলের ওয়েবকুপার সদস্য কালেশ্বর বর্মনের উপর হামলা হল হেমতাবাদে। কালেশ্বর অভিযোগ করেন, সবটাই করেছেন রাজ্যের প্রতিমন্ত্রী সত্যজিতের অনুগামীরা। তাঁর মাথা ফাটানো হয় পিস্তলের বাট দিয়ে। বাঁশপেটা করে জামা ছেঁড়া হয়।

বিস্তারিত চারের পাতায়

হলুদ দিগন্তে মৌমাছির ঘর ...

সর্ষেখেতের পাশে মধু চাষের বাক্স। মঙ্গলবার পুরাতন মালদার ভাটরায় ছবিটি তুলেছেন স্বরূপ সাহা।

শব পোড়া গন্ধে অতিষ্ঠ বালুরঘাট

রূপক সরকার

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : যত সামনে এগোনো যাচ্ছে, দুর্গন্ধ তত বাড়ছে। এলাকায় ঢুকলে চামড়াপোড়া গন্ধে আর টেকা যায় না। রুমাল ভেদ করে সেই দুর্গন্ধ যেন ঢুকে পড়ছে সোজা মস্তিষ্কে। শুধু কি তাই, সেখানে গেলে হাওয়ার সঙ্গে জামাকাপড়ে সেঁটে যাচ্ছে ছাইয়ের কুচি। যেখানে সামান্য সময় থাকাটাই সমস্যার, সেখানেই বাস করতে হচ্ছে এলাকার মানুষজনকে।

এই ছবি বালুরঘাট পুর এলাকার খিদিরপুরের। সেখানে রয়েছে শ্মশান। রয়েছে পুরসভার বৈদ্যুতিক চুল্লিও। সেই চুল্লি খারাপ হওয়ায় বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া, উড়ছে ছাইয়ের কুচি। কিন্তু সব ছাপিয়ে মূল সমস্যা চামড়াপোড়া গন্ধ। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয়রা। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন ইতিমধ্যেই। ছেলেমেয়েরাও বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না। পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবার একজোট হয়েছেন এলাকার মহিলারা। খারাপ চুল্লি দ্রুত ঠিক করার দাবিতে মঙ্গলবার তাঁরা স্থানীয় কাউন্সিলারের মাধ্যমে পুরসভায় নিজেদের গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র জমা দিয়েছেন।

উড়ছে ছাইয়ের কুচি

- বালুরঘাট পুর এলাকার খিদিরপুরে রয়েছে শ্মশান। রয়েছে পুরসভার বৈদ্যুতিক চুল্লিও
- সেই চুল্লি খারাপ হওয়ায় বেরোচ্ছে সাদা ধোঁয়া, উড়ছে ছাইয়ের কুচি।
- সব ছাপিয়ে মূল সমস্যা চামড়াপোড়া গন্ধ। বেশ কিছুদিন ধরেই এই অবস্থায় বাস করতে বাধ্য হচ্ছেন স্থানীয়রা। অনেকে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন

স্থানীয় বাসিন্দা কালীকিংকর চৌধুরী বলছেন, 'শ্মশানে বৈদ্যুতিক চুল্লি করার জন্য আমরাই প্রথমে উদ্যোগী হয়েছিলাম। প্রথম প্রথম সব ভালোই চলছিল। কিন্তু চুল্লির চিমনি নষ্ট হওয়ার পর থেকেই এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। মৃতদেহ সংকারের ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে এখন বাড়িতে বসবাস করা দায় হয়ে পড়েছে।' একই বক্তব্য রিংকু দত্তেরও। তিনি বলেন, 'দুর্গন্ধে বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ঘরে থাকাও দায় হয়ে উঠেছে। পুরসভা দ্রুত পদক্ষেপ করুক। তা না হলে দুর্গন্ধেই আমরা মারা পড়ব।'

এলাকাবাসীর সঙ্গে একমত ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার প্রবীর দত্তও। তিনি জানান, 'দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলছে। গোটা এলাকায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হয়েছে। আমি নিজেও পুর কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার বিষয়টি জানিয়েছি। কাজ হয়নি। আজ ফের নতুন করে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র জমা দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। এই সমস্যার স্থায়ী সমাধান হওয়া উচিত।'

এলাকাবাসীর সাফ কথা, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। তা না হলে সাতদিন পর খিদিরপুর বৈদ্যুতিক চুল্লিতে মৃতদেহ সংকার বন্ধ করে দেবেন তাঁরা। যদিও বালুরঘাট পুরসভার সংশ্লিষ্ট দপ্তরের এমসিআইসি বিপুলকান্তি ঘোষের বক্তব্য, 'মাস ছয়েক আগেই বৈদ্যুতিক চুল্লি ঠিক করা হয়েছে। নতুন করে এই সমস্যার কথা জানা ছিল না। সংবাদমাধ্যমের কাছ থেকে গণস্বাক্ষর সংবলিত দাবিপত্র জমা পড়ার খবর পেলাম। পুরসভার তরফে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে। কোথাও কোনও সমস্যা থাকলে দ্রুত তা ঠিক করা হবে।'

বাংলাদেশে ভক্তদের তিলক ও তুলসীর মালা নিয়ে সতর্কতার পরামর্শ ইসকনের

নেই আইনজীবী, হাজতেই চিন্ময়

অস্থির বাংলাদেশ

ঢাকা ও কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : মার খেয়ে হাসপাতালের আইসিইউয়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন একজন। মঙ্গলবার অন্যজনের দেখাই মিলল না আদালতে। দুই আইনজীবীর কেউই হাজির না হওয়ায় বাংলাদেশে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে গ্রেপ্তার হওয়া হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারীর জামিনের শুনানি এক মাসের জন্য পিছিয়ে গেল। বিনা সওয়াল-জবাবে বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের এই মুখপাত্রকে ২ জানুয়ারি পর্যন্ত জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা আদালতের বিচারক। ওই দিন মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। যে চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিন মামলার দিকে গোটা বিশ্বের নজর ছিল, তাঁকেই কার্যত বিনা বিচারে আটকে রাখা বাংলাদেশে সংখ্যালঘু অধিকারকে ফের প্রশ্নের মুখে ফেলেছে।

পরিস্থিতি এতটাই জটিল যে বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের তিলক কাটা বা গেরুয়া পোশাক পরা নিয়ে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছে ইসকন। সংগঠনের কলকাতার মুখপাত্র রাধারমণ দাস বলেন, 'বাংলাদেশের ইসকন ভক্তদের বলা হয়েছে, তাঁরা যেন কপালে তিলক কেটে, হাতে তুলসির মালা নিয়ে বাইরে বার না হন।' তাঁর কথায়, 'বাংলাদেশের পরিস্থিতি উদ্বেগজনক। ইসকনের সন্ন্যাসী এবং ভক্তদের আমরা পরিচয় গোপন রাখতে বলেছি। বাড়িতে বা মন্দিরে তাঁদের ধর্মীয় আচার পালন করতে বলা হয়েছে। আমরা তাঁদের এমন পোশাক পরার পরামর্শ দিয়েছি যাতে মনোযোগ আকর্ষণ না করে।'

যদিও বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের কথা বেমালুম অস্বীকার করেছেন প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসের প্রেস সেক্রেটারি সফিকুল আলম। তাঁর দাবি, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের টার্গেট করা হচ্ছে এমন মিথ্যা প্রচারকে ভারতীয় মিডিয়া 'শিল্পে' পরিণত করেছে। আলম বলেন, 'এখানে হিন্দুরা পুরোপুরি সুরক্ষিত। শেখ হাসিনার আমলের চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি সুরক্ষিত। আমরা যা দেখছি তা হল ভারতের তরফে ভুয়ো খবর ছড়ানো।'

হিন্দু সন্ন্যাসী চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিন ঠেকাতে বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন ও মৌলবাদীরা যে সক্রিয়, তা সোমবারই বোঝা গিয়েছিল। ওইদিন এনামুল হক চৌধুরী নামে একজন চিন্ময় কৃষ্ণদাসের নামে আরও একটি অভিযোগ দায়ের করেন। বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে দায়ের হওয়া সেই মামলায় চিন্ময় সহ ৭১ জনের নাম রয়েছে। মঙ্গলবার স্থানীয় কোনও আইনজীবী চিন্ময়ের হয়ে সওয়াল করতে রাজি হননি।

আইনজীবীদের বাধা

- ঢাকা থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করতে গিয়েছিলেন আইনজীবী রবীন্দ্র ঘোষ
- মৌলবাদীরা তাঁকে আদালতের বাইরে আটকে দেয়। পুলিশি নিরাপত্তা না মেলায় শুনানিতে যোগ দিতে পারেননি তিনি
- দিনকয়েক আগে চিন্ময় কৃষ্ণের প্রধান আইনজীবী রমেন রায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী
- বাড়ি ভাঙচুর ছাড়াও রমেন রায়কে ব্যাপক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত ওই আইনজীবী আইসিইউয়ে ভর্তি

সূত্রের খবর, রবীন্দ্র ঘোষ নামে এক আইনজীবী ঢাকা থেকে আড়াইশো কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে চট্টগ্রামে গিয়েছিলেন চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করতে। কিন্তু মৌলবাদীরা তাঁকে আদালতের বাইরে আটকে দেয়। পুলিশি নিরাপত্তা না মেলায় শুনানিতে যোগ দিতে পারেননি তিনি। দিনকয়েক আগে চিন্ময় কৃষ্ণের প্রধান আইনজীবী রমেন রায়ের বাড়িতে হামলা চালিয়েছিল একদল দুষ্কৃতী। বাড়ি ভাঙচুর ছাড়াও রমেন রায়কে ব্যাপক মারধর করা হয়। গুরুতর আহত ওই আইনজীবী আইসিইউয়ে ভর্তি। চিন্ময় কৃষ্ণের ওকালতনামায় সই করা অন্য আইনজীবীর খোঁজ মিলছে না। মৌলবাদীদের হুমকির জেরে তিনি গা-ঢাকা দিয়েছেন বলে চিন্ময় কৃষ্ণের ঘনিষ্ঠদের দাবি।

চলতি পরিস্থিতিতে চট্টগ্রামের অন্য কোনও আইনজীবীও চিন্ময় কৃষ্ণের হয়ে সওয়াল করতে রাজি নন। সন্ন্যাসীর হয়ে না দাঁড়াতে স্থানীয় বার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে হিন্দু আইনজীবীদের হুমকি দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এদিন বাংলাদেশে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবিতে চট্টগ্রামে মিছিল করতে দেখা গিয়েছে আইনজীবীদের একাংশকে।

এদিকে হিন্দুত্ববাদীদের হামলার জেরে ত্রিপুরার আগরতলা কনসুলেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ইউনূস সরকার। তাদের দাবি, পরিকল্পিতভাবে কনসুলেটে হামলা চালানো হয়েছে। মঙ্গলবার ঢাকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল। সেদেশের বিদেশসচিব এম রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক করেন ভার্মা। বৈঠক সেরে বেরিয়ে ভারত-বাংলাদেশ বহুপাক্ষিক সম্পর্কের পক্ষে সওয়াল করেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত। আগরতলায় বাংলাদেশ কনসুলেটে ভাঙচুরের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে ৩ পুলিশকর্মীকে। কনসুলেটে ভাঙচুরের ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি জারি করেছে সাউথ ব্লক। তবে ওই ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ জুড়ে ফের ভারত বিরোধিতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে তথা কথিত ছাত্র-জনতার আড়ালে থাকা মৌলবাদীরা।

দুই দেশের দুই ছবি। উপরে, ঢাকায় ভারতীয় হাইকমিশন অফিসের সামনে কড়া নিরাপত্তা। নীচে, কলকাতায় পোড়ানো হচ্ছে ইউনূসের ছবি।

ওপারে স্বজন, ঘুম উধাও আত্মীয়দের

অস্থির বাংলাদেশ

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : পদ্মার এপার আর ওপার। ওপারের পরিস্থিতি রীতিমতো থমথমে। কবে স্বাভাবিক হবে, না জানে প্রশাসন, না জানে সেখানকার মানুষ। উত্তাল বাংলাদেশে রয়ে গিয়েছে এপারের বহু বাসিন্দার স্বজন। তাদের জন্য চিন্তায় রাতের ঘুম উধাও।

মাকরহাটের বাসিন্দা বিমল বর্মনের কাকা-কাকিমা, তাদের ছেলেমেয়েরা থাকেন ঠাকুরগাঁওতে। দুষ্কৃতীদের অত্যাচার সহ্য করতে করতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে। সোমবার কোনওরকমে চৈনগর সীমান্তে পৌঁছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তাঁরা। লাভ হয়নি। কারণ, বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড কথা বলতে দেয়নি। পড়শি দেশের অনেক সংখ্যালঘু ভারতে আসার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন বলে দাবি সেখানকার বহু বাসিন্দার। সীমান্তের দুই বাহিনীর তরফ থেকে বারবার ফ্ল্যাগ মার্চ করছেন।

বিমল বর্মন বলেন, 'কাকা-কাকিমা সহ অর্ধেক পরিবার বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁও জেলায় রয়েছে। ওদের ওপর লাগাতার অত্যাচার চলছে। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছে। গতকাল চৈনগর সীমান্তে এসে বিএসএফের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করে। কিন্তু বাংলাদেশের বিজিবি কথা বলতে দেয়নি।'

এরপর দশের পাতায়

খুনের চক্রান্ত ইউনূসের : হাসিনা

অস্থির বাংলাদেশ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিশানা করে চলমান হিংসা ও গণহত্যার জন্য দেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূসকেই সরাসরি দায়ী করলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। নোবেলজয়ী ইউনূসকে 'মাস্টারমাইন্ড' হিসাবে চিহ্নিত করে হাসিনার অভিযোগ, দেশব্যাপী অরাজকতা ও সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে এই হিংসার সঙ্গে প্রধান উপদেষ্টা প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত।

একটি অডিও বিবৃতিতে শেখ হাসিনা তাঁর দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে বলেন, মুহাম্মদ ইউনূস দেশের ভিতরে অশান্তি এবং সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সহিংসতা উসকে দিয়েছেন। হাসিনার দাবি, ক্ষমতা ত্যাগ করে তিনি দেশ ছেড়েছিলেন অবশ্যম্ভাবী গণহত্যা এড়াতে। অথচ তারপরেও তা আটকানো গেল না। এর কারণ ইউনূস। বাংলাদেশি হিন্দু, বৌদ্ধ এবং খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর বাড়তে থাকা হিংসার নিন্দা করে দেশত্যাগী আওয়ামি লিগ নেত্রী বলেন, ব্যাপারটা গভীর উদ্বেগের। বাংলাদেশকে আবার স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতেই হবে।

ভারতের মাটি থেকে আমেরিকায় আয়োজিত এক আলোচনাসভায় ভার্চুয়াল বক্তৃতা করেন হাসিনা। বাংলাদেশে চরম নৈরাজ্যের জন্য ইউনূসকে দায়ী করে আওয়ামি লিগ সভানেত্রীর মন্তব্য, 'ইউনূসের পরিকল্পনাতেই গণহত্যা চলছে বাংলাদেশে।'

নিউ ইয়র্কের ওই সভায় বাংলাদেশে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী, ধর্মস্থান এবং ধর্মীয় সংগঠন ইসকনের ওপর হামলারও নিন্দা করেন হাসিনা। তিনি বলেন, 'আজ আমার বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ আনা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে মুহাম্মদ ইউনূসই ছাত্র সমন্বয়কদের নিয়ে পরিকল্পনামাফিক লিপ্ত হয়েছেন গণহত্যায়। তাঁরাই মাস্টারমাইন্ড। এমনকি,

এরপর দশের পাতায়

শঙ্কা প্যাকেটবন্দি জল ও খাদ্য নিয়ে

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : প্যাকেটবন্দি খাবার পছন্দ করেন অনেকেই। তাঁদের ধারণা, প্যাকেটে মোড়া নানা স্বাদের খাবারদাবার শুধু মুখরোচক নয়, স্বাস্থ্যকরও বটে। ব্যাপারটা যে তা নয়, সেটা বারবারই জানিয়েছেন পুষ্টিবিদরা। তাঁরা সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, 'স্বাস্থ্যকর' তকমা দেওয়া বহু প্যাকেটবন্দি খাবারদাবারই আসলে বেশ অস্বাস্থ্যকর।

এবার বোতলবন্দি নানা ব্র্যান্ডের জল ও মিনারেল ওয়াটার নিয়েও বেসুরো গাইলেন ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা এবং মান বিষয়ক কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)। মোড়কবন্দি পানীয় জল এবং খনিজসমৃদ্ধ পানীয় জলকে কেন্দ্রীয় সংস্থা 'অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ খাবার' (হাইরিস্ক ফুড)-এর তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। সংস্থা এও জানিয়েছে, এবার থেকে ওইসব পণ্যের মান ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিট করা হবে।

গত অক্টোবর মাসে কেন্দ্রীয় সরকার প্যাকেটবন্দি জল উৎপাদনে ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ডস (বিআইএস)-এর সার্টিফিকেশন বাধ্যতামূলক নয় বলে ঘোষণা করে। এরপর নতুন নিয়ম চালু করে এফএসএসএআই। তাতে বলা হয়, ওই পণ্যগুলির লাইসেন্স পাওয়ার আগে নির্মাতা এবং প্রক্রিয়াজাতকারীদের বাধ্যতামূলকভাবে পরিদর্শন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে।

নতুন নিয়মে আরও বলা হয়েছে, প্যাকেজড জলের নির্মাতা ও ব্যবসায়ীরা বছরে অন্তত একবার কেন্দ্রীয় নিয়ামক সংস্থার অনুমোদিত তৃতীয়পক্ষের সংস্থার মাধ্যমে অডিট করাতে বাধ্য থাকবেন। আগে দ্বৈত সার্টিফিকেশন (বিআইএস এবং এফএসএসএআই) বাধ্যতামূলক ছিল। কিন্তু সেটা খরচ এবং প্রশাসনিক জটিলতা বাড়াত। সেই কারণে পুরোনো নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

এফএসএসএআই-এর মতে, যেসব খাদ্যপণ্যের নিয়মিত পরিদর্শন ও অডিট প্রয়োজন, সেগুলিকে 'উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ খাবার'-এর পর্যায়ে ফেলা যায়। এই তালিকায় রয়েছে দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য, মাছ, মাংস, শামুক, চিংড়ি, কাঁকড়া, শুঁটকি ও তারামাছ, ডিম ও ডিমজাত পণ্য, বিশেষ পুষ্টিগুণসম্পন্ন খাদ্য, মিষ্টি ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সংস্থার এহেন পদক্ষেপ আমনাগরিকের কাছে নিরাপদ ও গুণমানে সমৃদ্ধ পানীয় জল পৌঁছোতে সাহায্য করবে।

বিলীনের পথে সরাফা ভবন হবে মার্কেট কমপ্লেক্স

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : মালদা শহরের প্রাণকেন্দ্র নেতাজি মোড়। আর এই নেতাজি মোড়ের আইকন সরাফা ভবন। ২৩১ বছর প্রাচীন এই ভবনটি নানা ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে দাঁড়িয়ে রয়েছে আজও। সরাফা ভবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে লর্ড কর্নওয়ালিসের নাম।

কিন্তু, বেশ কয়েক মহলের অট্টালিকাটি আজ ভগ্নপ্রায়। বিপজ্জনকও বটে। বাড়িতে কয়েকটি পরিবার অস্থায়ীভাবে বসবাস করে। এই সরাফা ভবন আর বেশিদিন দেখতে পারবেন না মালদার মানুষ। ভবনটি ভেঙে গড়ে তোলা হবে বহুতল মার্কেট কমপ্লেক্স। কয়েকদিন থেকে সেই সম্ভাবনার কথা ভেসে বেড়াচ্ছিল। আর সেই সম্ভাবনা যে সত্যি তা স্বীকার করে নিয়েছেন ইংরেজবাজারের চেয়ারম্যান।

সত্যিই কি ভেঙে ফেলা হবে? এই প্রশ্নের উত্তরে ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'বাড়িটি অত্যন্ত পুরোনো হয়ে গিয়েছে। তাই ভেঙে ফেলতে হবে।' তাঁর কথায় যে ইট, লোহা দিয়ে ওই ভবন তৈরি,তা আজ পাওয়া যাবে না। তাই চেষ্টা চলছে, সামনের কাঠামো একই রাখার।

কেন সরাফা ভবন মালদার মানুষের মনের মধ্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে? ইতিহাসের পাতা উলটালে দেখা যায়, ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলা, বিহার, ওডিশায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন। এক ধরনের ভূমি রাজস্ব প্রথার প্রভাব পড়ে মালদা জেলাতেও। সেই সময় মালদা জেলার রেশম, নীল, কার্পাস, বস্ত্র, সোনা, রুপো আমদানি রপ্তানির সূত্র ধরে ভগবানচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। যে কারণে খাজনা জমা ও আদায়ের হিসাব রাখার জন্য সরাফা ভবন গড়ে তোলা হয়। সালটা ছিল ১৭৯৩ এর আশেপাশে। ভবনটি আজ মালদার মানুষের কাছে আশুবাবুর সরাফা নামে খ্যাত।

ইতিহাস কথা কয় ফিস ফিস

- ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিস বাংলা, বিহার, উড়িষ্যায় চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথা চালু করেন
- এক ধরনের ভূমি রাজস্ব প্রথার প্রভাব পড়ে মালদা জেলাতে
- সেইসময় মালদা জেলার রেশম, নীল, কার্পাস, বস্ত্র, সোনা, রুপো আমদানি রপ্তানির সূত্র ধরে ভগবানচন্দ্র চৌধুরীর সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল
- যে কারণে খাজনা জমা ও আদায়ের হিসাব রাখার জন্য সরাফা ভবন গড়ে তোলা হয়

মালদা জেলার ইতিহাস গবেষক প্রয়াত কমল বসাকের লেখা একালের গৌড় মালদহ ও সেকালের ইতিহাস বইয়ের উল্লেখ রয়েছে, তখন চৌধুরী বংশের জমিদারি পরিধি বাংলা, বিহার এবং বর্তমান বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। এই সমস্ত জমি-জায়গা নিয়ন্ত্রিত হত ওই সরাফা ভবনের অঙ্গুলিহেলনে। সে সময় ৩০-৫০ জন কর্মচারী সব সময় কাজ করতেন। গোমস্তারা আটপ্রহরীর মাধ্যমে খাজনা পাঠিয়ে দিতেন। খাজনা আদায়ের জন্য সভায় মজুত থাকত লাঠিয়াল। হিসেব রাখার জন্য মোতায়েন করা হয়েছিল ৫-৬ জন কেরানি। ওই বইতে ভগবানচন্দ্র চৌধুরী বংশধর যতীন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর মতে সরাফাতে এক দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় ভগবানবাবুর। এরপর তাঁর ছেলে হরিশ্চন্দ্র চৌধুরী শোকাহত হয়ে সরাফায় না গিয়ে তার পাশেই একটি বাড়ি থেকে জমিদারি কাজ চালিয়ে যেতেন। যে ভবনটিতে আজ রয়েছে জয় হিন্দ বস্ত্রালয়।

পারিশ্রমিক সহ পাঁচ দফা দাবিতে ডেপুটেশন

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : মাসে চারদিন কাজ হয়। প্রতিদিন ৯০ টাকা করে দেওয়া হয়। তারপরেও প্রায় ছয় মাস ধরে পারিশ্রমিক পাননি। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার আন্দোলনে নামলেন স্বাস্থ্য দপ্তরের অধীনে থাকা কর্মীরা। পাঁচ দফা দাবিতে এদিন বিকেলে জেলা শাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের জেলা কমিটির সদস্যরা। পরে অলটানেটিভ ভ্যাকসিন ডেলিভারি, প্রশিক্ষিত দাইমা, লিংকম্যান এবং কমিউনিটি হেলথ গাইডদের সংগঠন সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের তরফে জেলা শাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে লিখিতভাবে নিজেদের দাবিপত্র জানানো হয়। এদিন বিকেলে প্রথমে বালুরঘাটে জেলা প্রশাসনিক ভবন, পরে জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। সংগ্রামী যৌথ মঞ্চের আহ্বায়ক বীরেন মহন্ত বলেন, 'এরা মাসে চার দিন কাজ পান। সারাদিন কাজ করে মাত্র ৯০ টাকা পেয়ে থাকেন। সেই টাকাও গত ৬ মাস ধরে মিলছে না। এই কর্মীদের কথা সরকার ভাবেন না। পাঁচ দফা দাবিতে আজ দুই জায়গায় ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামীদিনে আরও বড় আন্দোলনে নামা হবে।'

শীতেও শুকিয়ে যাচ্ছে ইছামতী

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বর শুরু হতে না হতেই শুকিয়ে গিয়েছে ইছামতী। মাঝখান দিয়ে সরু সুতোর মতো জল বয়ে যাচ্ছে। এই নদীর ওপর কুমারগঞ্জ ব্লকের তিনটি পঞ্চায়েত এবং বালুরঘাট ব্লকের পতিরাম পঞ্চায়েতের একাংশ এই নদীর ওপর নির্ভরশীল। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে জলশূন্য থাকায় গোবিন্দপুর, মুংলিশপুর, কাঁটাকোল সহ একাধিক গ্রামের কৃষক সমস্যায় পড়ছেন। নদীতে সারাবছর জল না থাকায় সেচের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করতে হয়। এর খরচ বেশি হওয়ায় অন্নদাতাদের মানসিক উদ্বেগ তৈরি হয়। কৃষি কাজে নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে। মৎস্য চাষ কার্যত বন্ধ। ভূগর্ভস্থ জলস্তর দ্রুত কমে যাওয়ার স্থানীয়রা আর্সেনিক দূষণের আশঙ্কা করছেন।

> নদীতে জলের অভাবে শুধু কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পরিবেশের উপরও প্রভাব পড়ে। জলস্তর নীচে নেমে গেলে আর্সেনিক দূষণ সহ অন্যান্য সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপ করা দরকার।
>
> **অনন্যা চৌধুরী, পরিবেশপ্রেমী**

শুকিয়ে যাওয়া ইছামতীর ছবি। মঙ্গলবারের সংবাদচিত্র।

স্থানীয় বাসিন্দা রণজ রায়, রিতা হালদার, মানব চৌহান, রবিউল মণ্ডলরা জানান, বছরে চার-পাঁচ মাস নদীতে ভালো জল থাকে। তারপর আর জল থাকে না। ডিসেম্বরেই হেঁটে হেঁটেই নদী পার হয়ে যাই। সারাবছর জল না থাকায় আমাদের ভীষণ সমস্যা হয়।

পরিবেশপ্রেমী অনন্যা চৌধুরী জানান, 'নদীতে জলের অভাবে শুধু কৃষিকাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না, পরিবেশের উপরও প্রভাব পড়ে। জলস্তর নীচে নেমে গেলে আর্সেনিক দূষণ সহ অন্যান্য সমস্যা বৃদ্ধি পায়। সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপ করার দরকার।'

এলাকার বাসিন্দারা দীর্ঘদিন ধরে নদীতে জল ধরে রাখার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছেন। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও স্থায়ী সমাধান গৃহীত হয়নি। নদীতে জল সংরক্ষণ ও সেচ ব্যবস্থার উন্নতি ঘটালে পরিবেশও রক্ষা পাবে।

আজ টিভিতে

বসু পরিবার – অগ্নিপরীক্ষা পর্ব সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭ সান বাংলা

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৩.৩০ অমর সঙ্গী, ৪.০০ রান্নাঘর, ৪.৩০ দিদি নাম্বার ১, ৫.৩০ পুবের ময়না, সন্ধ্যা ৬.০০ নিমফুলের মধু, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ পরিণীতা, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ মিত্তির বাড়ি, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ গৃহপ্রবেশ, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ রোশনাই, ১০.৩০ হরগৌরী পাইস হোটেল

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ টুম্পা অটোওয়ালি, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ প্রেরণা -আত্মমর্যাদার লড়াই, ৭.৩০ ফেরারি মন, রাত ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ স্বপ্নডানা, ৯.৩০ মৌ এর বাড়ি, ১০.০০ শিবশক্তি (রিপিট), রাত ১১.০০ শুভদৃষ্টি

আকাশ আট : সকাল ৭.০০ গুড মর্নিং আকাশ, দুপুর ১.৩০ রাঁধুনি, দুপুর ২.০০ আকাশে সুপারস্টার, সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ চ্যাটার্জী বাড়ির মেয়েরা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময় – অনুপমার প্রেম, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ, ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ

সিনেমা

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ অঞ্জলি, দুপুর ২.২০ মস্তান দাদা, বিকেল ৪.৫৫ অন্যায় অত্যাচার, সন্ধ্যা ৭.৫৫ বয়েই গেল (রিপিট), রাত ৯.২৫ প্রাণের স্বামী

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ সংগ্রাম, বিকেল ৪.৩৫ পাওয়ার, সন্ধ্যা ৭.৪৫ অন্যায় অবিচার, রাত ১০.৫৫ লাভেরিয়া

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ বাজি – দ্য চ্যালেঞ্জ, দুপুর ১.০০ মান মর্যাদা, বিকেল ৪.০০ দুই পৃথিবী, সন্ধ্যা ৭.৩০ ফান্দে পড়িয়া বগা কান্দে রে, রাত ১০.০০ নকাব

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রেমপূজারী

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহাশ্বেতা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

দুই পৃথিবী বিকেল ৪ কালার্স বাংলা সিনেমা

কৃশ দুপুর ১.৩৯ অ্যান্ড পিকচার্স

লাইটস আউট রাত ৯ সোনি পিক্স

ফুড ফ্যাক্টরি দুপুর ১.৫৬ ডিসকভারি

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে স্কুলে খেলার আয়োজন

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : আজ কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর ব্লকে অনুষ্ঠিত হল বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস। কুশমণ্ডি ব্লকের পইনালা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে, কুশমণ্ডি ব্লকের প্রতিটি হাইস্কুল, এসএসকে, এমএসকে এবং প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক নানারকম খেলার আয়োজন করা হয় বলে জানিয়েছেন বিদ্যালয়ের পরিদর্শক রমন দাস। হরিরামপুর ব্লকের বেটনা রামকৃষ্ণপুর হাইস্কুলে একইভাবে অনুষ্ঠিত হয় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস বলে জানিয়েছেন অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শরৎ সাহা।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হল। কর্মসূচির আয়োজন করা হয় গঙ্গারামপুরের জাহাঙ্গিরপুর পঞ্চায়েতের তিলছাড়া অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিধানমঞ্চে দিনটি উদযাপন করা হয়।

কালিয়াগঞ্জ ব্লকের ১ নম্বর সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের উদ্যোগে ভুঁইহারা স্কুলের সহযোগিতায় বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করা হয়। এদিন ১ নম্বর সার্কেলের সমস্ত স্কুলের বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের নিয়ে একটি র‍্যালি হয়। এদিন র‍্যালির পাশাপাশি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের নিয়ে অঙ্কন প্রতিযোগিতা হয়।

বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস পালন করল গাজোল হ্যান্ডিক্যাপড ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের উদ্যোগে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয় গাজোলের ঘোষপাড়া থেকে। শোভাযাত্রাটি গোটা গাজোল শহর এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় ঘোষপাড়ায় এসে শেষ হয়।

ছিনতাইয়ের চেষ্টা ব্যর্থ

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : চুরি ও ছিনতাইয়ের পরিকল্পনা বানচাল করে দিল পুলিশ। এদিন ভোররাতে রায়গঞ্জ শহরের শ্মশান কলোনি এলাকা থেকে তিনজনকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। ধৃতরা হল রেজাবুল হক (২১), মহম্মদ রফিক (২৫), রবি শেখ (২৮)। ধৃতদের মঙ্গলবার রায়গঞ্জ মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন।

নিকাশিনালার শিলান্যাস

সামসী, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দুপুরে মালতীপুর পঞ্চায়েতের অনুপনগরে নিকাশিনালা নির্মাণের শিলান্যাস করলেন চাঁচল-২ ব্লকের সমষ্টি উন্নয়নকরণ কর্তা শান্তনু চক্রবর্তী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এলাকার জেলা পরিষদ সদস্য রেহেনা পারভিন, চাঁচল-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা প্রমুখ। এর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে আট লক্ষ টাকা। টাকা বরাদ্দ করেছে পঞ্চদশ অর্থ কমিশন। নিকাশিনালা নির্মাণ প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি বাদল সাহা জানান, 'এলাকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিনের দাবি ছিল অনুপনগর হাইস্কুলের পাশে একটি নিকাশিনালার। বাসিন্দাদের দাবি মেনে নিকাশিনালা নির্মাণের কাজের শিলান্যাস হল এদিন।' নিকাশিনালা নির্মাণের খবরে খুশি এলাকাবাসী।

এআইসিটিই'র বুট ক্যাম্প

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : সম্প্রতি অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল ফর টেকনিকাল এডুকেশন (এআইসিটিই) এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ইনোভেশন সেলের উদ্যোগে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটিতে ইনোভেশন ডিজাইন ও আন্ত্রাপ্রেনরশিপ বুট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়েছিল। পরিচালনায় ছিলেন ওয়াধওয়ানি ফাউন্ডেশনের ডঃ ইরফানা রশিদ।

দু'দিনের এই বুট ক্যাম্পে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্কুলের প্রায় ৩০০ জন প্রিন্সিপাল ও সিনিয়ার শিক্ষক অংশ নিয়েছিলেন। অংশগ্রহণকারীদের একাধিক বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষায় উদ্ভাবনের তাৎপর্য সম্পর্কে জানতে পেরেছেন তাঁরা। অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন স্কুল কর্তৃপক্ষকে তাদের স্কুলে আন্ত্রাপ্রেনিউরিয়াল ইকোসিস্টেম চালু করতে সাহায্য করা হবে বলে সিস্টার নিবেদিতা ইউনিভার্সিটির তরফে ইনা বোস জানিয়েছেন।

কোর্টের নির্দেশে মামলা

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ঘটনার পাঁচ মাস পরে অবশেষে দায়ের হল মামলা। দক্ষিণ দিনাজপুরের সাফানগর এলাকায় পাঁচ মাস আগের শ্লীলতাহানি ও মারপিটের ঘটনায় আদালতের নির্দেশে অবশেষে মঙ্গলবার মামলা দায়ের হয়েছে। জানা গিয়েছে, গত ১৯ জুলাই আরজিনা বিবি ও তাঁর স্বামী আবদুল মোল্লার জমি নিয়ে প্রতিবেশী মনোজ বসাকের সঙ্গে বিবাদের সূত্রপাত ঘটে।

ওইদিন কুমারগঞ্জ থানায় অভিযোগ জানাতে গেলে পুলিশ তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে। পরদিন ২০ জুলাই জেলা পুলিশ সুপারের কাছে অভিযোগ জানানো হলেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। এরপর আরজিনা বিবি বালুরঘাট আদালতে অভিযোগ দায়ের করেন। আদালতের নির্দেশে দীর্ঘ পাঁচ মাস পর মঙ্গলবার মামলা শুরু হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

নির্বাচনের নির্ঘণ্ট

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : সমবায় সমিতির নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করল জেলা প্রশাসন। জেলার ৬৪টি পঞ্চায়েতের ৬৪টি সংঘ ও আটটি ব্লকের নির্বাচন হবে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার স্বনির্ভর দলের প্রজেক্ট অফিসার সুব্রত মহন্ত বলেন, 'এই মাসেই আটটি ব্লকে নির্বাচন করার নির্দেশ রয়েছে। বাকিগুলিতে আগামী মার্চে।'

বই বিলি : রায়গঞ্জ সদর সার্কেলের অন্তর্গত প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে মঙ্গলবার থেকে ২০২৫ সালের পাঠ্যবই দেওয়া শুরু হল। এদিন বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা সার্কেল অফিস থেকে বই সংগ্রহ করেন।

বন্ধনের আশ্বাস

নিউজ ব্যুরো

৩ ডিসেম্বর : বন্ধনের নতুন উদ্যোগ সেভিংস লাইফ ইনসুরেন্স প্ল্যান 'বন্ধন লাইফ আইগ্যারান্টি বিশ্বাস' প্রদত্ত প্রিমিয়ামের আড়াই গুণ পর্যন্ত গ্যারান্টিযুক্ত রিটার্ন দেয়। সেইসঙ্গে রয়েছে ১০ গুণ প্রিমিয়ামের লাইফ কভার।

ব্যবসা-বাণিজ্য

কম দামে কেজি দরে ঢেউ টিন পাওয়া যাচ্ছে। M : 9832387689. (C/113485)

ভর্তি

তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য পঞ্চম শ্রেণিতে ভর্তির আবেদনপত্র দেওয়া ও পূরণ করা আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে আগামী ০৫/১২/২০২৪ থেকে ২০/১২/২০২৪ তারিখ পর্যন্ত, প্রতিদিন সকাল ১১টা ৩০ মিনিট থেকে বেলা ২টার মধ্যে। প্রধান শিক্ষক। (C/113820)

ভাড়া

2 BHK Ground floor for Rent, Hakimpara, Siliguri. (M) 9832549683. (C/113495)

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont: M - 9647610774. (C/113493)

●

ডিস্ট্রিবিউটর ফার্মে Sales-এর জন্যে fresher ও Experience boys and Girls প্রয়োজন। শিক্ষাগত যোগ্যতা Madhyamik Pass থেকে Graduate, Age 20+শিলিগুড়ি স্থানীয় বাসিন্দা হতে হবে, মাসিক আয় 14K-20K. M : 9932449348, 9609800542. (C/113816)

●

শিলিগুড়িতে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ও কমার্শিয়াল Licence সহ প্রাইভেট গাড়ির Driver চাই। থাকার ব্যবস্থা আছে। মাইনা ১৪০০০ টাকা। (M) 90025 90042. (C/113494)

অ্যাফিডেভিট

গত 03.12.24 Apd EM কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Mintu Sha Kahar থেকে Mintu Sah হল। (C/113706)

●

আমি Sourabh Dutta পিতা Samar Dutta গত ইং 03/12/24 তারিখে শিলিগুড়ি নোটারিতে অ্যাফিডেভিট বলে Sourabh ও Sourav Dutta উভয়ই এক ও একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হলাম। (C/113817)

●

আমার পুত্রর জন্ম শংসা পত্র Regd No. B-2018 : 19-00379-000091 তাং 11-12-2018 এবং তার আধার কার্ড নং 36951006 1117 (ভারত সরকারের অধীনে) নাম ভুল থাকায় গত 23-10-24, সদর, কোচবিহার Executive Magistrate কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে পুত্র Abudulla Hossain এবং Abdullya এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলো। Chhayed Hussain, Vill- Chhat Duherkuthi, P.O. D.K.D. Bosh, P.S. Kotwali, Dist- Coochbehar. (C/113117)

INVITING TENDER

MALDA KRISHI VIGYAN KENDRA
UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
RATUA, MALDA-732205

Sealed quotations are invited for LEASE OUT OF MANGO & LICHI ORCHARD vide Ref- Tender notification Dated : 04/12/2024
For details please visit website: https://www.maldakvk.ubkv.ac.in/notification.html

SR. SCIENTIST & HEAD
MALDA KVK

কাটিহার ডিভিশনে বিদ্যুতের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : আরটি_ইএল_ডিইএন_০৩_২৪-২৫; তারিখ: ২৯-১১-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; কাজের নাম : তালখোলা-তালখোলা স্টেশনে ইন্টারলকিং -এর ইআই -সিস্টেম সহ পণ্য লাইন নং. ০৫ -এর উভয় প্রান্তে সংযোগ। (ইলেকট্রিক্যাল জেনারেল)। টেন্ডার মূল্য: ২১,২৩,০০২/- টাকা; বায়না মূল্য : ৪২,৫০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের শেষ তারিখ ও সময় ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথির সাথে সম্পূর্ণ তথ্যের জন্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে ২৭-১২-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই/টিআরডি, কাটিহার

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৩৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৭৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০১৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯০২৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

সিনেমা

CINEMA

Now Showing at
রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)

PUSPA-2 : The Rule
Part-2(Hindi)
From 5th December'24
Time : 12.00, 3.40, 7.15 P.M.
Dolby Digital

NOTICE

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

The Vehicle bearing the following numbers were seized in connection with the commission of forest offences.

1	WB 73 C 7495	4	WB 73 C 9607	7	WB 73 G 2265
2	WB 73 B 1025	5	WB 73 B 1500	8	WB 73 C 0990
3	WB 73 A 9122	6	WB 71 A 6669		

Any one having any interest in the above vehicle shall make an application to the DFO Darjeeling Wildlife & Authorized Officer, Darjeeling District on or before 23rd December 2024 by Register Speed Post only. In case of non-representation against any particular vehicle, it shall be concluded that no one is party to the case and proceeding as per Indian Forest Act 1927 will be done ex-parte.

Divisional Forest Officer
Darjeeling Wildlife Division

e-Tender

Abridge Copy of e-Tender being invited by the Executive Engineer, WBSRDA, Alipurduar Division vide eNIT No-10/APD/WBSRDA/FLOODDAMAGEWORK/2024-25. Details may be seen in the state Govt. portal **https://wbtenders.gov.in**, **www.wbprd.nic.in** & office notice board.

Sd/-
EXECUTIVE ENGINEER/WBSRDA/ ALIPURDUAR DIVISION

বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি দুর্দান্ত অফার

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

অল্প খরচে ওয়েবসাইট / ফেসবুকে শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

- উত্তরবঙ্গ সংবাদে বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে অক্ষর প্রতি ১ টাকা দিলে উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপন দেওয়ার সুযোগ। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেটের সঙ্গে দিতে হবে অক্ষর প্রতি ১.৫০ টাকা।
- শুধুই উত্তরবঙ্গ সংবাদের ফেসবুক ও ওয়েবসাইটে পাত্র-পাত্রী/ব্যক্তিগত বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ২ টাকা। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের রেট অক্ষর প্রতি ৩ টাকা। কমপক্ষে ৫০টি অক্ষর হতে হবে।

এই বিজ্ঞাপন ওয়েবসাইটে দু সপ্তাহ ধরে রাখা হবে

অফারটি শুরু হচ্ছে ২ ডিসেম্বর ২০২৪ থেকে

Recruitment Notice

Application invited for **Asst. Teacher-(01 post for female)** in the SMPS, 17 Bn SSB Falakata on temporary basis which is liable to be terminated any time by the competent authority. Eligible and interested female candidates should walk in interview on **11.12.2024 at 1100 Hrs** at 17 Bn alongwith application duly typed on full size plain paper with 02 passport size photograph with attached copies of testimonies i.e., Educational qualification, Date of birth, I.D proof/Aadhar Card, Residential Proof addressed to The Chairman, Shishu Mandir Primary School, STC, 17 Bn SSB, Falakata, P.O.-Falakata, Dist-Alipurduar (WB) Pin-735211. **Educational Qualification:-** Bachelor Degree from recognized university. (B.Ed will be preferred) (Higher Education holder candidates will be given priority) **Terms and conditions:-** She will be Governed by the rules and regulations framed by the managing committee SMPS. Monthly honorarium- Rs. 6,600/-.

আগ্রহের প্রকাশ

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং. সি/৪৭০/এপি/ওএসওপি/ ২০২৩-VIII তারিখঃ ২৯-১১-২০২৩। নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা নিম্নলিখিত কাজের জন্য আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের সুযোগ ঃ আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ৩৭টি স্টেশনে দেশিয়/স্থানীয় সামগ্রীর প্রদর্শন/বিক্রির দ্বারা ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট স্কিমে অংশগ্রহণ। প্রকল্পের নির্বাচিত স্টেশন ও গুরুর তারিখ ঃ (১) আলিপুরদুয়ার জং. (এপিডিজে)=০৩ ইউনিট, (২) নিউ আলিপুরদুয়ার (এনওকিউ) =০৪ ইউনিট, (৩) নিউ কোচবিহার (এনসিবি) =০৪ ইউনিট, (৪) ধূপগুড়ি (ডিকিউজি) =০২ ইউনিট, (৫) নিউ মাল জং. (এনএমজেড) =০২ ইউনিট, (৬) কোকরাঝাড় (কেওজে) =০২ ইউনিট, (৭) হাসিমারা (এইচএসএ) =০১ ইউনিট, (৮) ফালাকাটা (এফএলকে) =০২ ইউনিট, (৯) নিউ ময়নাগুড়ি (এনএমএক্স) =০১ ইউনিট, (১০) কামাখ্যাগুড়ি (কেএমজি) =০১ ইউনিট, (১১) গুলমা (জিএলএমএ) =০১ ইউনিট, (১২) ফকিরাগ্রাম (এফকেএম) =০১ ইউনিট, (১৩) বিন্নাগুড়ি (বিএনভি) =০১ ইউনিট, (১৪) দলগাঁও (ডিএলও) =০১ ইউনিট, (১৫) দিনহাটা (ডিএইচএইচ) =০১ ইউনিট, (১৬) চালসা (সিএলডি) =০১ ইউনিট, (১৭) নাগ্রাকাটা (এনকেবি) =০১ ইউনিট, (১৮) বানরহাট (বিএনকিউ) =০১ ইউনিট, (১৯) কোচবিহার (সিওবি) =০১ ইউনিট, (২০) বামনহাট (বিএক্সটি) =০১ ইউনিট, (২১) তুফানগঞ্জ (টিএফজিএন) =০১ ইউনিট, (২২) মাথাভাঙা (এমএইচবিএ) =০১ ইউনিট, (২৩) গোসাইগাঁও হাট (জিওজিএইচ) =০১ ইউনিট, (২৪) উদালবাড়ি (ওডিবি) =০১ ইউনিট, (২৫) হ্যামিলটনগঞ্জ (এইচওজে) =০১ ইউনিট, (২৬) গোলকগঞ্জ (জিকেজে) =০১ ইউনিট, (২৭) বাগরাকোট (বিআরকিউ) =০১ ইউনিট, (২৮) মাদারিহাট (এমডিটি) =০১ ইউনিট, (২৯) রাজাভাতখাওয়া (আরভিকে) =০১ ইউনিট, (৩০) দেওয়ানহাট (ডিডব্লিউটি) =০১ ইউনিট, (৩১) ধুবড়ি (ডিবিবি) =০১ ইউনিট, (৩২) আলটাগ্রাম (এটিএম) =০১ ইউনিট, (৩৩) শালবাড়ি (এসএক্সএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৪) নিউ চ্যাংরাবান্ধা (এনসিবিডি) =০১ ইউনিট, (৩৫) ঘোসকাডাঙা (জিডিএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৬) সালাকাটি (এসএলকেএক্স) =০১ ইউনিট, (৩৭) বাসুগাঁও (বিএসজিএন) =০১ ইউনিট, ৩৭টি স্টেশনে মোট ৪৯ ইউনিট। ইওআই ফর্ম ইস্যুর গুরুর তারিখ ঃ ০৩-১২-২০২৪, আবেদন জমা করার জন্য ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (কমার্শিয়াল)-এর কার্যালয়, অফিস/সিনি. ডিসিএম/চেম্বার, আলিপুরদুয়ার জং.-এ ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত ইওআই বক্স রাখা থাকবে এবং ২৬-১২-২০২৪ তারিখের ১৬.০০ ঘণ্টায় ইওআই বক্স খোলা হবে। উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে এন. এফ. রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in-এ ইওআই নথিও পাওয়া যাবে।

ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সি), আলিপুরদুয়ার জং.

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সারাদিন আর্থিক চাপের মধ্যে থাকতে হতে পারে। ব্যবসায় বিনিয়োগ আজ নয়। **বৃষ :** সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়াতে পেরে তৃপ্তিলাভ। **মিথুন :** শরীর নিয়ে সারাদিন উৎকণ্ঠা থাকবে। কোমর নিয়ে ভুগতে হতে পারে। **কর্কট :** অতিরিক্ত পরিশ্রমে শরীর খারাপ হতে পারে। কর্মপ্রার্থীরা আজ ভালো খবর পেতে পারেন। **সিংহ :** অল্পে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সহজ সুযোগ পাবেন। দাম্পত্যের সমস্যা কাটবে। **কন্যা :** অন্যায়ের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিবাদকে সবাই সমর্থন জানাবে। অতিরিক্ত খেয়ে শারীরিক সমস্যা। **তুলা :** মায়ের শরীর নিয়ে উৎকণ্ঠা চললেও চিকিৎসায় সুফল মিলবে। ব্যবসার জন্য দূরে যেতে হতে পারে। **বৃশ্চিক :** মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও সমস্যা কেটে যাবে। বন্ধুর সঙ্গে অকারণে ঝামেলা। **ধনু :** নতুন অফিসে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। নিজের কথার ভুলে হওয়া কাজ বিগড়ে যেতে পারে। **মকর :** পরিবার নিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। অতিরিক্ত চাইতে যাবেন না। **কুম্ভ :** নিজের লাভের জন্য কিছু করতে গিয়ে হতাশ হবেন। বিপন্ন প্রাণীকে বাঁচিয়ে আনন্দ। **মীন :** নতুন জমি ও বাড়ি কেনার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। প্রেম বা বৈবাহিক জীবনে একটু সমস্যা হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ভাঃ ১৩ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪, ১৮ অঘোন, সংবৎ ৩ মার্গশীর্ষ সুদি, ১ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।৭, অঃ ৪।৪৮। বুধবার, তৃতীয়া দিবা ১২। ২৮। পূর্বাষাঢ়ানক্ষত্র সন্ধ্যা ৫।২৩। গণ্ডযোগ দিবা ২।৪৮। গরকরণ দিবা ১২। ২৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ১২।৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা, সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ১১।২০ গতে মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ। মৃতে- দোষ নাই, সন্ধ্যা ৫।২৩ গতে দ্বিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১২।২৮ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৮।৪৮ গতে ১০।৮ মধ্যে ও ১১।২৮ গতে ১২।৪৮ মধ্যে। শুভকর্ম-দিবা ১২।৪৮ মধ্যে দীক্ষা জলাশয়ারম্ভ বিক্রয়বাণিজ্য ধান্যচ্ছেদন কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদ্দিষ্ট এবং চতুর্থীর সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।২ মধ্যে ও ৭।৪৪ গতে ৮।৩২ মধ্যে ও ১০।৩৩ গতে ১২।৪০ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৪৮ গতে ৬।৪১ মধ্যে ও ৮।২৯ গতে ৩।৩৯ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।২ গতে ৭।৪৪ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।২৯ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মদিনে শ্রদ্ধার্ঘ্য খুদেদের। মঙ্গলবার গঙ্গারামপুরে। - চয়ন হোড়।

‘বিরোধী’ বলেই সাফাই হয় না জঞ্জাল

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরের মোহনবাটী বাজার এলাকায় ৬ মাস ধরে নিকাশিনালা পরিষ্কার হয় না বলে অভিযোগ উঠেছে। ওই এলাকায় প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী রবীন্দ্রকুমার ভৌমিকের বাড়ি। ১৯১২ সাল থেকে প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর পরিবার বাস করছেন ওই বাড়িতে। অভিযোগ, তাঁর বাড়ির লাগোয়া এলাকার নিকাশিনালাগুলি নিয়মিত পরিষ্কার হয় না। পুরো নর্দমা নোংরা আবর্জনায় ভরে যাচ্ছে। মশার উপদ্রবে নাজেহাল অবস্থা।

ভৌমিক পরিবারের সদস্য তথা জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক তিলকতীর্থ ভৌমিক বলেন, ‘মে মাসের পর আর নিকাশিনালা পরিষ্কার হয়নি। আগে যিনি স্যানিটারি ইনস্পেকটর ছিলেন তাকে বলে নিয়মিত পরিষ্কার করাতাম, কিন্তু উনি অবসর নেওয়ার পর একেবারে পরিষ্কার হয় না। অথচ প্রতি বছর এপ্রিল মাসের ২ তারিখে ট্যাক্স দিই। আমি এবং আমার পরিবার কংগ্রেস করে বলেই নিয়মিত পরিষ্কার হয় না।’

যদিও এলাকার কোঅর্ডিনেটর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, ওই এলাকায় নিকাশিনালা পরিষ্কার করা হয়। কিন্তু প্রতিদিন সবজি বিক্রেতারা ওই এলাকা নোংরা করে রাখে। তাঁর বক্তব্য, ‘আমাদের ওয়ার্ডে লেবার সংখ্যা ৩ জন। তাই প্রতিদিন পরিষ্কার করা সম্ভব হয় না। তিনি আরও বলেন, কোনও দল দেখে ওয়ার্ডে কাজ হয় না। সাধারণ মানুষের পরিষেবা আমরা দিয়ে থাকি। তাই এই ধরনের অভিযোগ ঠিক নয়।’

পুর পরিষেবাতেও রং বিতর্ক

প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামীর বাড়ির সামনে আবর্জনা। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে।

উল্লেখ্য, রায়গঞ্জ শহরের মূল কেন্দ্র মোহনবাটী এলাকা। প্রতিদিন সকালে গ্রাম থেকে আড়তদাররা শাকসবজি নিয়ে এসে রাস্তার উপর বিক্রি করে। বিক্রেতারা বিভিন্ন জিনিসপত্র রাস্তার উপর ও ড্রেনে ফেলে দিয়ে চলে যায়। ফলে সেগুলো জমে যায়। বিশেষ করে বর্ষার সময় সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগে পড়তে হয়। রায়গঞ্জ পুরসভার ভাইস চেয়ারপার্সন অরিন্দম সরকার বলেন, ‘সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে রাস্তাঘাট ও ড্রেন পরিষ্কার রাখা সম্ভব নয়। তিলকবাবু যে অভিযোগ করেছেন, তা একেবারেই ভিত্তিহীন।’

টেন্ডার ডাকল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

জানুয়ারিতে হিলির পথে লাইন পাতা শুরু

বিধান ঘোষ

হিলি, ৩ ডিসেম্বর : বালুরঘাট-হিলি রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পে গতি আসতে চলেছে। দুর্গাপুজোর আগে এই প্রকল্পের জন্য প্রয়োজনীয় জমির একাংশ রেলের হাতে তুলে দিয়েছে জেলা প্রশাসন। এবার কামারপাড়া থেকে বালুরঘাট পর্যন্ত

> প্রথম দফায় ৩১৫ কোটি দিয়ে বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত লাইন পাতা হবে। রাজ্য সরকার কামারপাড়া থেকে হিলি পর্যন্ত জমি রেলের হাতে দিলে সেদিককার কাজও শুরু হয়ে যাবে। রাজ্য যত তাড়াতাড়ি জমি দেবে, রেল তত তাড়াতাড়ি লাইন পেতে ট্রেন চালাবে।
>
> **সুকান্ত মজুমদার**, সাংসদ

নতুন রেললাইন পাতার জন্য বরাত প্রক্রিয়া শুরু করেছে রেল কর্তৃপক্ষ। ১৩.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ নতুন লাইনের কাজের জন্য ৩১৫ কোটি টাকার দরপত্র আহ্বান করেছে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের নির্মাণ সংস্থা। দ্রুত বরাত প্রক্রিয়া শেষ করে জানুয়ারি মাসের মধ্যেই কাজ শুরু দিতে চাইছে রেল। এখন কামারপাড়া থেকে হিলি পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের অপেক্ষায় মানুষজন।

রেলের সম্প্রসারণের কাজ চলছে। মঙ্গলবার হিলিতে।

২০১০ সালে বালুরঘাট থেকে হিলি পর্যন্ত রেল সম্প্রসারণ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। কিছুদিনের মধ্যে কাজ থমকেও যায়। দীর্ঘ বছর ধরে এই প্রকল্প জমিজটে আটকে ছিল। অবশেষে কলকাতা হাইকোর্টের হস্তক্ষেপে ২০২২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এই প্রকল্পের কাজ নতুন করে শুরু হয়। জেলা ভূমি সংস্কার দপ্তরও জমি অধিগ্রহণে তৎপর হয়। ২০২৩ সালে জমি অধিগ্রহণের জন্য প্রায় ৩০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। পাশাপাশি অর্ধসমাপ্ত সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করতেও ৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করে তারা। চলতি বছর দুর্গাপুজোর আগে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের হাতে ১৩.৭ কিলোমিটার চিহ্নিত জমি তুলে দেয় জেলা প্রশাসন। জমি পেতেই দ্রুত লাইন পাতার কাজ শেষ করতে দরপত্র আহ্বান করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল।

এখনও পর্যন্ত ঠিক আছে, চলতি ডিসেম্বরেই এই বরাত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে রেল। কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘রাজ্য যে পরিমাণ জমি রেলের হাতে দিয়েছে তাতেই লাইন পাতার কাজ শুরু হচ্ছে। প্রথম দফায় ৩১৫ কোটি দিয়ে বালুরঘাট থেকে কামারপাড়া পর্যন্ত লাইন পাতা হবে। রাজ্য সরকার কামারপাড়া থেকে হিলি পর্যন্ত জমি রেলের হাতে দিলে সেদিককার কাজও শুরু হয়ে যাবে। রাজ্য যত তাড়াতাড়ি জমি দেবে, রেল তত তাড়াতাড়ি লাইন পেতে ট্রেন চালাবে।’

নাম নেই যোগ্যদের, অভিযোগ জানিয়েও মেলেনি ফল

তালিকায় পদ্ম উপপ্রধানের চার ভাই

সৌরভকুমার মিশ্র ও মুরতুজ আলম

হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসী, ৩ ডিসেম্বর : আবাস তালিকায় নাম নেই গরিবদের। কিন্তু, নাম রয়েছে রামধনু জোট পরিচালিত হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধানের। পাশাপাশি উপপ্রধানের চার ভাইয়ের নামও এই তালিকায় উঠে এসেছে। এমনই তালিকা ঘিরে শুরু হয়েছে চাপানউতোর।

অন্যদিকে সামসী থেকেও যোগ্যদের বঞ্চিত করার অভিযোগ উঠে আসছে।

হরিশ্চন্দ্রপুর ও সামসী

অভিযোগ, ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিজেপির উপপ্রধান কুন্দন মণ্ডলের নাম এই তালিকায় রয়েছে। রয়েছে তাঁর চার ভাইয়ের নামও। একই পরিবারের স্বামী-স্ত্রীর নামও তালিকাতে এসেছে। পাশাপাশি বিয়ে হয়নি এমন তরুণীর নামও তালিকায় দেখা যাচ্ছে বলে অভিযোগ।

এলাকার বাসিন্দা উদয় মণ্ডল বলেন, ‘উত্তর ভাকুড়িয়া গ্রামের অনেকের নাম বাদ পড়েছে যারা প্রকৃতপক্ষেই ঘর পাওয়ার জন্য যোগ্য। অথচ উপপ্রধান এবং তার চার ভাইয়ের নাম এসেছে। ওদের পাকাবাড়ি রয়েছে।’

অভিযোগ প্রসঙ্গে হরিশ্চন্দ্রপুর-২ এর বিডিও তাপসকুমার পাল জানিয়েছেন, ‘অনেকে সার্ভের সময় মিসগাইড করতে পারে। তাই প্রাথমিক তালিকার পর অভিযোগের ভিত্তিতে সুপার চেকিং করে চূড়ান্ত তালিকা হবে।’

সামসী পিণ্ডলতলা গ্রামের বাসিন্দা আবু কালাম আজাদ, আসরাফুল হকরা নিজেদের নাম পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিডিওর কাছে লিখিতভাবে আবেদন করেছেন। ওই পঞ্চায়েত এলাকার ছবিলপাড়া গ্রামের দীপ্তি সাহা, দিলীপ মণ্ডলরাও আবাসের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করার জন্যও আবেদন করেন। কিন্তু বিডিওকে জানিয়েও লাভ হয়নি। এনিয়ে ক্ষোভ দেখা দিয়েছে সামসীতে।

ছবিলপাড়া গ্রামের এক বিধবা মহিলা দীপ্তি সাহার অভিযোগ, ‘স্বামী দুবছর আগে মারা গিয়েছেন। দুই নাবালক সন্তানকে নিয়ে বসবাস করছি। অথচ আমার নাম আবাসের তালিকা থেকে বাদ দিয়েছে প্রশাসন।’

এলাকার মানুষের তোলা অভিযোগ নিয়ে সুর চড়িয়েছেন পিণ্ডলতলা ও ছবিলপাড়া দুই বুথের শাসকদলের দুই পঞ্চায়েত সদস্যও। পিণ্ডলতলা বুথের শাসকদলের অভিযোগ প্রসঙ্গে রতুয়া-১ ব্লকের বিডিও রাকেশ টোপ্পো বলেন, ‘ত্রুটিমুক্ত তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবুও অভিযোগ থাকলে, তা গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখা হবে।’

> আমার ভয়েস নকল করেও ২৫ অক্টোবর থেকে আরও একটি ভয়েস মেসেজ চলছে। অধিকারিকদের নাম করে অনেকেই এসব করে থাকে। পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।
>
> **সুকান্ত শিকদার**, বিডিও

> বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু আমি এই ঘর নিতে চাই না। কারণ, এই এলাকায় আমার থেকে আরও অনেক গরিব মানুষ আছেন, যাঁরা একটি সরকারি ঘর পেলে অত্যন্ত উপকৃত হবেন।
>
> **মমতাজ বিবি**, প্রধান, সাফানগর পঞ্চায়েত

বিডিওর নাম করে ঘুষ চাওয়ার দাবি

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৩ ডিসেম্বর : আবাস তালিকায় নাম তোলার জন্য এবার খোদ বিডিওর নাম করে টাকা চাওয়ার অভিযোগ উঠল কালিয়াচক-৩ নম্বর ব্লকে। এক ভাইরাল ভিডিও ঘিরে বিতর্ক ছড়িয়েছে বৈষ্ণবনগরের কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতে। যদিও ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ। সম্প্রতি বৈষ্ণবনগরের একটি রেস্তোরাঁয় কৃষ্ণপুর পঞ্চায়েতের সমস্ত সদস্যদের ডেকে পাঠান প্রধান আবদুল আহাদ। সেই রেস্তোরাঁয় আবদুল প্রতিটি পঞ্চায়েত সদস্যকে

বৈষ্ণবনগর

উদ্দেশ্য করে প্রতিটি উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তোলার নির্দেশ দেন। ভাইরাল ভিডিওয় বলতে শোনা যায়, বিডিও তাঁকে এবং অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের সাত-আটজন সদস্যকে নিজের চেম্বারে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখনই বিডিও প্রধানদের বলেন, উপভোক্তার কাছ থেকে সাত হাজার টাকা করে তুলতে হবে এবং সেটা ওঁকে দিতে।

যদিও বিডিও সুকান্ত শিকদারের বক্তব্য, বিষয়টি আমি শুনেছি। কেউ কোনও অভিযোগ করেনি। অভিযোগ পেলে পুলিশে জানাব।

নিজের নাম বাদ দিতে আর্জি পঞ্চায়েত প্রধানের

সাজাহান আলি

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : এই বেলাগাম দুর্নীতির জমানায় এমনটাও ঘটতে পারে? কাটমানির জমানায় একেবারে অন্য উদাহরণের নজির তৈরি করছেন তিনি। তাঁর নামে বরাদ্দ হলেও বাংলা আবাস যোজনায় ঘর নিতে চান না কুমারগঞ্জ ব্লকের তৃণমূল পরিচালিত সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মমতাজ বিবি। ২০১৭ সালে সরকারিভাবে তদন্তের পর বসবাস করার জন্য ঘর পাওয়ার তালিকায় নাম ওঠে। সম্প্রতি দ্বিতীয়বার সমীক্ষার পরে বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় চূড়ান্ত জায়গা পান তিনি। তবুও বসবাস করেন মাটির বাড়িতেই।

সরকারের দেওয়া বাংলা আবাস যোজনার ঘর নিতে চান না মানুষটি। তার কথায়, ‘আমার যা বাড়িঘর আছে তা দিয়ে কোনওরকমে চলে যাবে। কিন্তু একজন প্রকৃত গরিব মানুষ এই ঘর পেলে ভীষণ উপকৃত হবেন। তাই আমি ঘর নিতে চাই না।’ স্বেচ্ছায় বাংলা আবাস যোজনার তালিকা থেকে নিজের নাম বাদ দেওয়ার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি। কিছুটা ব্যতিক্রমী মনে হলেও বাস্তবে এমনই ঘটছে কুমারগঞ্জ ব্লকের সাফানগর গ্রাম পঞ্চায়েতে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের কালাইডাঙ্গা গ্রামের বাসিন্দা মমতাজ বিবি মঙ্গলবার বাংলা আবাস যোজনায় তালিকায় সরকারি ঘর না নেওয়ার ঘোষণা করেছেন। বিষয়টি মৌখিকভাবে তিনি কুমারগঞ্জের বিডিওকেও জানিয়েছেন।

মমতাজ বিবি মঙ্গলবার বলেন, ‘সরকারি নিয়মনীতি ও পারিবারিক অবস্থা অনুযায়ী আমার পরিবার বাংলা আবাস যোজনার ঘর পাওয়ার

কুমারগঞ্জ

যোগ্য। কিন্তু আমি এই ঘর নিতে চাই না। কারণ, এই এলাকায় আমার থেকে আরও অনেক গরিব মানুষ আছেন, যারা একটি সরকারি ঘর পেলে অত্যন্ত উপকৃত হবেন। তাই নিজের পরিবারের সঙ্গে আলোচনা করে বাংলা আবাস যোজনার তালিকা থেকে আমার নাম কেটে বাদ দেওয়ার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার, কুমারগঞ্জের বিডিও সহ সকলকে অনুরোধ জানিয়েছি।’ তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে নির্বাচিত প্রধান মমতাজ বিবির এমন সিদ্ধান্তকে অনেকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ।

রাস্তা নির্মাণের কৃতিত্ব নিয়ে বচসায় দুই দল

আজাদ

মানিকচক, ৩ ডিসেম্বর : ঢালাই রাস্তার কাজের সূচনা নিয়ে বচসায় জড়াল তৃণমূল ও বিজেপি। মঙ্গলবার সকালে মানিকচকের মথুরাপুর ব্যাংক মোড়ের কাছে রাস্তার কাজের সূচনায় উপস্থিত হয় দু’পক্ষ। ঢালাই রাস্তা নির্মাণের দাবিদার কে, এনিয়ে চলে বচসা।

তৃণমূল পরিচালিত মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির অর্থ বরাদ্দে এই ঢালাই রাস্তা। তাই তৃণমূল পক্ষের দাবি, এই রাস্তা নির্মাণের মূল কারিগর তারা। আবার এই এলাকার পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য বিজেপির উজ্জ্বল মণ্ডল। তিনি মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতাও। অ্যানুয়াল স্কিম প্ল্যানের মাধ্যমে এই রাস্তার জন্য বারবার দরবার করেন তিনি। তারই ফলস্বরূপ এই ঢালাই রাস্তার কাজ। এতে বিজেপি পক্ষের দাবি, এই রাস্তার কাজের সূচনা হবে বিরোধী দলনেতার হাত ধরে। এনিয়ে দু’পক্ষই বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে। সেই বচসা মেটায় উপস্থিত স্থানীয় মানুষজন। অবশেষে দু’পক্ষ পৃথকভাবে কাজের সূচনায় হাত লাগায়।

কেন বিবাদ

- মঙ্গলবার সকালে মানিকচকের মথুরাপুর ব্যাংক মোড়ের কাছে ৫০০ মিটার রাস্তার কাজের সূচনায় উপস্থিত হয় বিজেপি ও তৃণমূল নেতৃত্ব
- তৃণমূল পক্ষের দাবি, এই রাস্তা নির্মাণের মূল কারিগর তারা
- বিজেপি পক্ষের দাবি, এই রাস্তার কাজের সূচনা হবে বিরোধী দলনেতার হাত ধরে। এনিয়ে দু’পক্ষই বাকবিতণ্ডায় জড়িয়ে পড়ে

মানিকচকের মথুরাপুর পঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকের সামনের প্রায় ৫০০ মিটার রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল। দাবি মেনে ৫৫ মিটার ঢালাই রাস্তা নির্মাণের জন্য তিন লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছে মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতি। গত ২৭ নভেম্বর এই ঢালাই রাস্তার উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র, মালদা জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কবিতা মণ্ডল, মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পিংকি মণ্ডলরা। মঙ্গলবার শুরু হয় ঢালাইয়ের কাজ। কাজের সূচনালগ্নে উপস্থিত হন মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা উজ্জ্বল মণ্ডল। সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্ব। চলে আসেন তৃণমূলের মথুরাপুর অঞ্চল সভাপতি তথা মানিকচক পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির স্বামী অপু মণ্ডল সহ তৃণমূল কর্মীরাও। এরপরেই দু’পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়।

উজ্জ্বলবাবুর দাবি, ‘এই রাস্তার কাজের জন্য আমি বারবার ব্লক প্রশাসনের কাছে আবেদন জানিয়েছি। সেই দাবি মেনে পঞ্চায়েত সমিতির তরফে পাঁচ লক্ষ টাকার কাজ ধরা হয়েছিল। কিন্তু বিধায়কের নির্দেশে তিন লক্ষ টাকার কাজ করা হচ্ছে। বাকি দু’লক্ষের কাজ অন্য কোথাও করা হচ্ছে।’

এদিকে অপু মণ্ডল বলেন, ‘বিধায়কের উদ্বোধন করা রাস্তা বিজেপির নেতারা কেন উদ্বোধন করবে?’

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

মেঘেদের দেশে।। তিনচুলেতে ছবিটি তুলেছেন কোচবিহারের দেবশ্রী ভাদুড়ি।

ডিস্কো চায়ের স্বাদে ভিড়ে টানে সাহাপুর

রূপেন্দু দাস

পুরাতন মালদা, ৩ ডিসেম্বর : দুই শহরের সংযোগকারী মহানন্দা দ্বিতীয় সেতু পার হয়ে কিছুটা এগোতেই ডিস্কো মোড়। এই এলাকার দুর্নাম-সুনাম দুই রয়েছে। তবে এলাকাটির নাম ছড়িয়ে পড়ে শুধু একটি মাত্র চায়ের দোকানের জন্য। সকাল-সন্ধ্যা ডিস্কো মোড়ের চা পান করতে এক সময় জমত ভিড়। কিন্তু এক ‘উটকো ঝামেলায়’ এলাকা ছাড়তে হয়েছে ওই চা বিক্রেতাকে। তবুও জনপ্রিয়তায় একটুও ভাটা পড়েনি।

মঙ্গলবার দুপুরে চা বিক্রেতা অনুকূল মণ্ডল ফেলে আসা দিনের কথা জানাতে গিয়ে স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন। বলেন, ‘ডিস্কো মোড়ে দোকান থাকাকালীন ভালো চা বিক্রি হত। কে বা কারা পাশের একটি দোকানে চা পান করে ভাঁড় রেখে দেয়। তা নিয়ে ঝামেলা বাধে। আমার পক্ষে তর্কাতর্কি করা সম্ভব ছিল না। তাই, ঠিক করি দোকান অন্য জায়গায় নিয়ে যাব। রুপালি মোড়ে চলে আসি।’

এই দোকান শুরুর একটা করুণ কথা রয়েছে। বছর ২০-২৫ আগের কথা। তখন অগাধ জমি-জায়গা ছিল। ছিল অর্থের প্রাচুর্য। তাই, এখানে-ওখানে গান গেয়ে সময় কাটাতেন তরুণ অনুকূল মণ্ডল। আস্তে আস্তে টাকাপয়সা নিঃশেষ হয়ে যায়। জায়গা-জমি বিক্রি করে পাওয়া টাকা দিয়ে কিছুদিন চললেও সেটাও কমতে শুরু করে। বাড়িতে দুই ছেলে বুলেট আর রাজদূত। রয়েছে স্ত্রীও। চারজনের ভাতকাপড়ের ব্যবস্থা করতে খোলেন খাবারের দোকান। আর ছিল বিনা পয়সায় চা খাওয়ানো। তখন দোকান ছিল ডিস্কো মোড়ে। আস্তে আস্তে খাবারের থেকে চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে। সেই সময় মিঠুন চক্রবর্তীর ডিস্কো ড্যান্সার সিনেমা হটকেক। অতএব ‘ডিস্কো ড্যান্সার’ সিনেমার ‘ডিস্কো’ থেকে চায়ের নাম ডিস্কো চা।

এই দোকানের আরও একটা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দুর্গাপুজোয় সপ্তমী, অষ্টমী এবং নবমীতে দোকান খোলা হয় রাত ৩টায়। অনুকূল মণ্ডলের কথায়, ‘সেই সময় অনেকে পুজো দেখতে দেখতে চায়ের খোঁজ করেন। বিক্রি ভালোই হয়। আর কালীপুজোয় রাতে দোকান খুলি রাত তিনটে। গানবাজনার সময় হয় না। কিছুটা খারাপ লাগে। তবে সংসারের কথা চিন্তা করলে সেই খারাপ লাগা নিমেষে উধাও হয়ে যায়।’

দুই জেলায় প্রত্নতত্ত্বের খোঁজে এএসআই

কুশমণ্ডি ও হরিরামপুর, ৩ ডিসেম্বর : উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলাজুড়ে প্রত্নতত্ত্বের একাধিক নিদর্শন ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। সংরক্ষণের কোনও ব্যবস্থাই হয়নি। এবার সেসব প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকা পরিদর্শনে নামল আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ সার্কেল সহ দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদ। মঙ্গলবার আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার রায়গঞ্জ সার্কেলের অ্যাসিস্ট্যান্ট সুপার হরিওম শর্মার নেতৃত্বে চার সদস্য এবং ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের তিন সদস্য যৌথভাবে দক্ষিণ দিনাজপুরের হরিরামপুর, কুশমণ্ডি ব্লক এবং উত্তর দিনাজপুরের ইটাহার ব্লকের প্রত্নতাত্ত্বিক এলাকাগুলি ঘুরে দেখেন।

এদিন শ্রীমতী নদীর দু’পাশে থাকা ইতিহাসে ঠাঁই পাওয়া একাধিক জায়গা পরিদর্শন করে সাত সদস্যের প্রতিনিধিদল। হরিরামপুর ব্লকের জগদলা, সুরহর, মাহাটোর, ভেলাগাছি গ্রাম পরিদর্শন করে ভগ্নস্তূপগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব খতিয়ে দেখেন তাঁরা। খুশি ইতিহাস অনুসন্ধান পরিষদের সম্পাদক ডঃ নবকুমার দাস, পরিষদের সহ সম্পাদক সুরজ দাসের, বিশিষ্ট ইতিহাসবিদ অধ্যাপক হিমাংশুকুমার সরকাররা।

হরিওম শর্মা জানান, অতি দ্রুত তিনি ভারত সরকারের আর্কিওলজিক্যাল ডিপার্টমেন্টে লিখিত প্রতিবেদন জমা করবেন। পাশাপাশি তিনি উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা শাসকদের প্রত্নস্থল সংরক্ষণের বিষয়টি অবগত করবেন।

পড়তে হবে

২ ডিসেম্বর, তিনের পাতার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া’র সম্মেলন শীর্ষক খবরে সুপার অ্যাগ্রো ইন্ডিয়া’র সম্মেলন পড়তে হবে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃণমূল নেতার প্রবেশে 'না'

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : সাসপেনশন তুললেও বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে পারবেন না শিক্ষাকর্মী তপন নাগ। উপাচার্যের এমন সিদ্ধান্তের কথা জানতে পেরেই উপাচার্যের চেম্বারের সামনে বিক্ষোভ শুরু করেন সারাবাংলা তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির সদস্যরা। তাঁরা দাবি করেন, উপাচার্যের এমন সিদ্ধান্ত তারা মানবেন না। তপনবাবুর সাসপেনশন তুলে নিয়ে তাঁকে সসম্মানে ফিরিয়ে আনতে হবে। যারা এই কাজে বিজেপির উপাচার্যকে মদত জোগাচ্ছেন তাঁদের চিহ্নিত করে দল থেকে বের করতে হবে। রাত ৮ বাজলেও উপাচার্য, রেজিস্ট্রার, ফিনান্স অফিসার সহ আধিকারিকেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আটকে আছেন। এদিকে আজও শিক্ষাকর্মীরা আন্দোলন করেছেন। অধিকাংশ ডিপার্টমেন্টে পঠন-পাঠন হয়নি। গত ১১ নভেম্বর থেকে অচলাবস্থা চলছে।

তৃণমূল শিক্ষাবন্ধু সমিতির জেলা সভাপতি তপন নাগের সাসপেনশন প্রত্যাহার নিয়ে আজ সারাদিন ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাপানউতর চলে। এই বিষয়ে উপাচার্যের সঙ্গে একাধিকবার রেজিস্ট্রার সহ অন্য আধিকারিকেরা বৈঠক করেন। তপনবাবু লিখিতভাবে সাসপেনশন প্রত্যাহার করে নেওয়ার জন্য রেজিস্ট্রারকে লিখিত আকারে উত্তর দেন। কিন্তু উপাচার্য দীপককুমার রায় সাসপেনশন প্রত্যাহার করলেও তাঁকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঢুকতে দিতে নারাজ, এমন সিদ্ধান্ত আন্দোলনরত শিক্ষাকর্মীরা জানতেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। তারা অভিযোগ করেন, একশ্রেণির অধ্যাপকের মদতে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন উপাচার্য।

শিক্ষাকর্মী আন্দোলনের নেতা বিজয় দাস বলেন, 'সাসপেনশন প্রত্যাহার আজ তুলতে হবে, তা না হলে উপাচার্য ঘেরাও থাকবেন। এরা এখানে রাজনীতি করছেন। হতে দেব না আর।'

যদিও উপাচার্য ও রেজিস্ট্রারের কোনও বক্তব্য মেলেনি। বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী বলেন, 'উপাচার্যকে কে অধিকার দিল তপন নাগকে কাজ না করিয়ে ফুল বেতন দেওয়ার। উনি তৃণমূল করেন বলে ওনাকে ক্যাম্পাসে ঢুকতে দেবেন না। বিজেপি করলে ঢুকতে পারতেন। চেয়ারে বসে উপাচার্য রাজনীতি করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সুনাম নষ্ট করছেন।'

মন্ত্রীর অনুগামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

হেমতাবাদে আক্রান্ত অধ্যাপক

বিশ্বজিৎ সরকার

হেমতাবাদ, ৩ ডিসেম্বর : তৃণমূল সমর্থক অধ্যাপককে খুনের চেষ্টার অভিযোগ রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের অনুগামীদের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে হেমতাবাদের পুরোনো বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন ক্যাম্পাসে। ওই অধ্যাপককে পিস্তলের বাঁট দিয়ে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। বাঁশপেটা করার পাশাপাশি তাঁর জামা ছিঁড়ে ফেলা হয়। তৃণমূলের দুই প্রাক্তন কর্মী রুখে দাঁড়িয়ে ওই অধ্যাপককে বাঁচানোর চেষ্টা করেন। তাতেও রেহাই পাননি অধ্যাপক।

অধ্যাপক কালেশ্বর বর্মনের অভিযোগ, 'রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মনের অনুগামীরাই আমার উপর আক্রমণ করেছে।'

ঘটনার খবর যায় হেমতাবাদ থানায়। পুলিশ তড়িঘড়ি গিয়ে ওই অধ্যাপককে উদ্ধার করে। বর্তমানে ওই অধ্যাপক রায়গঞ্জ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শল্যবিভাগে চিকিৎসাধীন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, জখম ওই অধ্যাপকের নাম কালেশ্বর বর্মন (৪০)। তিনি হরিরামপুর কলেজের দর্শনের অধ্যাপক। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার খোকসা গ্রামে।

এই প্রসঙ্গে রাজ্যের শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সত্যজিৎ বর্মন বলেন, 'আমি এই মুহূর্তে কলকাতায় রয়েছি। আমি কালেশ্বর বর্মন নামে কাউকে চিনি না। সম্ভবত কোন ব্যক্তিগত কারণে গন্ডগোল হয়েছে। সেখানে আমার নাম জড়ানোর চেষ্টা চলছে।'

জ্বালানির বোঝা মাথায় বাড়ির পথে। মঙ্গলবার বালুরঘাটে। অভিজিৎ সরকারের ক্যামেরায়।

জমি বিবাদে সংঘর্ষ, গ্রেপ্তার পতিরামের ৩

পতিরাম, ৩ ডিসেম্বর : দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বোল্লা চকপাড়া এলাকায় জমি নিয়ে বিবাদের জেরে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল। অভিযোগ, নিজের জমি দিয়ে পুকুরে যাওয়ার পথে নুর ইসলাম মণ্ডল হামলার শিকার হন। প্রতিবেশী আবুল সর্দার ও তাঁর ছেলে মকসেদুল সর্দার জমি দখলের চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। সোমবার দুপুরে এই ঘটনায় বাধা দিতে গেলে বাঁশ দিয়ে তাঁর মাথায় সজোরে আঘাত করা হলে তিনি জ্ঞান হারান। নুর ইসলামের স্ত্রী রুপছানা বিবি স্বামীকে বাঁচাতে এগিয়ে গেলে তাঁকেও আঘাত করা হয়। রুপছানার মাথায় ছয়টি সেলাই পড়েছে।

এছাড়া নুর ইসলামের বাবা মহম্মদ সেকেন্দার (৫৭) এবং মা নিলুফা বিবিও (৫০) আহত হন।

আহত পাঁচ

সেকেন্দারের মাথায় দুটি সেলাই পড়ে এবং ওই প্রৌঢ় দম্পতির হাত ভেঙে গিয়েছে। ঘটনার সময় নুর ইসলামের ভাইয়ের স্ত্রী তহুলিমা বিবি বাধা দিতে গেলে তাঁর শ্লীলতাহানির অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয়রা আহত পাঁচজনকে দ্রুত বালুরঘাট হাসপাতালে নিয়ে যান। নুর ইসলামের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার একটি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত তিনি অজ্ঞান হয়ে রয়েছেন।

ঘটনায় তহুলিমা বিবি পতিরাম থানায় চারজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ করে তিনজন অভিযুক্তকে আটক করেছে।

বিগ্রহ ও গয়না চুরি, ধৃত তরুণ

স্বপনকুমার চক্রবর্তী

হবিবপুর, ৩ ডিসেম্বর : হালকা কুয়াশা ও শীতের সুযোগকে কাজে লাগিয়ে হবিবপুরের বিভিন্ন এলাকায় বেড়েছে চোরের উপদ্রব। সোমবার ও মঙ্গলবারে বুলবুলচণ্ডী এলাকার তিনটি গৃহস্থের বাড়ি ও একটি মন্দিরে চুরির ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। তবে বস্তাভর্তি চুরির সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় বুলবুলচণ্ডী ঘোড়াগাড়ি স্ট্যান্ডে এক তরুণকে স্থানীয়রা পাকড়াও করেন। তার বস্তা থেকে উদ্ধার হয় চুরির সমস্ত সামগ্রী। খবর পেয়ে পৌঁছায় হবিবপুর থানার পুলিশ। বস্তাভর্তি চোরাই সামগ্রী সহ তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেন এলাকাবাসী।

বস্তাভর্তি চুরির সামগ্রী। - সংবাদচিত্র

মঙ্গলবার চুরির ঘটনাটি ঘটেছে হবিবপুর থানার বুলবুলচণ্ডী পঞ্চায়েতে অফিসপাড়ার সুমিতকুমার মালাকারের বাড়িতে। তিনি জানালেন, 'মঙ্গলবার সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখতে পাই, বাড়ির রাধাগোবিন্দ মন্দিরের তালা ভাঙা অবস্থায় রয়েছে। মন্দিরের ভেতরে লন্ডভন্ড পরিস্থিতি। মন্দিরে পিতলের রাধাগোবিন্দ এবং গোপালের বিগ্রহ নেই। এছাড়াও সোনা-চাঁদির গয়না ও পুজোর কাঁসা-পিতলের বাসনপত্র খোয়া গিয়েছে।' পাশাপাশি তাঁর বাড়ির পাশে মিন্টু দাস নামে এক ব্যক্তির বাড়িতেও চুরির ঘটনা ঘটেছে।

সোমবার সকালে চুরির ঘটনা ঘটেছে হবিবপুর থানারই আইহো হাটখোলা এলাকায় কিঙ্কর সাহা, শঙ্খ মণ্ডল ও রবীন্দ্রনাথ চৌধুরী নামে তিনজনের বাড়িতে। চুরির ঘটনায় পুলিশ খোঁজখবর শুরু করেছিল। তারমধ্যেই এদিন আবার বুলবুলচণ্ডীতে চুরির ঘটনা ভাবিয়ে তুলেছে সকলকে। এদিন ধৃত তরুণের নাম মুকাদ্দার খান (২৪)। সুজাপুরের বাসিন্দা বলে পরিচয় দিয়েছে নিজেকে। ধৃতের পরিচয়ের সত্যতা যাচাইয়ের পাশাপাশি পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। শীত এবং কুয়াশার মরশুমে পুলিশি টহলদারি আরও একটু বাড়ানো দরকার বলে মনে করছেন এলাকাবাসী।

বেআইনি পার্কিং রোধে রোড ব্লকের সিদ্ধান্ত

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : অপেক্ষার অবসান। নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। অবশেষে হরিশ্চন্দ্রপুর চাঁচল ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে বেআইনি পার্কিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিল মালদা ট্রাফিক পুলিশ।

অভিযোগ উঠেছিল, ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কে কনুয়া রহমতপুর এলাকায় রাতে জাতীয় সড়কের পাশে অবৈধভাবে বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা মালবাহী লরিগুলি পার্কিং করে রাখা হচ্ছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করলেও কাজ হচ্ছে না। এই বিষয়ে নভেম্বরের শেষের দিকে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হয়। এরপরই নড়েচড়ে বসে জেলা ট্রাফিক পুলিশ।

সোমবার রাতে জেলা পুলিশ সুপারের নির্দেশে জেলার ট্রাফিক পুলিশের আধিকারিকরা ওই এলাকায় হানা দেন। সেই সময় ওই এলাকায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে থাকা বেশ কিছু লরিকে ফাইন করা হয় এবং অদূর ভবিষ্যতে যাতে এই ধরনের পার্কিং করা না হয় সেজন্য সাবধান করেন তারা। ছিলেন চাঁচল হরিশ্চন্দ্রপুর ট্রাফিকের আধিকারিক নিখিল চৌধুরী, জেলা ট্রাফিক ইনস্পেকটর ধনঞ্জয় সরকার প্রমুখ। ট্রাফিক পুলিশের তরফে জানানো হয়, জাতীয় সড়কের ধারে কোনওরকম বেআইনি পার্কিং বরদাস্ত করা হবে না। এই এলাকায় অবিলম্বে রোড ব্লক বসিয়ে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ করা হবে।

তপনের বাসুরিয়ায় তীব্র জলসংকটে ভোগান্তি

তপন, ৩ ডিসেম্বর : একটি মাত্র মার্ক-টু টিউবওয়েল। স্কুলের শিক্ষক বানানোর কারণে সেটাও লোহার তার দিয়ে আটকানো। ফলে সেটির ব্যবহার দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। পানীয় জলের অভাবে চরম বিপাকে পড়ছেন তপনের বাসুরিয়াবাসী।

তপনের আজমতপুর পঞ্চায়েতের বাসুরিয়া বাজারে প্রচুর দোকানপাট রয়েছে। আশপাশে জনবসতিও আছে। এমনকি, ওই বাজার সংলগ্ন এলাকায় একটি অবৈতনিক প্রাইমারি স্কুলও অবস্থিত। স্কুলের মার্ক-টু টিউবওয়েল থেকে স্থানীয় দোকানদার ও বাসিন্দারা পানীয় জল ব্যবহার করেন। ফলে ওই একটি টিউবওয়েলের জন্য চূড়ান্ত সমস্যা হচ্ছে।

স্থানীয় দোকানদার সুশেন বসাক অভিযোগ করে বলেন, 'আমাদের এলাকায় পানীয় জলের কষ্ট ভীষণ। আমরা স্কুলের মার্ক-টু টিউবওয়েল থেকে পানীয় জল সরবরাহ করি। স্কুলে একটি শৌচাগার তৈরির জন্য লোহার তার দিয়ে মার্ক-টু টিউবওয়েলে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। আমরা এক কিলোমিটার দূর থেকে জল নিয়ে আসি।' আরেক বাসিন্দা রহিমুদ্দিন মোল্লার দাবি, 'পাঁচদিন ধরে আমরা পানীয় জল পাচ্ছি না। আমরা চাই এতদিন যেভাবে পানীয় জল নিতাম, সেভাবেই যেন জল সরবরাহ করতে পারি।' বাসুরিয়া প্রাইমারি স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক দীপেশ করের বক্তব্য, 'স্কুলে শৌচাগারের কাজ চলছে। সেজন্য যাঁরা জল নিতে আসেন, তাঁরা যেন সমস্যায় না পড়েন সেজন্য আপাতত বন্ধ রাখা হয়েছে। কাজ হয়ে গেলে খুলে দেওয়া হবে। তাছাড়াও স্কুলে পাম্প মেশিন রয়েছে। সেখান থেকে পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছে।'

হাতাহাতিতে গ্রেপ্তার মহিলা

কালিয়াচক, ৩ ডিসেম্বর : পাওনা টাকাপয়সা চাইতে গিয়ে দুই মহিলার মধ্যে হাতাহাতির ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করল কালিয়াচক থানার পুলিশ। ধৃত মহিলার নাম ডেজি বিবি (৩২)। বাড়ি কালিয়াচকের মহেশপুর গ্রামে। ধৃত মহিলাকে মঙ্গলবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

সিমি বিবি নামে এক গৃহবধূ তাঁর প্রতিবেশী ডেজি বিবিকে কিছু টাকা ধার দিয়েছিলেন। সেই টাকা চাইতে গেলে সিমি বিবিকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। তারপরেই সিমি বিবি কালিয়াচক থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে কালিয়াচক থানার পুলিশ। এদিন ডেজি বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয়।

কালিয়াচক থানার আইসি সুমন রায়চৌধুরী বলেন, 'টাকাপয়সা নিয়ে দুই মহিলার মধ্যে মারপিট হয়। এই ঘটনায় এক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতকে মঙ্গলবার মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।'

তুলসীহাটায় সাবমার্সিবল বিকল, শৌচালয় বন্ধ

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৩ ডিসেম্বর : হরিশ্চন্দ্রপুর থানা এলাকার তুলসীহাটায় ভূমিপুত্র তথা প্রাক্তন মন্ত্রী বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র নামাঙ্কিত উপবাজারে চলছে বেহাল চারটি সাবমার্সিবল পাম্প। পাম্প বন্ধ থাকায় জল কিনে পান করতে হচ্ছে। শৌচালয়গুলো তালাবন্ধ অবস্থায় রয়েছে বলে অভিযোগ। হাটে আসা ব্যবসায়ী ও মানুষ সমস্যায় পড়ছেন। হাট কর্তৃপক্ষকে একাধিকবার জানিয়েও লাভ হয়নি বলে অভিযোগ।

২০০৯ সালে ১২০ বিঘা জমি নিয়ে তুলসীহাটা বীরেন্দ্রকুমার মৈত্র উপবাজারটি গড়ে উঠে। রবিবার বসে হাট। মালদার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ব্যবসায়ীরা হাটে আসেন। রবিবার বাদেও বাকি দিনগুলোতে বাঁশ ব্যবসায়ীদের কেনাবেচা চলে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী রহুল আমিন বলেন, 'হাটের চারপ্রান্তে চারটি সাবমার্সিবল জলের পাম্প রয়েছে। সেগুলো দীর্ঘ বছর ধরে অকেজো। রবিবার হাটবারে নলকূপ বসানো হয়। বাকি দিনগুলোতে সেগুলো খুলে রেখে দেয়। রবিবার জলের কিছুটা সমস্যা মিটলেও অন্যদিনে চরম সমস্যা হয়। উপবাজার চত্বরে একটি ও

হরিশ্চন্দ্রপুর ১ কৃষক বাজারে একটি পুরুষ ও একটি মহিলা শৌচালয় থাকলেও সেগুলো বন্ধ থাকায় জঙ্গলে ঢেকে গিয়েছে।

জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার বিমলকৃষ্ণ রায় বলেন, 'হাটের সমস্যার কথা উপরমহলে জানানো হয়েছে। অর্ডার পেলেই দরপত্র প্রকাশ করা হবে।' জেলা রেগুলেটেড মার্কেট কমিটির সম্পাদক অসিত বর বলেন, 'একটি সাবমার্সিবলের মোটর ঠিক করা হয়েছে। শৌচালয় ও বাকি সাবমার্সিবলের টেন্ডার ধরা হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

পরিস্রুত জলের অপচয় রুখতে সক্রিয় প্রশাসন

বুনিয়াদপুর, ৩ ডিসেম্বর : পরিস্রুত পানীয় জল। সেটাই ব্যবহার করা হচ্ছে কৃষিকাজ, বাসন মাজা, দোকানের কাজে। এমনকি গবাদিপশুর স্নানেও। আরও অভিযোগ, পিএইচই-র সরবরাহ করা জলে নিজেদের জলাধারে জল সঞ্চয় করে রাখছেন দোকানিরা। অথচ বহু জায়গায় এই পরিস্রুত পানীয় জলই পান না আমজনতা। বিশুদ্ধ জল নষ্ট বন্ধ করতে এবার বংশীহারী ও বুনিয়াদপুরে মাঠে নেমেছে সংশ্লিষ্ট দপ্তর।

বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েত ও গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকায় এইসব ব্যবহার সবচেয়ে বেশি ঘটছে। গত শুক্রবার থেকে পিএইচই দপ্তর স্থানীয় প্রশাসনকে নিয়ে এই সব অনৈতিক কাজ বন্ধ করতে অভিযান শুরু করেছে। জেলা পিএইচই-র সহকারী বাস্তুকার শুভজিৎ পাত্র বলেন, 'আমরা জেলাজুড়ে পানীয় জল সরবরাহ করি। সকলের জানা উচিত ওই জল পিপাসা মেটানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। আমাদের কাছে অভিযোগ এসেছে, বংশীহারীর এলাহাবাদ পঞ্চায়েত এবং গাঙ্গুরিয়া পঞ্চায়েত এলাকার অনেকেই এই জল পান করার পাশাপাশি নিজেদের জলাধারও ভর্তি করছেন। এছাড়া স্নান করা, বাসন মাজা থেকে চাষের জমিতে এই জল ব্যবহার করছেন।'

তাঁর আরও বক্তব্য, 'আমরা জল অপচয় ও চুরি না করতে অনুরোধ করেছি। এছাড়া বেশ কয়েকটি জায়গায় জল চুরি বন্ধ করেছি। পাশাপাশি সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও একই ঘটনা ঘটলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আজ জহরপুর এলাকায় কর্মীরা অভিযান শুরু করেছেন। এরপর থেকে লাগাতার অভিযান চলবে।'

শিল্পের প্রসারে ক্যাম্পের সূচনা

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাইক্রো, স্মল অ্যান্ড মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজ দপ্তরের উদ্যোগে শিল্পের সমাধানে ক্যাম্পের সূচনা হল গঙ্গারামপুর ব্লকে। মূলত ক্ষুদ্র ব্যবসা, কুটির শিল্প সহ বিভিন্ন প্রকার ব্যবসার প্রসার ঘটাতে শিল্পের সমাধানে শিবিরের আয়োজন করা হয়েছে। এই শিবিরে মূলত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, প্রযুক্তিবিদ্যা, উদ্ভিদশিল্প, কৃষি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, বস্ত্র, পঞ্চায়েতে সহ বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকরা অংশগ্রহণ করেন। এদিনের ক্যাম্পে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন দপ্তরের সুবিধা সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করা হয়।

গঙ্গারামপুরের বিডিও অর্পিতা ঘোষাল জানান, 'শিল্পের সমাধানের শিবির গত ২ থেকে শুরু হয়ে ৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। এই শিবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের ব্যবসা, ক্ষুদ্র শিল্পের প্রসার ঘটানোর মূল লক্ষ্য রয়েছে। আর্থিক সাহায্যের মাধ্যমে যাতে এই সমস্ত শিল্পের প্রসার ঘটে, তার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এই শিবিরের মাধ্যমে বহু মানুষ উপকৃত হবেন বলে আশা করছি।'

সেতুর জন্য বরাদ্দ

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : দেড় বছর আগে পাকা সেতুর দাবিতে এলাকার বাসিন্দারা পথ অবরোধ করেন। অবশেষে সেই অবরোধের ফল মিলতে চলেছে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের বরাদ্দ অর্থে কুমারগঞ্জের উদইলে হরিপুর-তাজপুর যাওয়ার রাস্তায় কাঠের সেতুর পরিবর্তে একটি পাকা সেতু তৈরি হতে চলেছে। এর জন্য এক কোটি ৪৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে সেতুর শিলান্যাস হবে বলে মঙ্গলবার ঘোষণা করেন

কুমারগঞ্জ

কুমারগঞ্জের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক শ্রীবাস বিশ্বাস। তিনি দপ্তরের কয়েকজন কর্তাকে নিয়ে কাঠের সেতু দেখতে যান। সেখানেই তিনি ঘোষণা করেন পাকা সেতু নির্মাণের কথা।

শ্রীবাস বিশ্বাস বলেন, 'আগামী বর্ষার আগেই কাজ শেষ হবে এবং সেতুটি চালু করা সম্ভব হবে।' ছিলেন পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি উমা রায়, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ গণেশ দাস সহ অন্য জনপ্রতিনিধিরা।

পাকা সেতু নির্মাণের খবরে উচ্ছ্বসিত স্থানীয়রা। তাঁদের মতে, নতুন সেতু হলে যাতায়াতের সুবিধা হবে। কাজেরও সুবিধা হবে। এই সেতু এলাকার সার্বিক উন্নতির পথ খুলে দেবে বলে সকলেই আশা করছেন।

এটিএমে টাকা অমিল, হয়রানি

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত ও সমবায় ব্যাংকের বেশ কয়েকটি এটিএম থেকে টাকা মিলছে না। প্রায় এক সপ্তাহ ধরে এই অবস্থা। এমজি রোড, উকিলপাড়া, মোহনবাটি একাধিক এটিএমে গিয়ে টাকা না পেয়ে মানুষ ফিরে আসছে। সমস্যায় পড়েছেন সরকারি কর্মচারী থেকে সাধারণ মানুষ। টাকার জন্য এই এটিএম থেকে অন্য এটিএমে ঘুরছেন।

এটিএমের নিরাপত্তায় দায়িত্বে থাকা বেসরকারি কর্মীদের দাবি, যারা এটিএমে টাকা ভরেন তারা কয়েক মাস থেকে বেতন পাচ্ছেন না। তাই কেউ কাজ করছেন না। তবে যে সব এটিএমে ব্যাংকের কর্মীরা টাকা ভরেন সেখানে সমস্যা নেই।

শিক্ষক শুভাশংকর নাগ বলেন, 'আমাদের বেতনের অ্যাকাউন্ট সমবায় ব্যাংকে। আমরা সকলেই ওই ব্যাংকের এটিএম ব্যবহার করি। কিন্তু বেশ কয়েক দিন ধরে অধিকাংশ এটিএমে টাকা না থাকায় আমরাও সমস্যায় পড়েছি। অবিলম্বে এই সমস্যা দূর করা প্রয়োজন।' একই অভিযোগ অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক নৃপেন সাহার। তিনি বলেন, 'এই বয়সে টাকা তুলতে গিয়ে হয়রানি হতে হচ্ছে।'

সমস্যার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন রায়গঞ্জ কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের চেয়ারম্যান রতনকুমার চৌধুরী। তিনি বলেন, যে এজেন্সি এই কাজ করে সেই এজেন্সির কর্মীরা ধর্মঘট করায় সমস্যা হচ্ছে। শুধু আমাদের ব্যাংক নয়, আরও কিছু ব্যাংকের একই সমস্যা।'

পুলিশের জালে মদ বিক্রেতা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : রায়গঞ্জ শহরে বাইকে করে মদ ডেলিভারি করতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়ল এক মদ বিক্রেতা। উদ্ধার হওয়া বিদেশি মদ সহ অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানায় নিয়ে আসে পুলিশ। এদিন ধৃতকে রায়গঞ্জ মুখ্য বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক শর্তসাপেক্ষে জামিন দেন। ধৃতের নাম মিঠুন মাহাতো। বাড়ি রায়গঞ্জ শহরের তুলসীতলা এলাকায়। ধৃতের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৬ (বি ই) অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জেলার খেলা

রাজ্য তিরন্দাজি শুরু

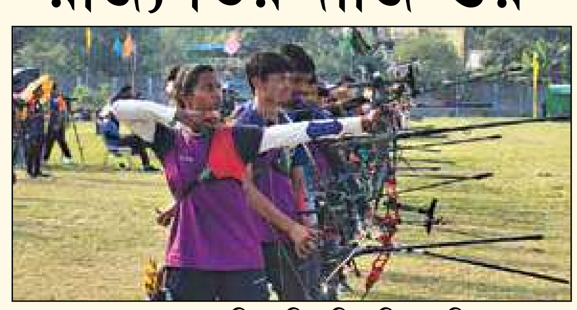

রায়গঞ্জে চলছে রাজ্য তিরন্দাজি প্রতিযোগিতা। - দিবাকর সাহা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ তিরন্দাজ সংগঠনের ব্যবস্থাপনায় এবং রায়গঞ্জ পুলিশ জেলা ও পুরসভার সহযোগিতায় তিনদিনের রাজ্য তিরন্দাজি মঙ্গলবার রায়গঞ্জে শুরু হল। এদিন সাব-জুনিয়ার ছেলেদের বিভাগে প্রথম হয়েছে ধনঞ্জয় রায়। সে ৬৭৭ পয়েন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয় সায়ন সামন্ত (৬২৮ পয়েন্ট)। তৃতীয় রাজেশ সরকার (৬২৬ পয়েন্ট)। সাব-জুনিয়ার মেয়েদের বিভাগে প্রথম অঞ্জলি কুমারী। সে ৩১০ পয়েন্ট পেয়েছে। দ্বিতীয় পূর্বাশা পাল (৩০৮ পয়েন্ট)। তৃতীয় শ্রী চৌধুরী (৩০৬ পয়েন্ট)। মিনি জুনিয়ার, সাব-জুনিয়ার, জুনিয়ার এবং ওপেন এই চারটি ক্যাটাগরিতে প্রতিযোগিতা হচ্ছে। আয়োজকদের রাজ্য সচিব রূপেশ কর জানিয়েছেন, প্রতিযোগিতায় ২৩০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছেন।

চ্যাম্পিয়ন বনহাট

পতিরাম, ৩ ডিসেম্বর : বনহাট আমরা কজনের আট দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বনহাট। ফাইনালে তারা ৩-০ গোলে পাঞ্জাস একাদশকে হারিয়েছে। চ্যাম্পিয়নরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২৫০০ টাকা। রানার্সদের ট্রফির সঙ্গে ২ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে।

সেরা সোনাডাঙা

কুমারগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : চাঁদপুরে আমরা কজনের টেনিস ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল সোনাডাঙা একাদশ। রানার্স তহলিম নাইন স্টার। চ্যাম্পিয়নদের ট্রফি ও ৩ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছে ২৪০০ টাকা পুরস্কার।

খেজুর গুড় তৈরিতে বিমুখ বর্তমান প্রজন্ম

অনির্বাণ চক্রবর্তী

কালিয়াগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : শীতের পরশ পড়তেই রসিক বাঙালির তৃপ্ত রসনা মেটাতে বাজারে ছেয়ে যায় খেজুরের গুড়। খেজুরের গুড়ের পায়েস, সন্দেশ, রসগোল্লা, আইসক্রিমে মন মজে আবালবৃদ্ধবনিতাদের। কালিয়াগঞ্জের কুনোর আশ্রম এলাকায় এখনও গুটিকয়েক পরিবার এই খেজুরের গুড় তৈরির কাজে যুক্ত। সারাবছর অন্য কাজকর্ম করে সংসার পরিচালনা করলেও কার্তিক মাসের শেষে রস সংগ্রহে খেজুরের গাছে মাটির হাঁড়ি লাগানো অভ্যেস আজও থেকে গিয়েছে তাঁদের। তবে এপ্রজন্মের ছেলেরা কিন্তু বিমুখ এই খেজুরের গুড়ের ব্যবসা থেকে। অনেকে চান না এই বৃদ্ধ বয়সে বাবা ও মা দৈহিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে আর খেজুরের গুড়ের ব্যবসা চালু রাখুক।

কালিয়াগঞ্জের কুনোর ভারত সেবাশ্রমের ঠিক পেছনে রয়েছে আশ্রমপাড়া। জনা পাঁচেক পরিবার প্রায় ৩৫ বছর ধরে এই খেজুরের গুড় তৈরির ব্যবসা ধরে রেখেছেন।

মাটির হাঁড়িতে রস সংগ্রহ (বামে) ও খেজুরের গুড় (ডানে)। মঙ্গলবার কালিয়াগঞ্জে।

এলাকার বাসিন্দা প্রবীণ মানুষ গৌর সরকার। তিনি জানালেন, 'দীর্ঘদিন ধরে একই কাজ করতে থাকায় খেজুরের গুড় তৈরি করা এখন নেশায় পরিণত হয়েছে। দুই ছেলেই কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে চাকরিরত। ছেলেরা মানা করে খেজুরের গুড় তৈরিতে।' তাঁর সংযোজন, 'ওদের মা সবিতা বলেন, যতদিন শরীর চলে কাজ করে যাব। আমিও কথাটি সমর্থন করি। তাই অর্থনৈতিকভাবে দরকার না পড়লেও আমরা এখনও খেজুরের গুড় তৈরি করেছি। তবে কতদিন আর এভাবে গুড় বানাতে পারব জানি না। আগামী প্রজন্ম এ ব্যবসা থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছে।'

প্রতিবার শীত পড়তেই উত্তর দিনাজপুরের রায়গঞ্জ, করণদিঘি, ডালখোলা, শিলিগুড়ি থেকে মহাজনরা কুনোরের এই বাড়িগুলোতে এসে খেজুরের গুড় খরিদ করে নিয়ে যান। খুচরো ২০০ টাকা এবং পাইকারি ১৬০ টাকা দরে খেজুরের গুড় বিক্রি করেন এরা। আরেক খেজুরের গুড় বিক্রেতা পরিমল সরকার জানালেন, 'ছেলে রাজ্য সরকারের অধীনে কর্মরত। খেজুরের গুড় বিক্রি করে লাভ হয় ঠিকই। কিন্তু কষ্ট প্রচণ্ড।

এত কষ্ট করার মানসিকতা রাখে না। ওদের চাকরিতেই মন মজেছে। তাই আমাদের প্রজন্মের পর ওটি কয়েক পরিবার মনবল নিয়ে আজও খেজুরের গুড় তৈরি করি। প্রতিবার ছেলেদের বলি এবারই শেষ। আর নয়। কিন্তু কার্তিক মাস পড়লেই আমাদের মন খেজুরের গাছের সঙ্গে জুড়ে যায়। হয়তো আমাদের প্রজন্মের মৃত্যুর পর আশ্রমপাড়ার খেজুরের গুড় ইতিহাস হয়ে যাবে। অবহেলায় পড়ে থাকবে শুধু খেজুরের গাছগুলি।'

দুই স্কুলে শ্রেণিকক্ষ

কালিয়াগঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের আওতায় শ্রেণিকক্ষের বরাদ্দ পেল দুটি স্কুল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় এবং সর্বশিক্ষা মিশন প্রকল্পের আওতায় কালিয়াগঞ্জ ব্লকের মালগাঁ অঞ্চলের জিনগাঁও টিএন হাইস্কুলে দুটি ও জিনগাঁও প্রাথমিক স্কুলে একটি শ্রেণিকক্ষ নির্মাণকাজের সূচনা হল। মঙ্গলবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে কাজের সূচনা করেন কালিয়াগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি হিরন্ময় সরকার।

হিরন্ময় সরকার জানান, 'সর্বশিক্ষা মিশন তহবিল থেকে মোট তিনটি শ্রেণিকক্ষের জন্য ৩৭ লক্ষ ৫৩ হাজার টাকা বরাদ্দ হয়েছে। নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ হলে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের পড়ার সুবিধা হবে।'

কড়া আদালত

অবস্থান বিক্ষোভ, সভা, মিছিল থেকে সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর বা সরকারি কর্মচারীদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটলে ভবিষ্যতে আদালত কড়া পদক্ষেপ করবে বলে মন্তব্য করলেন বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ।

নির্দেশ

পিতৃত্ব নির্ধারণের স্বার্থে ডিএনএ পরীক্ষা করার নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি শম্পা দত্ত পালের পর্যবেক্ষণ, ধর্ষণে অভিযুক্ত ব্যক্তি আত্মপক্ষ সমর্থনে ডিএনএ পরীক্ষার আবেদন করতে পারেন।

অভিমানে

বাবাকে পকসো আইনে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে, এই অভিযোগে আত্মঘাতী হল নবম শ্রেণির এক কিশোরী। মঙ্গলবার এই নিয়ে উত্তেজনা ছড়ায় লেকটাউনের দক্ষিণদাঁড়ি এলাকায়।

গ্রেপ্তার

কসবা কাণ্ডে তৃণমূল কাউন্সিলার সুশান্ত ঘোষকে খুনের চেষ্টায় অবশেষে গ্রেপ্তার হলেন স্কুটারচালক। বিহার থেকে তাঁকে মঙ্গলবার ভোরে গ্রেপ্তার করে কলকাতা পুলিশ।

বিশেষভাবে সক্ষমদের সমাবেশের একটি মুহূর্ত। মঙ্গলবার কলকাতার রানি রাসমণি রোডে। - আবির চৌধুরী

কাল থেকে উঠছে আলু ধর্মঘট

মন্ত্রী বেচারামের আশ্বাসেই ভরসা ব্যবসায়ীদের

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : মন্ত্রীর আশ্বাসে ধর্মঘট তুলে নিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। মঙ্গলবার নিজেদের মধ্যে বৈঠকের পর একথা জানান প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সম্পাদক লালু মুখোপাধ্যায়। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ওই ধর্মঘট তোলা হবে বলে জানান তিনি। এর ফলে খোলা বাজারে আলু সরবরাহে কোনও সমস্যা হবে না।

ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা জারি ও পুলিশি হয়রানির প্রতিবাদে মূলত আলু সরবরাহে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিলেন আলু ব্যবসায়ীরা। উল্লেখ্য, সোমবারও বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাফ জানান, বাংলায় বেশি দামে আলু বিক্রি করে ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহ করা চলবে না। রাজ্যে উৎপাদিত আলু সবার আগে স্থানীয় বাজারে বিক্রি করতে হবে। অপরদিকে আলু ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, রাজ্যে যে বিপুল পরিমাণ আলু মজুত আছে তা রাজ্যের চাহিদা মেটাতে যথেষ্ট। বর্তমানে রাজ্যের হিমঘরগুলিতে ৬.২ লক্ষ মেট্রিক টন আলু মজুত আছে। যা প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত। সেই অতিরিক্ত আলুই ভিনরাজ্যে পাঠাতে চান তাঁরা। তা না হলে ওই আলু নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু সরকারি নিষেধাজ্ঞায় তা সম্ভব হচ্ছে না।

সংকট কাটাতে সোমবার কৃষি বিপণনমন্ত্রী বেচারাম মান্নার সঙ্গে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে বসেছিলেন প্রগতিশীল আলু ব্যবসায়ী সমিতি ও হিমঘরমালিক সংগঠনের নেতৃত্ব। তাঁদের দাবি ছিল, ভিনরাজ্যে আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে। তাতে রাজি হননি মন্ত্রী। ফলে মঙ্গলবার সকাল থেকে ধর্মঘটে নামেন ব্যবসায়ীরা। একইসঙ্গে মঙ্গলবার আলু ব্যবসায়ী ও হিমঘরমালিকরা নিজেদের মধ্যে বৈঠক করেন। সেই বৈঠকে ঠিক হয়, মন্ত্রীর অনুরোধে ও জনস্বার্থে ধর্মঘট তুলে নিচ্ছেন তাঁরা। লালুবাবু বলেন, মন্ত্রী সোমবারই বলেছিলেন আলু সরবরাহে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলবেন। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ফের খোলা বাজারে ছাড়া হবে হিমঘরের আলু।

মঙ্গলবার সকাল থেকে ধর্মঘটের ফলে বিভিন্ন জেলার বাজারে আলুর দাম কেজি প্রতি ২ থেকে ৩ টাকা বেড়ে যায়। ধর্মঘট ওঠার সিদ্ধান্তে দাম ফের কমবে বলে আশা। মন্ত্রী বেচারাম বলেন, চাপে পড়েই ধর্মঘট তুলে নিয়েছেন আলু ব্যবসায়ীরা। এর প্রধান কারণ, সমিতির অধিকাংশ আলু ব্যবসায়ী ধর্মঘট চান না। ধর্মঘট না তুললে সংগঠন ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা ছিল।

কলকাতার কোলে মার্কেটে আলুর পসরা। মঙ্গলবার। ছবি : আবির চৌধুরী

স্বাস্থ্যসাথীতে চুরি ঠেকাতে আসছে অ্যাপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চুরি ঠেকাতে অ্যাপ চালু করছে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে বেশ কিছু বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোম ভুয়ো বিল করে সরকারের কাছ থেকে টাকা তুলে নিচ্ছে বলে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরে অভিযোগ জমা পড়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কানেও বিষয়টা যায়। তারপরই এই চুরি ঠেকাতে পদক্ষেপ করে একগুচ্ছ পরিকল্পনা করে রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর। মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদনের পর ওই পরিকল্পনা এবার বাস্তবায়িত করা হচ্ছে। এই চুরি ঠেকাতে একটি অ্যাপ তৈরি করছে রাজ্য সরকার। একইসঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই-এর সাহায্যও নেওয়া হচ্ছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, ওই অ্যাপের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন থেকে ডিসচার্জ পর্যন্ত প্রতিটি ক্ষেত্রে পদক্ষেপ করা হলে ভুয়ো বিল করে চুরি ঠেকানো সম্ভব হবে। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'আরজি কর কাণ্ডের জেরে ডাক্তারদের কর্মবিরতির সময় বেসরকারি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলি থেকে প্রচুর টাকার বিল এসেছিল। কর্মবিরতিতে যুক্ত থাকা ডাক্তারদের অনেকেই স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে বেসরকারি নার্সিংহোম ও হাসপাতালে চিকিৎসা করেছেন। ইতিমধ্যেই বিধানসভায় দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী ওই ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দিয়েছেন।'

উদ্যোগী স্বাস্থ্য দপ্তর

স্বাস্থ্যভবন সূত্রে জানা গিয়েছে, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহার করে যাঁরা চিকিৎসা নেবেন, হাসপাতালকে একটি নির্দিষ্ট অ্যাপের সাহায্যে সেই সব রোগীর ছবি এবং ভিডিও তুলে স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। হাসপাতালে ভর্তি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, অপারেশনের আগে ও পরে, ছুটির সময়ের ছবি পাঠাতে হবে। স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে রোগী ভর্তি হলেই সেই তথ্য ছবি সহ স্বাস্থ্যভবনে পাঠাতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি ধাপে রোগী হাসপাতালে আছেন কি না, তা নিশ্চিত করা হবে। একইসঙ্গে নির্দিষ্ট সার্ভারে ওই রোগীর জিপিএস লোকেশন পাঠাতে হবে। একবার তথ্য ও জিপিএস লোকেশন পাঠানো হয়ে গেলে তা আর এডিট করা যাবে না। রোগী স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে ডায়ালিসিস, কেমোথেরাপি বা অন্যান্য চিকিৎসা করালে তাঁকেও ওই একই নিয়ম মানতে হবে। এই পুরো প্রযুক্তি সম্পর্কে হাসপাতালগুলিকে আগে প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। যে অ্যাপের মাধ্যমে তথ্য পাঠাতে হবে, তা হাসপাতালের ৫০ মিটার ব্যাসার্ধের বাইরে কাজ করবে না। অর্থাৎ রোগী যে হাসপাতালের বাইরে নেই, তা নিশ্চিত করবে জিপিএস লোকেশন। সার্ভারে আপলোড করা ছবি, লোকেশন ও ভিডিও জাল কি না, তা পরীক্ষা করবে এআই। তথ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সন্তুষ্ট হলে তবেই হাসপাতালকে টাকা মেটানো হবে। ভুয়ো প্রমাণিত হলে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করা হবে। ভুল হলে সংশ্লিষ্ট নার্সিংহোম ও হাসপাতালকে আর্থিক জরিমানাও করা হবে।

লক্ষ্মণ, মলয়ের মেডিকেলে ইডি'র হানা

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তির ক্ষেত্রে কোটা দুর্নীতির অভিযোগে কলকাতা সহ রাজ্যের একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। ভুয়ো নথির মাধ্যমে অনাবাসী কোটায় বিভিন্ন বেসরকারি মেডিকেল কলেজগুলিতে ভর্তি করানো হয় বলে অভিযোগ। আর তার জেরে মঙ্গলবার সকাল থেকেই ইডি আধিকারিকরা অভিযানে নামেন। প্রাক্তন সাংসদ লক্ষ্মণ শেঠের বাড়ি ও মেডিকেল কলেজে যান ইডি আধিকারিকরা। মলয় পিটের শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজেও হানা দেন তদন্তকারী আধিকারিকরা।

এদিন সকাল থেকেই সল্টলেকের বিসি ব্লকের একাধিক আবাসনে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে নিয়ে তল্লাশি চালায় ইডি। বজবজ, দুর্গাপুর, হলদিয়া, ঝাড়গ্রাম, বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমানের তিনটি বেসরকারি মেডিকেল কলেজ, কলকাতার তারাতলায় এক মেডিকেল কলেজমালিকের আত্মীয়ের বাড়ি, যাদবপুরের কেপিসি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষের ঘর সহ একাধিক জায়গায় তল্লাশি চালানো হয়। সূত্রের খবর, এনআরআই কোটায় টাকার মাধ্যমে ভুয়ো নথি দিয়ে ভর্তির অভিযোগে ইডির কাছে অভিযোগ জমা পড়ে। তার ভিত্তিতেই তদন্তে নামে ইডি।

এদিন লক্ষ্মণ শেঠের হলদিয়ার 'অঙ্গীকার' নামে বাড়ি এবং 'আই কেয়ার' নামে বেসরকারি হাসপাতালে তল্লাশি চালিয়ে বিভিন্ন নথি খতিয়ে দেখা হয়। তদন্তকারীদের ধারণা, কোটা দুর্নীতিতেও প্রভাবশালীদের যোগ রয়েছে।

দিনের শেষে। নদিয়ায় পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

সদস্য সংগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন পদ্ম বিধায়কেরই

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সদস্যতা করতে নেমে নাজেহাল বিজেপি। তৃণমূলের ধমকচমক আর পালটা প্রচারে অবস্থা এমনই যে এক বিজেপি বিধায়ক বলেই ফেললেন, সদস্যতা করে হবে কী? অভিযোগ, বিজেপির সদস্য হলে রাজ্য সরকারের প্রকল্প মিলবে না। কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও বা তলায় তলায় এই শাসানি দিচ্ছে তৃণমূল। তারই প্রভাব পড়েছে বিজেপির সদস্যতা অভিযানে।

দুই দফায় বিশেষ অভিযান করেও সদস্য সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রার ধারেকাছে পৌঁছোতে হিমসিম খাচ্ছে বিজেপি। কেন্দ্রের থেকে অতিরিক্ত সময় পেয়েও সেই লক্ষ্য আদৌ অর্জন করা যাবে কি না তা নিয়ে সংশয় রয়েছে। ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ করতে হবে সদস্যতা অভিযান। যদিও, খাতায়-কলমে ১৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত ছাড় মিলবে। প্রত্যেক বিধায়কের জন্য লক্ষ্য বেঁধে দেওয়া হয়েছিল ৫ হাজার। সাংসদদের জন্য ১০ হাজার। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতি বিচার করে তা কমিয়ে আনা হয়েছে যথাক্রমে আড়াই হাজার ও ৫ হাজারে। প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের রেফারেল কোড ব্যবহার করে নিজের বিধানসভায় অন্তত ১০০ সক্রিয় সদস্য করতে হবে অনলাইনে। এদিনই প্রত্যেক বিধায়ককে তাঁদের লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে আরও বেশি করে উদ্যোগী হওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

এই পরিস্থিতিতে সদস্য করতে মাঠে নেমে বিজেপি টের পাচ্ছে তৃণমূলের পালটা প্রচার। বিজেপির মতে অবশ্য এটা কোনও রাজনৈতিক লড়াই নয়। এটি হল তৃণমূলের থ্রেট রাজনীতি। দক্ষিণবঙ্গের এক বিধায়ক তাঁর সদস্যতা অভিযানের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে ঘনিষ্ঠ মহলে বলেন, 'সদস্যতা অভিযান করে কী হবে? গেলেই তো লোকে বলছে তোমরা তো এসেছো সরকারি প্রকল্প কাটতে। মানুষের আশঙ্কাকে তো আমরা উড়িয়ে দিতে পারি না।'

যদিও বিজেপির এই অভিযোগের জবাবে তৃণমূলের শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আসলে রাজ্যের মানুষ জানেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাদের জন্য কী করেছেন। তৃণমূলের কোনও দরকার নেই বিজেপির সদস্য হওয়া আটকানোর।' শোভনদেব জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ২০১১ থেকে এখনও পর্যন্ত রাজ্য সরকারের যেসব জন কল্যাণকর প্রকল্প করেছে, তার তালিকা ও বিস্তারিত জানিয়ে একটি প্রচার পুস্তিকা তৈরি করছেন তিনি। সেই পুস্তিকা নিয়ে আগামী দিনে রাজ্যের সব বিধানসভায় দলের বিধায়ক ও জন প্রতিনিধিরা মানুষের কাছে যাবেন। বিজেপির মিথ্যা প্রচারের সেটাই আমাদের রাজনৈতিক জবাব।

কেন্দ্র-রাজ্যের শেয়ার বৃদ্ধির দাবি মমতার

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কেন্দ্রের ভাগ বাড়ানোর দাবি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মঙ্গলবার নবান্নে এসেছিলেন কেন্দ্রীয় অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। সেখানেই তিনি এই দাবি জানান। পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এতদিন কেন্দ্র-রাজ্যের শেয়ার ছিল ৪১:৫৯ শতাংশ। ষোড়শ অর্থ কমিশনের কাছে এই শেয়ার ৫০ করার দাবি জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নবান্ন সূত্রে খবর, গত কয়েক বছরে বিভিন্ন প্রকল্পে কেন্দ্রের কাছ থেকে বকেয়া বাবদ রাজ্যের প্রাপ্য কয়েক লক্ষ কোটি টাকা। এই টাকা দ্রুত মিটিয়ে দেওয়ার জন্য অর্থ কমিশনের কাছে এদিন দাবি রেখেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই টাকা মেটানো হবে কি না তা নিয়ে অর্থ কমিশনের সদস্যরা নিশ্চিতভাবে কিছু জানাননি। তবে শুধু এই শেয়ার বাড়ানো নয়, কেন্দ্রীয় বঞ্চনা নিয়েও অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের কাছে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেছেন মমতা।

এদিন নবান্নে এসেছিলেন অর্থ কমিশনের প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। ছিলেন ষোড়শ অর্থ কমিশনের চেয়ারম্যান অরবিন্দ পানাগড়িয়া। সেখানে বিভিন্ন খাতে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ প্রসঙ্গ ওঠে। রাজ্য সরকারের প্রতিনিধিদের পাশাপাশি ছিলেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্যরাও। তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পর এই প্রথম নবান্নে পা রাখলেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। মমতা-সেলিম মুখোমুখি হলেও শুধুমাত্র সৌজন্য বিনিময় ছাড়া তাঁদের মধ্যে কোনও কথা হয়নি। ছিলেন বিজেপির মুখ্য সচেতক শংকর ঘোষ।

> কেন্দ্রের নির্দেশমতো রং ব্যবহার না করলে কেন কেন্দ্র টাকা দেবে না? এধরনের প্রকল্পে রাজ্যেরও ৪১ শতাংশ টাকা থাকে। তবে কেন কেন্দ্রের নাম ব্যবহারের জন্য চাপ দেওয়া হয়?
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, একশো দিনের কাজের প্রকল্প, আবাস যোজনা সহ একাধিক প্রকল্পে টাকা আটকে রাখা নিয়ে কমিশনের সদস্যদের কাছে তীব্র ক্ষোভপ্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের বলেন, 'জিএসটি বাবদ রাজ্য থেকে কোটি কোটি টাকা রাজস্ব কেন্দ্রীয় সরকার আদায় করে নিয়ে গেলেও বাংলার প্রাপ্য দেয় না দিল্লি।' অত্যন্ত আর্থিক সংকটের মধ্যেও রাজ্য বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প চালিয়ে যাচ্ছে। এদিনের বৈঠক নিয়ে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে রাত পর্যন্ত কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

অর্থ কমিশনে প্রস্তাব

নবান্ন সূত্রে খবর, এদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদলের সদস্যদের বলেছেন, 'কেন্দ্রের নির্দেশমতো রং ব্যবহার না করলে কেন কেন্দ্র টাকা দেবে না?'

প্রতিনিধিদলের কাছে ক্ষোভ উগরে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এক একটি প্রকল্পের কাজ দেখার জন্য একাধিকবার কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল রাজ্যে এসেছে। তারপরও টাকা ছাড়া হয়নি। গত কয়েক বছরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হলেও কেন্দ্রীয় সাহায্য মেলেনি।'

ভোলবদল হুমায়ুনের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে উপমুখ্যমন্ত্রী করে তাঁকে পুলিশ দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়া অথবা ফিরহাদ হাকিম ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি নিশানা করে দলের শোকজের মুখোমুখি হয়েছিলেন ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। শোকজের চিঠি পাওয়ার পরও তিনি সদর্পে বলেছিলেন, 'যা বলেছি, ঠিকই বলেছি।' সোমবার দলের পরিষদীয় বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী সরাসরি কারও নাম না করলেও শৃঙ্খলা নিয়ে যে কোনও আপস করা হবে না, তা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন। তারপরই মঙ্গলবার প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেলেন হুমায়ুন। তিনি এতদিন যা বলেছেন, তা ভুল ছিল বলে দাবি করে বলেছেন, 'আমি যা বলেছি, ভুল বলেছি। দলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে দিকনির্দেশ করবেন, আমরা সেইভাবেই চলব।'

বকুনি অধ্যক্ষের

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিধানসভায় হাজিরা নিয়ে সোমবারই তৃণমূল কংগ্রেসের পরিষদীয় দলের বৈঠকে বিধায়কদের সতর্ক করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু ওইদিন শপথ নেওয়া তৃণমূলের ৬ বিধায়ক মঙ্গলবারই দেরি করে বিধানসভায় ঢুকলেন। আর তাই অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোপের মুখে পড়লেন তাঁরা। প্রতিদিনের মতো এদিনও বেলা ১১টায় অধিবেশন শুরু হয়। নবনির্বাচিত ৬ বিধায়ক তখনও অধিবেশনকক্ষে পৌঁছোননি। অধিবেশন শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পর তাঁরা এসে নিজেদের আসন খোঁজার চেষ্টা করেন। আর তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে অধ্যক্ষ তাঁদের সতর্ক করে দিয়ে বলেন, 'আপনারা সদ্য শপথ নিয়েছেন। অধিবেশন শুরু হওয়ার পরে আপনারা কেন বিধানসভায় আসছেন? সাড়ে ১০টার মধ্যে আসবেন। দেরি করে এসে আসন খুঁজবেন, এটা চলতে পারে না।'

প্রশ্নের মুখে জাতীয় সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : মাসখানেক আগে সিদ্ধান্ত হলেও এখনও পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দেখভালের দায়িত্ব হস্তান্তর সম্ভব হয়নি। আর এই কারণে শিলিগুড়ির করোনেশন ব্রিজ থেকে সিকিমের রংপো পর্যন্ত প্রায় ৫২ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জাতীয় সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছে। এরাজ্যের হাত থেকে রাস্তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব দেওয়া হয় কেন্দ্রকে। কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএইচআইডিসি বা ন্যাশনাল হাইওয়ে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন এখন দায়িত্ব নেওয়ার আগে রাস্তার গত প্রায় ৮ বছরের সমস্ত তথ্য ও পরিসংখ্যান রাজ্যের থেকে পেতে চায়। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের বর্তমান অবস্থা, গত প্রায় ৮ বছরে রাস্তার কোথায় কী কী কাজ হয়েছে, ঠিকাদারদের সঙ্গে এই সংক্রান্ত চুক্তির বিস্তারিত শর্ত ও তথ্য, এই সম্পর্কিত রিপোর্ট জানতে চায় কেন্দ্রীয় সংস্থা।

এই ব্যাপারে রাজ্যের এনএইচএ ডিভিশনের সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার প্রতিনিধিদের একদফা কথা হলেও আলোচনা পুরোপুরি মেটেনি। এইসব ব্যাপারে নির্দিষ্ট তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ কাগজপত্র কেন্দ্রীয় সংস্থা হাতে পেতে চায়। মঙ্গলবার রাজ্যের এনএইচএ'র উত্তরবঙ্গ ডিভিশনের সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার দীপককুমার সিং 'উত্তরবঙ্গ সংবাদকে জানান, '১০ নম্বর জাতীয় সড়ক হস্তান্তর করা নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা এনএইচআইডিসি'র সঙ্গে আমাদের সম্প্রতি কথা হয়েছে। চেষ্টা চলছে চলতি ডিসেম্বরের মধ্যে এই হস্তান্তর প্রক্রিয়া শেষ করার। তবে ওরা রাস্তার বিস্তারিত খুঁটিনাটি তথ্য ও পরিসংখ্যান সহ কাগজপত্র রাজ্যের থেকে পেতে চায়। হস্তান্তরের আগে তা তুলে দেওয়া হবে তাদের।'

উত্তরবঙ্গে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব রাজ্যের হাত থেকে ছাড়িয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয় মাসখানেক আগে। রাস্তা দেখভালের দায়িত্ব হস্তান্তর করা নিয়ে সাম্প্রতিক অতীতে কম বিতর্ক তৈরি হয়নি। স্থানীয় সাংসদ ও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে এই দায়িত্ব রাজ্যের হাত থেকে নিয়ে কেন্দ্রের হাতে তুলে দেওয়ার দাবিও ওঠে। অধিকাংশের অভিযোগ ছিল, ধস ও বিভিন্ন

হস্তান্তর নিয়ে জটিলতা

কারণে রাস্তা প্রায়ই বন্ধ থাকে। নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের অভাব থাকে। তারপরই হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

হস্তান্তর প্রক্রিয়ায় এই বিলম্বের কারণে গুরুত্বপূর্ণ এই জাতীয় সড়কের নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে জটিলতার প্রশ্ন উঠেছে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলে। যদিও সুপারিন্টেন্ডিং ইঞ্জিনিয়ার এদিন বলেন, হস্তান্তর এখনও না হওয়ায় রাজ্যই রাস্তা নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণের কাজ করে যাচ্ছে। এতে কোনও খামতি নেই। গত ২০১৬ সাল থেকে রাজ্যই এই কাজ প্রায় ৮ বছর ধরে করে যাচ্ছে। ২০১৬ সালের আগে এই দায়িত্বে ছিল বর্ডার রোড অর্গানাইজেশন (বিআরও)।

উচ্চপ্রাথমিকে কাউন্সেলিং

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে কাউন্সেলিংয়ের জন্য উচ্চ প্রাথমিকের ওয়েটিং লিস্টে থাকা চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হতে পারে। ১৪ থেকে ১৬ ডিসেম্বরের মধ্যে ওই চাকরিপ্রার্থীদের ডাকা হতে পারে বলে এসএসসি সূত্রে জানা গিয়েছে। ওইজন্য প্রায় ৫ হাজার চাকরিপ্রার্থীর তালিকা তৈরি হয়েছে। কাউন্সেলিংয়ের সূচিও শীঘ্রই প্রকাশ করা হবে।

ওয়াকফ নিয়ে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : ওয়াকফ নিয়ে বিধানসভায় মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। মঙ্গলবার কেন্দ্রের ওয়াকফ বিলকে সমর্থন ও রাজ্যের আনা প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে এই মন্তব্য করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রাজ্যের আনা প্রস্তাবকে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, 'এর নিট ফল শূন্য। এর আগে তিন তালাক, সিএএ, ৩৭০ ধারা কার্যকর করার মতো বিষয়েও আপনাদের প্রতিবাদ জলে গিয়েছে। ওয়াকফ বিল আটকাতে পারবেন না।'

বিধানসভায় মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে শুভেন্দুর মন্তব্যের জেরে তাঁর বিরুদ্ধে স্বাধিকার ভঙ্গের প্রস্তাব আনার পালটা হুঁশিয়ারি দিয়েছে তৃণমূল। প্রতিবাদে ওয়াকআউট করেন বিজেপি বিধায়করা। সোমবার বিধানসভায় সংশোধনী বিলের বিরোধিতা করে রাজ্যের আনা প্রস্তাবের ওপর বিতর্কে অংশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেন, রাজ্যের সঙ্গে কোনও আলোচনা না করেই এই বিল আনা হচ্ছে। বিল পাশ করাতে গেলে সংসদের দুই কক্ষে দুই-তৃতীয়াংশের যে সমর্থন দরকার তা নেই বিজেপির। তা সত্ত্বেও আগামী বছর বাজেট অধিবেশনে এই বিল আনতে চাইছে বিজেপি।

জবাবে এদিন শুভেন্দু বলেন,

মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে মিথ্যা বিবৃতির অভিযোগ

সোমবার তাঁর বিধানসভায় অনুপস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে সেখানে মিথ্যা বিবৃতি দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার অভিযোগও করেন তিনি। শুভেন্দুর মতে, ২০২৩-এর ২৪ এপ্রিল ও ৭ নভেম্বর লখনউ এবং দিল্লিতে মোট চারটি বৈঠক হয়েছিল। সেই ৪টি বৈঠকের মধ্যে ২টিতে রাজ্যের প্রতিনিধিরা যোগ দিলেও কোনও মতামত জানাননি। রাজ্যের তরফে কেন্দ্রকে জানানো হয় এই বিষয়ে সমীক্ষা চলছে। কিন্তু সেই সমীক্ষার ফলাফল এখনও জানানো হয়নি।

সম্প্রতি রানি রাসমণি রোডে ওয়াকফ ইস্যুতে এক সমাবেশে তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, কোনও জমিতে ২০-২৫ জন মুসলিম নমাজ পড়লে সেই জমি ওয়াকফ সম্পত্তি বলে ধরা হয়। সাংসদের এই মন্তব্য নিয়ে হইচই জুড়ে দেয় বিজেপি। সোমবার বিধানসভায় বিজেপির এই প্রচারকে মিথ্যা প্রচার বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন পালটা জবাবে শুভেন্দু বলেন, 'কল্যাণ যে এই কথা বলেছেন, তার প্রমাণ রয়েছে। তাঁর সাংসদ ভুল বলেছেন বলে মনে করলে মুখ্যমন্ত্রী তা বলতেই পারতেন। কিন্তু আমরা মিথ্যা বলিনি, মিথ্যা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রীই।'

বিল পাশ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে নস্যাৎ করে শুভেন্দু বলেন, এটা কোনও সাংবিধানিক বিল নয়। সাধারণ বিল। ফলে দুই-তৃতীয়াংশ নয়, সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই যথেষ্ট। এই ঘটনায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিধানসভাকে বিভ্রান্ত করার দাবিও করেন শুভেন্দু। তাঁর মতে, ৫০ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের প্রস্তাব দেওয়া তৃণমূলের কাছে এই বিলের বিরোধিতা করার অর্থ দ্বিচারিতা ছাড়া কিছু নয়।

এদিন শুভেন্দু বলেন, 'ওয়াকফ বোর্ডের মতো আমরাও সনাতনী বোর্ড গঠন, লাভ জেহাদ বিরোধী আইন, জন্ম নিয়ন্ত্রণ বিধি চালু ও ধর্মান্তরিতকরণ রোধ সহ সারা দেশে এনআরসি কার্যকর করার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানাব।'

বিধায়ক গ্রুপ

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বিধায়কদের জন্য একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলার নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ওই নির্দেশ মতো দলের বিধায়কদের জন্য নতুন একটি হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ খোলা হল। এই গ্রুপের অ্যাডমিন রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস। দলের ২২৫ জন বিধায়কই এই গ্রুপে রয়েছেন। গ্রুপের নাম দেওয়া হয়েছে 'ওয়েস্ট বেঙ্গল তৃণমূল কংগ্রেস লেজিসলেটিভ মেম্বার'। দলের বিধায়কদের জন্য যাবতীয় সিদ্ধান্ত এই গ্রুপেই জানিয়ে দেওয়া হবে।

বুধবার, ১৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩১, ৪ ডিসেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৯৫ সংখ্যা

ফিরছে সেই 'থ্রেট'

মাত্র চার মাস। ভোল বদলে গেল। আবার রাজ্যের মেডিকেল কাউন্সিল আলো করে বসলেন দুই সাসপেন্ডেড চিকিৎসক। অভীক দে ও বিরূপাক্ষ বিশ্বাস। যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগের অন্ত ছিল না। দাদাগিরি, অনিয়ম, দুর্নীতির অভিযোগ ছিলই। তার ওপর বলা হচ্ছিল স্বাস্থ্যক্ষেত্রে থ্রেট কালচারের মূল মাথা এঁরা দুজন। সেই দুজন ফের বহালতবিয়তে। অভীক ইতিমধ্যে মেডিকেল কাউন্সিলের বৈঠকেও যোগ দিয়েছেন।

বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। জুনিয়ার ডাক্তাররা আন্দোলনে বিরতি দিয়েছেন। নাগরিক প্রতিবাদের আঁচ নিভু নিভু। সেই সুযোগে পূর্বাবস্থা ফেরানোর প্রক্রিয়া কার্যত পুরোদমে শুরু হয়ে গিয়েছে সরকারি স্তরে। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন যখন বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে, তখনই এই চেষ্টা শুরু হয়ে গিয়েছিল। থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত মেডিকেল পড়ুয়াদের সাসপেনশনে উষ্মা প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। জুনিয়ার ডাক্তারদের ১০ নেতার সঙ্গে বৈঠকে এই সাসপেনশনকেই থ্রেট কালচার বলে অভিহিত করেছিলেন।

তারপর একে একে বিভিন্ন মেডিকেল কলেজের থ্রেট কালচারে অভিযুক্ত পড়ুয়াদের ওপর থেকে সাসপেনশন উঠে গিয়েছে। এই ব্যাপারে আদালতের নির্দেশ ছিল ঠিকই। সরকারের তরফে তাগিদ কম ছিল না। বলা যায়, কিছুটা হলেও জয় হল থ্রেট কালচারের। থ্রেট কালচারে অভিযুক্তদের শাস্তি প্রত্যাহার কিংবা লঘু করা ছিল প্রক্রিয়ার একটি দিক। আরেকটি দিকে জুনিয়ার ডাক্তারদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গিয়েছে। সুযোগটা সরকার পেয়েছে জুনিয়ার ডাক্তারদের একাংশের আচরণে।

কর্মবিরতি চলাকালীন তাঁরা বেসরকারি হাসপাতালে স্বাস্থ্যসাথী কার্ডে চিকিৎসা করিয়ে কত রোজগার করেছেন, সেই তথ্য ইতিমধ্যে সংগ্রহ করে ফেলেছে সরকার। পদক্ষেপ করা সময়ের অপেক্ষামাত্র। ভবিষ্যতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড ব্যবহারে চিকিৎসার ক্ষেত্রে নিয়ম আরও কড়া হতে চলেছে। মেডিকেলে পরীক্ষা নিয়ে অভিযোগ কম ছিল না। অভীক, বিরূপাক্ষদের নির্দেশে পরীক্ষার হল থেকে পরিদর্শকদের বেরিয়ে যাওয়ার অভিযোগ শোনা গিয়েছে। বদলে এই নেতারাই পরীক্ষার হলে উপস্থিত থাকতেন নিয়ম ভেঙে।

যথেচ্ছ নকল মেডিকেল পরীক্ষার অঙ্গ হলেও স্বাস্থ্য প্রশাসন চোখ বন্ধ করে থাকত। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে হুমকিটা দিয়েছিলেন খোদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নবান্নে জুনিয়ার ডাক্তারদের বৈঠকে জানিয়ে দিয়েছিলেন, পরীক্ষার সময় এবার আর ঘাড় ঘোরাতে দেওয়া হবে না পড়ুয়াদের। সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে চালু হয়ে গিয়েছে। পরীক্ষার হল থেকে লাইভ স্ট্রিমিং দেখছেন স্বাস্থ্য ভবনের কর্তারা।

বেআইনিভাবে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা কিংবা পরীক্ষায় অনৈতিক উপায় অবলম্বনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নিশ্চয়ই সাধুবাদযোগ্য। এটা করা সরকারেরও উচিতও। কিন্তু ভাবা দরকার প্রেক্ষাপটটা। এতদিন চোখ বন্ধ থেকে এখন এই পদক্ষেপগুলির পিছনে রয়েছে সার্বিকভাবে জুনিয়ার ডাক্তার ও মেডিকেল পড়ুয়াদের সবক শেখানোর উদ্দেশ্য। আন্দোলনের কোমর ভেঙে দেওয়া, জনমানসে আন্দোলনকারীদের ভাবমূর্তি নষ্ট ইত্যাদি পরিকল্পনাও রয়েছে গভীরভাবে। সেই আবহেই অভীক ও বিরূপাক্ষর ওপর থেকে মেডিকেল কাউন্সিলের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারকে দেখা প্রয়োজন।

মেডিকেল কাউন্সিল এখন যুক্তি দিচ্ছে, অভীক-বিরূপাক্ষদের বিরুদ্ধে তেমন অভিযোগ ছিলই না। তাছাড়া কাউন্সিলের নিয়ম মেনে নাকি ওই দুজনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হয়নি। সেই কারণে ওঁদের আবার কাউন্সিলের কাজে যুক্ত করা হল। ফলে থ্রেট কালচারে মূল অভিযুক্ত দুজনই আবার স্বমহিমায় ফিরলেন। হয়তো স্বাস্থ্য দপ্তরের সাসপেনশন উঠে যাওয়া এখন সময়ের অপেক্ষামাত্র।

অভীক ও বিরূপাক্ষের এই পুনর্বাসন থ্রেট কালচারকে পুনরায় উৎসাহিত করবে সন্দেহ নেই। জুনিয়ার ডাক্তারদের নির্বিবাদী অংশ, যারা পড়াশোনা করে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, তারা ভয়ে ভয়ে থাকবে। এই সর্বব্যাপী ভয় চাগিয়ে দেওয়াই এখন উদ্দেশ্য। সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনায় এভাবে একের পর এক পদক্ষেপ করা হয়েছে। পরিস্থিতি এখন সহজেই অনুমেয়।

অমৃতধারা

মনকে একাগ্র করতে হলে মনের ভেতরকার কোথায় কি দুর্বলতা ও হীনভাব আছে তাকে খুঁজে বার করতে হয়। আত্মবিশ্লেষণ না করলে মনের অসচ্ছলতা ধরতে পারা যায় না। সুচিন্তাই মনস্থির করার ও শান্তি-লাভের প্রধান উপায়। সত্য ও অসত্য- এই দুইকে জানবার জন্য প্রকৃত বিচারবুদ্ধি থাকা চাই। মনকে সর্বদা বিচারশীল করতে হবে- যাতে আমরা সত্য ও অসত্যের পার্থক্য বুঝতে পারি। তাই বিচার ও ধ্যান দুইই একসঙ্গে দরকার। অবিদ্যার অর্থ হল অনিত্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচিতে শুচি-বুদ্ধি, অধর্মে ধর্ম-বুদ্ধি করা। অসত্যকে সত্য বলে ধরে থাকাই অবিদ্যার লক্ষণ। 'অবিদ্যা' মানে অজ্ঞান অর্থাৎ যে অবস্থায় মানুষ আপনার দিব্যস্বরূপকে জানে না তাকেই 'অবিদ্যা' বলে।

-স্বামী অভেদানন্দ

সম্পাদকীয়

আলোচিত

আমি গণহত্যা চাইনি। আমি ক্ষমতায় থাকতে চাইলে গণহত্যা হত। মুহাম্মদ ইউনূসই তাঁর ছাত্র সংগঠনগুলির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে গণহত্যাগুলি পরিচালনা করেছে। যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা হচ্ছিল, আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, আমাকে চলে যেতে হবে।

-শেখ হাসিনা

ভাইরাল

ওয়ালমার্টে এক বাচ্চা মেয়ের তাণ্ডবের ভিডিও ঝড় তুলেছে। মলে ট্রলি ঠেলে ঘুরছেন ক্রেতারা। তার মধ্যে ছোট্ট মেয়েটি জিনিসপত্র ছুড়ে ফেলছে, পা দিয়ে দলছে। পানীয়ের বোতল আছাড় মেরে ভেঙে ফেলছে। ক্রেতা, কর্মচারীরা অবাক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে।

আজ

২০১৭

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা শশী কাপুর।

১৯১৯

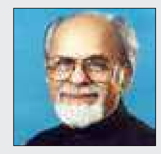

প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী আইকে গুজরালের জন্ম আজকের দিনে।

সোজা-সাপটা

এ সেই শিকাগো, যেখানে সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত তিরিশ বছরের এক বাঙালি সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজয় করে ফেলেছিলেন। সেই জয়ে একবিন্দু রক্তপাত হয়নি।

৫ মিনিটে অর্ধেক পৃথিবী স্বামীজির পদানত হয়েছিল

শেখর বসু

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণের মোটামুটি একটা ছক তৈরিই ছিল। সেই হিসাবে বেশ কয়েকটি শহরের ট্রেন, বাস, প্লেনের টিকিট কাটা ছিল আগে থেকে। কয়েকটি হোটেলেও বুকিং ছিল। কিন্তু পর্যটক হিসাবে ধরাবাঁধা নিয়মের মধ্যে থাকতে ইচ্ছে হত না সবসময়। ফলে মাঝেমধ্যেই কিছু কিছু রদবদল হয়েছিল ভ্রমণসূচিতে।

হ্যানিবল থেকে ব্লুমিংটনে এসেছিলাম। তারপর একদিন সাতসকালে ব্লুমিংটন থেকে শিকাগো যাওয়ার ট্রেনে চেপে বসেছিলাম। ট্রেনটি 'অ্যামট্র্যাক' রেলপথের। ছোট্ট শহর ব্লুমিংটন। রেলওয়ে স্টেশনটিও ছোটখাটো। নির্দিষ্ট ওই ট্রেনের জন্য স্টেশনে অপেক্ষমাণ যাত্রীসংখ্যা শতখানেকের বেশি ছিল না।

ট্রেন এল যথাসময়ে। তবে ট্রেন দেখেও যাত্রীদের মধ্যে বিন্দুমাত্র হুড়োহুড়ির ছাপ পড়ল না। সবাই ধীর, শান্ত ভঙ্গিতে লাইনে দাঁড়িয়েছিল। ট্রেন স্টেশনে পৌঁছোনোর পরে লক্ষ করেছিলাম পরিচ্ছন্ন প্ল্যাটফর্মটি একটু নীচুতে। ট্রেনের সিঁড়ির শেষ ধাপ প্ল্যাটফর্ম থেকে বেশ খানিকটা উঁচুতে।

কিন্তু সমস্যা সমাধানের চমৎকার একটা ব্যবস্থা করে রেখেছে রেল কোম্পানি। ট্রেন স্টেশনে থামার সঙ্গে সঙ্গেই ঝকঝকে উর্দিপরা দুই রেলকর্মী নেমে এলেন ট্রেন থেকে- একজন পুরুষ, একজন মহিলা। হাতে গ্লাভস। কাঠের একটা ছোট চৌকিও নামানো হল ট্রেন থেকে। চটপট সেটা পেতে দেওয়া হল ট্রেনের সিঁড়ি-বরাবর প্ল্যাটফর্মের ওপর। খুব সহজ সমাধান, মুহূর্তে ট্রেনের সিঁড়ি আর নীচু প্ল্যাটফর্মের ব্যবধান কমে গিয়েছিল।

সারিবদ্ধ যাত্রীরা এক-এক করে ওই চৌকি আর সিঁড়িতে পা রেখে উঠে পড়েছিল ট্রেনে। সবশেষে চৌকিসমেত ওই দুই রেলকর্মী ওঠার পরে ছেড়ে দিয়েছিল ট্রেন।

মস্ত কম্পার্টমেন্ট। মধ্যিখানে চলাচলের পথ, দু'দিকে আরামপ্রদ অনেকগুলো টু-সিটার। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত সুদৃশ্য কামরা বিরাট বিরাট কাচের জানালা দিয়ে মোড়া। দু'দিকেই বহুদূর পর্যন্ত চোখ যায়। বাইরে চষা খেত, ফসল, গাছপালা, দূরে ছোটখাটো কিছু টিলা। এদিকে, দিগন্ত পর্যন্ত ছুটে যাওয়া কিছু উপত্যকা আছে। দৃষ্টি কোথাও বাধা পায় না।

ট্রেনটি ভেস্টিবিউল। এক কামরা থেকে আরেক কামরায় যাওয়ার পথ বেশ সুগম। কাছে গেলেই কাচের বন্ধ দরজা আপনাআপনি খুলে যায়। চমৎকার একটা প্যান্ট্রিকার আছে ট্রেনের সঙ্গে। পছন্দসই খাদ্য, পানীয় সংগ্রহ করে সিটে এসে বসা যায়।

সিটে বসার কিছুক্ষণ বাদেই টিকিট চেকিং হয়ে গিয়েছিল। চেকিংয়ের পরে টিকিট চেকার প্রতিটি সিটের মাথায় বাংকের গায়ে একটা স্টিকার সেঁটে দিচ্ছিলেন। কারণটা একটু পরে বুঝেছিলাম। বিভিন্ন স্টেশন থেকে বিভিন্ন যাত্রী উঠে ফাঁকা সিটে বসেছিল। স্টিকারহীন সব সেই সিটগুলো চেকার বেশ সহজেই চিনে ফেলেছিলেন।

এই পথের শেষ স্টেশন শিকাগো। পুরো নাম শিকাগো-ইউনিয়ন স্টেশন। গন্তব্যস্থলে পৌঁছোবার একটু আগে এসে টিকিট চেকার ওই স্টিকারগুলো সংগ্রহ করে নিয়েছিলেন।

গন্তব্যপথে যা কিছু চোখে পড়েছিল তাই আগ্রহ সহকারে দেখছিলাম, যা কানে আসছিল-তা সে যতই তুচ্ছ হোক না কেন, মনোযোগ দিয়ে শুনছিলাম। আসলে সবকিছু দেখা ও শোনার জন্য মন বোধহয় বিশেষ একটি বিন্দুতে পৌঁছে গিয়েছিল আগেভাগেই। এই গন্তব্যস্থলটি ভারতবাসীর কাছে, বিশেষ করে প্রত্যেক বাঙালির কাছে, অন্য একটি মাত্রা নিয়ে আসে। এ সেই শিকাগো, যেখানে সম্পূর্ণ অখ্যাত, অজ্ঞাত তিরিশ বছরের এক বাঙালি সন্ন্যাসী কয়েক মুহূর্তের মধ্যে বিশ্বজয় করে ফেলেছিলেন। সেই জয়ে একবিন্দু রক্তপাত হয়নি।

১৮৯৩ সালের ১১ সেপ্টেম্বর। শিকাগো ধর্ম মহাসভায় গোটা পৃথিবীর একশো বিশ কোটি মানুষের প্রতিনিধিরূপে প্রায় সাত হাজার মহাপণ্ডিত উপস্থিত হয়েছিলেন।

সেদিনের সভায় ক্রমিক সংখ্যা অনুসারে বক্তা বিবেকানন্দের স্থান নির্দিষ্ট হয়েছিল তিরিশজনের পরে। পূর্ববর্তী বক্তার বক্তৃতা শেষ হওয়ার পরে ডাক পড়েছিল তরুণ সন্ন্যাসীর। কিন্তু সংকুচিত স্বামীজি সভাপতিকে বলেছিলেন, 'না, এখন নয়।'

বারকয়েক ডাকা হয়েছিল এবং প্রতিবারই ওঁর এক উত্তর। সন্ন্যাসীর ভাবগতিক দেখে সভাপতিমশাই ধরে নিয়েছিলেন- এই মানুষটি শেষ পর্যন্ত আর বক্তৃতা দেবেন না।

শেষবেলায় সভাপতি ওঁকে ডাক দিয়ে বললেন- এবার বলতেই হবে, না হলে আর সময় দেওয়া যাবে না।

আর বসে থাকা উচিত নয় ভেবে আসন ছেড়েছিলেন স্বামীজি। সেদিনের প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, তরুণ বক্তার মুখে তখন 'রক্তিমাভা' ধরেছিল।

কিন্তু স্বামীজির সম্বোধন শুনে সুবিশাল সেই জনসমাবেশ ফেটে পড়েছিল প্রবল হাততালিতে। আগের সব বক্তাই প্রচলিত পথ ধরে শ্রোতাদের উদ্দেশে বলেছিলেন- লেডিজ অ্যান্ড জেন্টলম্যান। কিন্তু স্বামীজি একেবারে গোড়া থেকেই আলাদা। তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে গাঢ় উচ্চারণে উঠে এসেছিল- সিস্টার্স অ্যান্ড ব্রাদার্স অফ আমেরিকা।

বক্তৃতাটি ছিল সংক্ষিপ্ত। কিন্তু অমন উদার, বিশ্বজনীন ভাব আর কোনও বক্তৃতায় শোনা যায়নি সেদিন। স্পষ্ট কথায় স্বামীজি বলেছিলেন, 'সকল ধর্মের গন্তব্যস্থান এক।'

ওই বক্তৃতা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মস্ত ওই সমাবেশের অধিকাংশ মানুষ তাঁর মত সাদরে গ্রহণ করেছিলেন। 'পাঁচ মিনিটের মধ্যে অর্ধেক পৃথিবী তাঁর পদানত হয়ে পড়েছিল।' এই কথাটির ভিতর যে বিন্দুমাত্র অতিশয়োক্তি ছিল না- তার প্রমাণ পরবর্তী সেই চমকপ্রদ ইতিহাস, যা গল্পকথাকেও হার মানায়।

শিকাগো ধর্ম মহাসভার আয়োজন করেছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের 'হল অফ কলম্বাস'-এ। ওই

ইনস্টিটিউটটি শহরের মাঝখানে। শিকাগো রেলস্টেশন থেকে দূরত্ব খুব বেশি নয়। ট্রেনের জানলার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এইসব খেলে যাচ্ছিল মাথার মধ্যে। সেইসঙ্গে হয়তো কিছু চাপা উত্তেজনাও ছড়াচ্ছিল শরীরে।

সদ্য সদ্য দেখে আসা মার্ক টোয়েনের ছেলেবেলার হ্যানিবল শহরের বিভিন্ন দৃশ্যও ভেসে উঠছিল চোখের সামনে। আজ থেকে প্রায় দুশো বছর আগেকার হ্যানিবলের সঙ্গে সেদিনের শিকাগোর বোধহয় খুব একটা তফাত ছিল না।

১৮৯৩ সালে শান্ত, নিস্তরঙ্গ শিকাগো শহরের জনসংখ্যা ছিল মাত্র তিনশো পঞ্চাশ। ঘুমন্ত গ্রাম হ্যানিবলের সঙ্গে চেহারা, চরিত্রে খুব একটা অমিল ছিল না সেই শিকাগোর। কিন্তু তারপরেই ব্যবধান বাড়তে শুরু করেছিল খুব দ্রুত। মাত্র সাত বছরের মধ্যে শিকাগোর জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল চার হাজারে। আর এখন?

ইলিনয় রাজ্যের বৃহত্তম শহর শিকাগোর জনসংখ্যা এখন প্রায় সাতাশ লক্ষ। গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এটি তৃতীয় বৃহত্তম শহর। অবস্থান সুবিশাল মিশিগান লেকের দক্ষিণ-পশ্চিম তীরে। জনসংখ্যার বিচারেও স্কাইস্ক্র্যাপারে মোড়া শিকাগো আমেরিকার তিন নম্বর জায়গায়। এখনকার ও'হেয়ার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরটি পৃথিবীর দ্বিতীয় ব্যস্ততম বিমানবন্দর।

সুবিশাল বন্দর-শহরটির যোগাযোগ ব্যবস্থা অত্যন্ত উন্নত। পৃথিবীর সর্বোচ্চ দশটি অর্থনৈতিক বিকাশ কেন্দ্রের মধ্যে জায়গা পেয়েছে শিকাগো। শহরটি ডেমোক্র্যাটিক পার্টির শক্ত ঘাঁটি। আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা এখান থেকেই উঠে এসেছেন।

শিকাগোর মহান একটি ঐতিহ্যও আছে। বরাবর এই শহরটি বিভিন্ন ধরনের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি বিষয়ে সভা-সমাবেশের আয়োজন করে এসেছে। ওই সব আয়োজন ছিল কখনও আন্তর্জাতিক, কখনও জাতীয় বা প্রাদেশিক স্তরে। সেই আন্তর্জাতিক ধর্ম মহাসভা এখানে অনুষ্ঠিত হয়েছিল আজ থেকে একশো একত্রিশ বছর আগে।

জানলার ধারে বসে বাইরের দৃশ্য দেখছিলাম, কিন্তু মাঝেমধ্যেই মাথার মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছিল শিকাগোর টুকরো টুকরো নানা ইতিহাস। ঘণ্টাখানেক একভাবে বসে থাকার পরে প্যান্ট্রিকার থেকে একগ্লাস গরম কফি আর একটি চিকেন বার্গার নিয়ে এসেছিলাম।

ব্লুমিংটন থেকে শিকাগো মাত্র আড়াই ঘণ্টার পথ। শিকাগো পৌঁছোবার আধ ঘণ্টা আগে ট্রেনের কামরায় লাগানো মাইক্রোফোনে ছোট্ট একটি ঘোষণা ভেসে এল- দশ মিনিটের মধ্যে আমাদের প্যান্ট্রিকার বন্ধ হয়ে যাবে।

আমেরিকানরা খেতে খুব ভালোবাসে। চলার পথে অনেকের হাতেই থাকে কফির গ্লাস বা কোল্ড ড্রিংকসের বোতল, আইসক্রিম, স্যান্ডউইচ বা বার্গার। বিশালদেহী বা অতিমাত্রায় স্থূল আকৃতি পুরুষ বা মহিলার দেখা মেলে প্রায়ই। কিন্তু সবসময়ই তাদের চলাফেরায়, হাসি-গল্পে জীবনীশক্তির প্রবল উচ্ছ্বাস। স্বাস্থ্যচর্চাতেও গভীর মনোযোগ। সকাল-সন্ধ্যায় তো বটেই, শনি-রবি সারাদিনই পথেঘাটে বিস্তর জগার, ওয়াকারের দেখা মেলে। জিমেও ছোটে বেশিরভাগ মানুষ। শরীরে বাড়তি ক্যালোরি নেওয়া ও সেই ক্যালোরি পোড়ানোর ব্যাপারে উদ্যোগের বিন্দুমাত্র খামতি নেই।

শিকাগো ইউনিয়ন স্টেশনটি বেশ বড়। ছোট, বড়, মাঝারি নানান এলাকা থেকে প্রচুর ট্রেন আসে এখানে। জমজমাট স্টেশনে জনস্রোত। স্টেশন থেকে ওপরে উঠে আসার জন্য এলিভেটর ব্যবহার করতে হয়েছিল। ওপরেই বাইরে যাওয়ার পথ।

নির্দিষ্ট পথ ধরে একসময় স্টেশন থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছিলাম। বাইরে ব্যস্ত একটি চওড়া রাস্তা। রাস্তায় গাড়ির পরে গাড়ি। দু'দিকের সাইড ওয়াকে মোটামুটি ভালোই ভিড়। তবে আকাশ দেখা মুশকিল। আশপাশে আকাশছোঁয়া বাড়ি- পঞ্চাশ, ষাট, সত্তরতলা। স্কাইস্ক্র্যাপারের শহর শিকাগো।।

অট্টালিকাগুলোর ফাঁকফোঁকর দিয়ে সকালের ঝকঝকে রোদ এসে পড়েছিল কোথাও কোথাও। বাতাসে হালকা শীত। আমার গায়ে জ্যাকেট, মাথায় গলফারদের টুপি, কাঁধে ব্যাগ। সামনের সাইড ওয়াক ধরে হাঁটতে শুরু করেছিলাম। আশপাশের কিছু নারী-পুরুষ দ্রুত পায়ে হাঁটছিল। কাজের দিনের সকাল। বোঝা যায়, এরা কর্মস্থলের পথে ছুটছে।

ওই মুহূর্তে আমি ছিলাম একেবারেই উদ্দেশ্যহীন। শিকাগোর পথে খানিকক্ষণ বরং স্রোতে ভাসি। ডানদিক, বাঁদিকের মস্ত মস্ত শো-উইন্ডো দেখি, মাঝে মাঝে উটের মতো মুখ তুলে স্কাইস্ক্র্যাপার দেখি। এলোমেলোভাবে শহরের কিছুটা স্বাদ নেওয়ার পরে ভ্রমণসূচির মধ্যে ঢোকা যাবে। পকেটে কিছু পয়সাকড়ি থাকলে নতুন জায়গায় বেড়াতে এসে হারিয়ে যাওয়া সবচেয়ে ভালো। এই কথাটা বোধহয় আমার ওপর অল্পবিস্তর প্রভাব ফেলেছিল।

জনমন জনমত

পথকুকুরদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা জরুরি

রাস্তায় ঘুরে বেড়ানো কুকুর আমাদের শহরে একটি সাধারণ ছবি। অনেকেই এদের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে খাবার দিয়ে থাকেন। তবে সম্প্রতি কিছু ঘটনা উঠে এসেছে, যেখানে কুকুররা আচমকা পথচারীদের আক্রমণ করেছে, বিশেষত শিশুদের কামড়ে দিয়েছে।

নিয়মিত খাবার পাওয়ার কারণে কুকুররা নির্দিষ্ট জায়গায় জড়ো হয়। এতে তাদের এলাকা নিয়ে মালিকানাবোধ তৈরি হয়, যা তাদের আগ্রাসী করে তোলে। ফলে রাস্তায় থাকা কুকুরগুলোর বেশিরভাগই টিকাদানের বাইরে থেকে যায়। ওরা কামড়ালে জলাতঙ্কের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই অবস্থায় রাস্তার নির্দিষ্ট স্থানে কুকুরদের খাওয়ানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারে, যেখানে তারা নিরাপদে এবং মানুষের সংস্পর্শ ছাড়া খাবার পাবে। রাস্তার কুকুরদের জন্য নির্দিষ্ট আশ্রয়কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে তাদের খাবার ও যত্নের ব্যবস্থা করা উচিত।

রীতম হালদার
পূর্ব বিবেকানন্দপল্লি, শিলিগুড়ি।

ভাইরাল হওয়ার অদৃশ্য প্রতিযোগিতা যেন সকলের মধ্যে

বর্তমান সমাজের এক বৃহৎ অংশের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, যোগাযোগ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়ার প্রবল ইচ্ছে। আবালবৃদ্ধবনিতা, শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত সকলেই ভাইরাল হওয়ার বাসনায় এক অদৃশ্য প্রতিযোগিতায় নেমেছেন। দিনে, রাতে, পথে-প্রান্তরে, সাতসকাল থেকেই দৃশ্যমান হয় ভিডিও বা রিলস তৈরির অদ্ভুত সব কসরত। সকালের বাসন মাজা থেকে, রান্নাবান্না- কোনওকিছুই বাদ যায় না। একথা সত্যি, যা ভালো কিছু আনন্দদায়ক বা শিক্ষণীয়, পাবলিক স্ফিয়ারে আসবে, সকলে দেখবেনও। তবে ক্রিয়েটিভিটি বা সৃজনশীলতা কিন্তু সর্বজনীন নয়।

তবে এই অবস্থার জন্য অবশ্য আমাদের ভূমিকাও কম নয়। নিম্নরুচির রিলস ভাইরাল হওয়ার পেছনে তো থাকেন দর্শকরাই। চাহিদা আছে বলেই তো এই ধরনের ভিডিওগুলো তৈরি হচ্ছে বেশি বেশি। আসলে সাধারণ রুচির মানুষজন সর্বকালেই সংখ্যাগরিষ্ঠ। আর আজকাল হাতে হাতে মোবাইল। তাই দর্শকরাই ঠিক করছেন, কোনটা চলবে, কোনটা চলবে না। আর ব্যস্ত জীবন, অফিসের অ্যাসিডিক ওয়ার্ক কালচার, অথবা হতাশাগ্রস্ত সমাজ ব্যবস্থাপনা, দিনের শেষে অনেকেই খোঁজেন একটু ভাঁড়ামো বা 'দিলখুশ' করা আনন্দ। বেকারত্ব, জীবনের অসম প্রতিযোগিতায় চাপে থাকা ব্যক্তিটি মনের অজান্তেই কারও বোকা হওয়ার ভিডিও দেখে একধরনের স্যাডিস্টিক প্লেজার লাভ করেন। তবে এই ভিডিও কনটেন্ট তৈরির বিপ্লবের পেছনে কিন্তু অর্থায়ন অনেকাংশেই দায়ী। শুধুমাত্র পরিচিত হওয়াই নয়, যখন থেকে সামাজিক মাধ্যমে অর্থলাভের ব্যাপারটি এসেছে, সামাজিক মাধ্যমে একধাক্কায় সবাই ডিজিটাল ক্রিয়েটর হয়ে গিয়েছেন। যত শোনা গিয়েছে, কারও অ্যাকাউন্টে ডলার ঢোকার গল্প, ইউটিউবে চ্যানেল খুলেছে তত।

সামাজিক মাধ্যমে সক্রিয় থাকা, রিলস বা মিম তৈরি করা যে খারাপ বা সময়ের অপচয়- তা একদমই নয়। অনেকেই শরীর-স্বাস্থ্য বা ভ্রমণ সহ অনেক ভালো ভালো বিষয়ে ভিডিও করছেন, যেগুলো সত্যিই মৌলিক, সৃজনশীল ও শিক্ষণীয়। অনেকে একে পেশা হিসেবেও নিয়েছেন।

তবে সবাই মিলে এই কাজে ঝাঁপিয়ে পড়লেই বিপদ। অতিরিক্ত কোনওকিছুই অস্বাস্থ্যকর। ভালো কনটেন্ট তৈরিরও বোধহয় কোনও শর্টকাট নেই। এক্ষেত্রেও প্রয়োজন দক্ষতা, পরিশ্রম ও গবেষণা। আর পরিমিতি এবং ন্যূনতম রুচিবোধ সর্বক্ষেত্রেই অতি আবশ্যিক। না হলে নেহাত শখ বা আনন্দের উপকরণও সমাজে বিষ ছড়াতে পারে।

ডঃ অসিতকান্তি সরকার
অধ্যাপক, বাণেশ্বর সারথীবালা মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার।

প্রশ্নপত্র শুধু ইংরেজিতে, সমস্যায় পড়ুয়ারা

২০২৩ সাল থেকে নতুন শিক্ষানীতি অনুসারে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন কলেজগুলিতে পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। মেজর এবং মাইনর- এভাবে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে বিষয় নিতে হয়। কিন্তু বিকম মেজর বিষয়গুলির পরীক্ষার প্রশ্ন শুধুমাত্র ইংরেজিতে নেওয়া হচ্ছে। যদিও ২০২২ সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রশ্নপত্র ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও ছিল। এখন আমাদের মতো বাংলামাধ্যমের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা দিতে খুবই অসুবিধা হচ্ছে। ইংরেজিমাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা নিজের ভাষায় প্রশ্ন বুঝতে পারছে। কিন্তু আমরা পারছি না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবিলম্বে আগের মতো ইংরেজির সঙ্গে বাংলাতেও প্রশ্ন করলে সবারই সুবিধা হবে।

পামেলা আইচ
সুকান্তনগর, শিলিগুড়ি।

লিটল ম্যাগাজিনের জন্য জায়গার অভাব বইমেলায়

বাঘা যতীন পার্কে চলছে শিলিগুড়ি মহকুমা বইমেলা। এই মেলায় প্রচুর সংখ্যক বই প্রকাশনী সংস্থা তাদের পসরা সাজিয়ে বসেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ব্যাপার, লিটল ম্যাগাজিনের জন্য একটিমাত্র ক্ষুদ্র পরিসরে মাত্র কয়েকজনের বসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ি এবং আশপাশের এলাকায় প্রচুর সংখ্যক লিটল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। কিন্তু স্থানাভাবে তাদের বসার ব্যাপারে এক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়তে হচ্ছে।

আশা করি, বইমেলা কর্তৃপক্ষ ব্যাপারটা সহমর্মিতার সঙ্গে বিবেচনা করে লিটল ম্যাগাজিনের জন্য আরও কিছুটা বেশি স্থান বরাদ্দ করে তাদের বসার ব্যবস্থা করবে।

ধনঞ্জয় পাল
দেশবন্ধুপাড়া, শিলিগুড়ি।

শব্দরঙ্গ ■ ৪০০৪

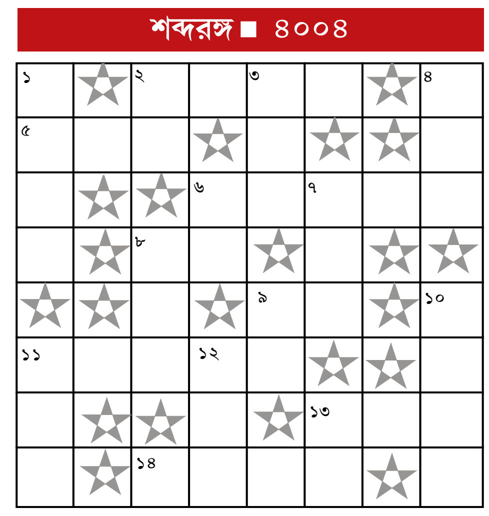

পাশাপাশি : ২। সেকেন্ডের ১৫০ ভাগের একভাগ ৫। বাড়ির ছাদের কাঠ ৬। যার চক্ষুলজ্জা নেই ৮। সাধারণত দেবতারা দিয়ে থাকেন ৯। পুরো ৩৬৫ দিন ১১। যা চিন্তা করা যায় না ১৩। পশ্চিমঘাট ও পূর্বঘাট পর্বত দিয়ে ঘেরা মালভূমি ১৪। যে ক্রমাগত ছুটে বেড়াচ্ছে।

উপর-নীচ : ১। আচার ব্যবহার ২। কোনও কাজের নয়, বোকাসোকা ৩। স্পর্শ বা ছুঁয়ে দেওয়া ৪। গহ্বর, ছিদ্র ৬। যে গোপনে খবর জোগাড় করে ৭। লাঠি মাথায় জলন্ত আগুন ৮। একসঙ্গে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস ৯। রাজি হওয়া বা অনুমতি ১০। কর্ণের পালক পিতা ১১। যার এখনও খাওয়া হয়নি ১২। একদম চুপ ১৩। গিলে অথবা চিবিয়ে খাওয়া যায়।

সমাধান ■ ৪০০৩

পাশাপাশি : ১। আধুনিক ৩। মলিদা ৫। ইকড়ি-মিকড়ি ৬। ননদ ৭। অর্জুন ৯। ময়নাতদন্ত ১২। সামাল ১৩। কালঘুম।
উপর-নীচ : ১। আচকান ২। কনক ৩। মরমি ৪। দাবড়ি ৫। ইদ ৭। অন্ত ৮। নরোত্তম ৯। মনসা ১০। নাকাল ১১। দমকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ঢাকার নির্দেশে বন্ধ ত্রিপুরার কনসুলেট

আগরতলায় ধৃত ৭, বরখাস্ত ৩ পুলিশকর্মী

আগরতলা ও ঢাকা, ৩ ডিসেম্বর : দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ফাটল আরও চওড়া হল। হিন্দুত্ববাদীদের ভাঙচুরের জেরে ত্রিপুরার আগরতলা কনসুলেট বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। সেদেশের বিদেশমন্ত্রকের উপদেষ্টা মহম্মদ তৌহিদ হোসেন মঙ্গলবার বলেন, 'নিরাপত্তার কারণে আগরতলা কনসুলেটের যাবতীয় কাজকর্ম আপাতত বন্ধ রাখা হচ্ছে। ওই মিশন থেকে বাংলাদেশের ভিসা দেওয়া হবে না।'

অন্যদিকে বাংলাদেশের নাগরিকদের পরিষেবা না দেওয়ার কথা জানিয়েছে ত্রিপুরার হোটেল ও রেস্তোরাঁ সংগঠন। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, 'বাংলাদেশের নাগরিকরা এই রাজ্যে এলে আমরা তাঁদের সম্মান দিই। তাঁদের পরিষেবায় ত্রুটি থাকে না। কিন্তু সাম্প্রতিক সময়ে প্রতিবেশী দেশের কিছু লোক ভারতের জাতীয় পতাকার অপমান করছে, সংখ্যালঘুদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। প্রতিবাদে ত্রিপুরার হোটেলমালিকরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, এখন থেকে বাংলাদেশিরা রাজ্যের কোনও হোটেল পরিষেবা পাবেন না।'

সোমবার আগরতলা কনসুলেটে হামলার অভিযোগ উঠেছে হিন্দু সংঘর্ষ সমিতি নামে একটি সংগঠনের সদস্যদের বিরুদ্ধে। হামলাকারীরা কনসুলেটের বাইরের অংশে ভাঙচুর চালানোর পাশাপাশি বাংলাদেশের পতাকা ছিঁড়ে ফেলেন বলে ঢাকার তরফে অভিযোগ তোলা হয়েছে। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে ত্রিপুরা পুলিশ। কর্তব্যে গাফিলতির দায়ে বরখাস্ত করা হয়েছে ৩ পুলিশকর্মীকে। এছাড়া এক পুলিশকর্তাকে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

কনসুলেটে হামলার ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করে বিবৃতি জারি করেছে সাউথ ব্লক। বাংলাদেশ দূতাবাস ও সবকটি কনসুলেটের নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। হামলার কড়া নিন্দা করেছে বাংলাদেশের বিদেশমন্ত্রক। এক বিবৃতিতে তারা জানিয়েছে, হামলার ঘটনায় ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ। ঘটনাপ্রবাহ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, হামলাটি পূর্বপরিকল্পিত। এই ঘটনা ভিয়েনা চুক্তির বিরোধী। এদিন ঢাকায় বিদেশমন্ত্রকে ডেকে পাঠানো হয়েছিল বাংলাদেশে ভারতের রাষ্ট্রদূত প্রণয় ভার্মাকে। ভারপ্রাপ্ত বিদেশসচিব এম রিয়াজ হামিদুল্লাহর সঙ্গে বৈঠক সেরে বেরিয়ে ভার্মা বলেন, 'আমাদের সম্পর্ক বহুমুখী। আমাদের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। আমরা শুধু একটিমাত্র বিষয়ে সীমাবদ্ধ হতে পারি না।'

এদিকে আগরতলার ঘটনাকে সামনে রেখে বাংলাদেশে ফের ভারতবিরোধিতাকে উসকে দেওয়ার চেষ্টা করছে মৌলবাদীরা। ভারতবিদ্বেষী পড়ুয়াদের সামনে রেখে সরকারের ওপর চাপ বাড়ানোর কৌশল নিয়েছে তারা। সোমবার রাত থেকে আগরতলার ঘটনা নিয়ে বিক্ষোভে উত্তাল হয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস। সেখানে 'হাইকমিশনে হামলা কেন? দিল্লি তুই জবাব দে', 'গোলামি নয় আজাদি, আজাদি', 'দিল্লি নয় ঢাকা, ঢাকা' স্লোগান উঠেছে। চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহি সহ বিভিন্ন জায়গায় ভারতবিরোধী মিছিল হয়েছে। হামলার আশঙ্কায় ঢাকার গুলশনে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এবং চট্টগ্রাম, রাজশাহি, সিলেট এবং খুলনার কনসুলেটের নিরাপত্তায় বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করেছে বাংলাদেশ সরকার। চিন্ময় কৃষ্ণদাসের জামিনের আবেদন খারিজ, তাঁর আইনজীবীর ওপর হামলা, একের পর এক সংখ্যালঘুর গ্রেপ্তারি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে অন্তর্বর্তী সরকারের ওপর চাপ বাড়ছে। এই পরিস্থিতিতে আগরতলার ঘটনাকে সামনে রেখে ইউনূস প্রশাসন তথা শেখ হাসিনার বিরোধী শক্তিগুলি পায়ের তলার মাটি শক্ত করার চেষ্টা করছে বলে কূটনৈতিকমহলের ধারণা।

বাংলাদেশের নেতা-মন্ত্রীরা ভারতের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেও দেশবাসীকে সংযত থাকার আবেদন জানিয়েছেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান। তিনি বলেন, 'আমি আমার সহকর্মী বাংলাদেশিদের সর্বোচ্চ সংযম প্রদর্শন এবং কোনও উসকানিতে পা না দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি।'

মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে এখনও টানাটানি মহারাষ্ট্রে

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর: ভবি বোধহয় ভোলার নয়! নাহলে এত নাটক কীসের মহারাষ্ট্রে!

মুম্বইয়ের আজাদ ময়দানে রাজ্যের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি প্রায় শেষ। মঞ্চ, গ্যালারি সব দস্তুরমতো প্রস্তুত। অথচ অনুষ্ঠানের ৪৮ ঘণ্টা আগেও পরিষ্কার নয়, দেবেন্দ্র ফড়নবিশ না কি একনাথ শিন্ডে, কে মাঠে নামবেন মুখ্যমন্ত্রিত্বের ব্যাট হাতে নিয়ে!

মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণানের কাছে সরকার গঠনের দাবি জানাতে যাননি বিজেপি নেতৃত্বাধীন মহাযুতি জোটের নেতারা। কখন যাবেন তাও জানা যাচ্ছে না। আসলে বিজেপির ফড়নবিশ, শিবসেনার শিন্ডে এবং এনসিপির অজিত পাওয়ার এদিন ছিলেন আলাদা আলাদা জায়গায়। ফড়নবিশ মুম্বইয়ে, 'অসুস্থ' শিন্ডে থানেতে এবং অজিত 'ব্যক্তিগত কাজে' দিল্লিতে।

বিজেপি বিধায়ক দলের বৈঠকের পর বৈঠকে বসার কথা মহাযুতির তিন শীর্ষনেতার। বৃহস্পতিবার শপথ করাতে হলে বুধবারই তাঁদের সরকার গঠনের দাবি নিয়ে যেতে হবে রাজ্যপালের কাছে। কিন্তু মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত তার কোনও ইঙ্গিত নেই।

সংসদ চত্বরে স্বমেজাজে তাঁরা ... মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন, তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র এবং কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর।

ভারতে বাঘের মৃত্যুহার বেড়ে ৫০ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ২০২৩ সাল থেকে এদেশে বাঘেদের মৃত্যুর হার অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। ২০২২ সালের তুলনায় গত বছর মৃত্যুহার বেড়েছে ৫০ শতাংশ। সোমবার সংসদে এই তথ্য দিয়েছেন পরিবেশ, বন, জলবায়ু পরিবর্তন বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং। গত তিন বছরে রাজ্যওয়াড়ি বাঘের মৃত্যুর পরিসংখ্যান দিয়েছেন। গত বছর ১৮২টি বাঘ মারা গিয়েছিল। ২০২২-এ সংখ্যাটা ছিল ১২১।

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রীর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মহারাষ্ট্র, মধ্যপ্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, তামিলনাড়ু ও কেরলে বাঘের মৃত্যুহার সবচেয়ে বেশি। ঘটনা হল, সরকার এই রাজ্যগুলিতে বাঘ সংরক্ষণে আর্থিক বরাদ্দ বাড়ানো সত্ত্বেও মৃত্যুহার বেড়েছে। গোটা দেশে যে সংখ্যায় বাঘ মারা গিয়েছে, তার ৭৫ শতাংশ মারা গিয়েছে উল্লিখিত রাজ্যগুলিতে। ২০২২-২৩ সালে মহারাষ্ট্রে ৪৬, মধ্যপ্রদেশে ৪৩, উত্তরাখণ্ডে ২১টি বাঘের মৃত্যু হয়েছে। পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৩-২৪ সালে মহারাষ্ট্রে আর্থিক বরাদ্দ ৯ শতাংশ বাড়িয়ে ৪,৩০৩ লক্ষ টাকা করা হয়েছে, আগে ছিল ৩,৯৫৬ লক্ষ টাকা। বরাদ্দ সবচেয়ে বাড়ানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশে। ৮০৯ লক্ষ টাকা থেকে ২,৬১৪ লক্ষ টাকা অর্থাৎ ২২৩ শতাংশ বাড়ানো হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, বাঘেদের মৃত্যুর পিছনে বড় কারণ চোরাশিকার। এটা আটকানো যাচ্ছে না। অসুস্থ হয়েও মারা যাচ্ছে। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হয়নি।

বাংলাদেশ সংসদে তর্জা তৃণমূল-বিজেপির

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ সংসদে তোলার বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে আগেই আশ্বাস দিয়েছিলেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। মঙ্গলবার জিরো আওয়ারে বাংলাদেশ প্রশ্নে সংসদে সরব হলেন তৃণমূলের লোকসভার দলনেতা সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার আদানি ঘুষকাণ্ড নিয়ে মুলতুবি প্রস্তাব পেশ করে বিরোধীরা 'ওয়াক আউট' করে। কিন্তু স্পিকারের উদ্যোগে আবার শুরু হয় অধিবেশন। বিরোধীদের শর্ত ছিল, দুটি বিষয়ে কথা বলতে দিতে হবে বিরোধীদের। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং উত্তরপ্রদেশের সম্বল কাণ্ড। সেই মতোই এই দিন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরেই বাংলাদেশ প্রশ্নে বিদেশমন্ত্রীর বিবৃতি দাবি করল তৃণমূল। এদিন লোকসভায় সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার চলছে। ভারত সরকারের উচিত এই বিষয়ে স্পষ্ট অবস্থান নেওয়া। আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের পাশে আছি। তবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর সংসদে এসে এই বিষয়ে বিবৃতি দিন।'

তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অবস্থান স্পষ্ট। বাংলাদেশের পরিস্থিতি মোকাবিলায় কেন্দ্র যে সিদ্ধান্ত নেবে, রাজ্য তা পূর্ণ সমর্থন করবে। তবে কেন্দ্রকে এই বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে এবং সীমান্ত সংলগ্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করতে হবে। শান্তিরক্ষা বাহিনী পাঠানোর জন্য রাষ্ট্রসংঘের কাছে আবেদন করারও প্রস্তাব দেন তিনি। অনুপ্রবেশ সমস্যা নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে অনেকটা সীমান্ত এলাকা রয়েছে বাংলাদেশে। অতীতেও এই রকম উত্তাল সময়ে মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাচ্ছি।' সুদীপের এই বক্তব্য বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের অবস্থানকে সংসদে

> অতীতেও মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে আমাদের রাজ্যে অনুপ্রবেশ করেছে। আমরা এই বিষয়ে সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানাচ্ছি।
>
> **সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়**

স্পষ্টভাবে তুলে ধরে।

অন্যদিকে বিজেপি সাংসদরা তৃণমূলের অভিযোগ খারিজ করে উলটে রাজ্য সরকারকেই দায়ী করেছেন। রানাঘাটের বিজেপি সাংসদ জগন্নাথ সরকার বলেন, 'বাংলাদেশে বেছে বেছে হিন্দুদের নির্যাতিত হতে হচ্ছে। মন্দির ভেঙে দেওয়া হচ্ছে, আর্থিক তছরুপ হচ্ছে, রাতের বেলা ধরে নিয়ে গিয়ে ধর্মান্তরিত করা হচ্ছে ইসলামে। এপারে এসেও শান্তি নেই। দিনের পর দিন অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকে আমাদের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট করে দিচ্ছে। সরকারি মদতেই হচ্ছে। তছনছ হচ্ছে সরকারি সম্পদ। ভাঙা হচ্ছে মন্দির। বেলডাঙা, হাওড়া, উলুবেড়িয়ার মতো জায়গায় সরকারি মদতে দাঙ্গা ছড়াচ্ছে।' বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যও এদিন বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বলেন, 'বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই অনুপ্রবেশে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে। এমনকি, পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর

> বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারী আসার ফলে পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যার ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। রাজ্য সরকার এই অনুপ্রবেশে পরোক্ষে মদত দিচ্ছে।
>
> **শমীক ভট্টাচার্য**

অত্যাচারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মমতা সরকার বিষয়টি কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোনও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে এই সমস্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে। রোহিঙ্গাদের উপস্থিতি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

তাঁর আরও অভিযোগ, 'বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের জন্য দুঃখপ্রকাশ করে মমতা সরকার বিষয়টি কেন্দ্রের উপর চাপিয়ে দিতে চাইছে। অথচ পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশ ঠেকাতে কোনও কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। বরং ভোটের রাজনীতির স্বার্থে এই সমস্যা আরও বাড়ানো হচ্ছে।' শমীক ভট্টাচার্যের কথার প্রেক্ষিতে সুদীপের জবাব, 'আমরা বাংলাদেশ ইস্যুতে বলছি বলেই ওরা এত কথা বলছে।'

সামরিক আইন জারি দক্ষিণ কোরিয়ায়

সিওল, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার দক্ষিণ কোরিয়ায় সামরিক আইন বা মার্শাল ল জারি করলেন প্রেসিডেন্ট ইয়ুন সুক ইয়ল। দেশের নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলারক্ষার জন্য এই আইন জারি হয়েছে। প্রেসিডেন্ট টেলিভিশনে তাঁর ভাষণে বিরোধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে জানিয়েছেন, উত্তর কোরিয়ার প্রতি সহানুভূতিশীল বিরোধীরা সরকারকে পঙ্গু করে দেওয়ার কর্মকাণ্ডে জড়িত। দেশের সাংবিধানিক শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সামরিক আইন জারি করা ছাড়া কোনও বিকল্প ছিল না। সামরিক আইনের অধীনে কী ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তা স্পষ্ট করেননি ইয়ল।

এই আইন জারির মাধ্যমে সেনার হাতে বাড়তি ক্ষমতা যায়। অসামরিক প্রশাসনকে সাময়িকভাবে স্থগিত করে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে সামরিক ট্রাইবুনালও করা হয়। খবর, ২০২২ সালের মে মাসে ইয়ুন সুক ইয়ল ক্ষমতায় আসার পর থেকেই তাঁকে সমস্যায় পড়তে হয়েছে।

গড়করির দর্শন

নাগপুর, ৩ ডিসেম্বর : জীবন সমস্যায় ভরা। সামাজিক, পারিবারিক, কর্পোরেট জীবনে মানুষকে হাজারো চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়। সেই সমস্ত সামলাতে রপ্ত করতে হয় বাঁচার কৌশল। রাজনৈতিক জীবনও ব্যতিক্রম নয়। রাজনৈতিক জীবনদর্শনে দেখা যায়, যে যত পায় সে আরও বেশি পেতে চায়। রবিবার নাগপুরে কেন্দ্রীয়মন্ত্রী নীতিন গড়করি রাজনৈতিক জীবনদর্শনের কথা উল্লেখ করে সমস্যা মোকাবিলায় 'জীবন শৈলী' রপ্ত করার পরামর্শ দিয়েছেন। মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রিত্ব নিয়ে সমস্যা মেটেনি। সম্ভাবনা ক্ষীণ হলেও যাঁদের নাম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে ভাসছে সেই তালিকায় নীতিন গড়করির নাম রয়েছে।

এই আবহে নীতিন গড়করি রাজনীতিকে অতৃপ্ত আত্মার সাগর বলে বর্ণনা করে বলেন, রাজনীতিতে এসে যে যা পান তাতে খুশি থাকতে পারেন না। বিধায়ক মন্ত্রী না হওয়ার কষ্টে ভোগেন। যিনি মন্ত্রী হন তিনি মুখ্যমন্ত্রী না হতে পারার জন্য অখুশি থাকেন। যিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি আবার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব বা হাইকমান্ডের নির্দেশে মুখ্যমন্ত্রিত্ব চলে যাওয়ার আশঙ্কায় থাকেন।

নীতিনের বক্তব্য, এই কারণে জীবনশৈলী সম্পর্কে জানতে হবে। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের আত্মজীবনী থেকে একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করে নীতিন বলেন, 'একজন মানুষ হেরে গেলে ফুরিয়ে যায় না। কিন্তু সরে গেলে শেষ হয়।' নিজেকে সুখী করার জন্য মানবিক মূল্যবোধে জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয়মন্ত্রী।

মোদির প্রশংসায় অক্সফোর্ড

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : পরিকাঠামো এবং সামাজিক উন্নয়নে ডিজিটাল গভর্নেন্স কত বড় ভূমিকা নিতে পারে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ 'প্রগতি' প্রকল্প। এভাবেই মোদির এই স্বপ্নের প্রকল্পকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিল অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি।

২০১৫-এ 'প্রগতি' অর্থাৎ 'প্রো অ্যাকটিভ গভর্নেন্স অ্যান্ড টাইমলি ইমপ্লিমেনটেশন' প্রকল্প চালু করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, নয় বছর আগে সূচনা হওয়ার পর 'প্রগতি' ভারতের পরিকাঠামো উন্নয়নে বড় ভূমিকা নিয়েছে। ২০২৩-এর জুন পর্যন্ত প্রায় ১৭.০৫ লক্ষ কোটি টাকা মূল্যের ৩৪০টি প্রকল্প এই প্ল্যাটফর্মের সুফল পেয়েছে। ভারতের শীর্ষ নেতা নরেন্দ্র মোদির এই প্ল্যাটফর্মে জড়িয়ে থাকা 'প্রগতি'কে আরও সফল করে তুলেছে। 'প্রগতি' প্রকল্প চালুর মূল লক্ষ্য ছিল পরিকাঠামো উন্নয়ন সংক্রান্ত সংস্থাগুলির মধ্যে সমন্বয় সাধন, সিদ্ধান্ত গ্রহণকে ত্বরান্বিত করা, কর্মীদের অনুপ্রাণিত করা এবং নির্দিষ্ট সময়ে লক্ষ্যপূরণ করা ইত্যাদি। যে কোনও প্রকল্পের জট দ্রুত খুলতেও সাহায্য করেছে এই প্ল্যাটফর্ম। এজন্য মূল কৃতিত্ব প্রধানমন্ত্রী মোদির বলেও দাবি করা হয়েছে অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির ওই রিপোর্টে।

চিন নিয়ে জয়শংকর

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : ভারত ও চিনের সম্পর্কের কিছুটা হলেও উন্নতি হয়েছে বলে মঙ্গলবার লোকসভায় দাবি করলেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর। ২০২০ সালের এপ্রিলে গালওয়ানে দুই দেশের সেনাবাহিনীর রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর থেকে ক্রমাগত কূটনৈতিক আলোচনার ফলেই পরিস্থিতি ইতিবাচকভাবে বদলেছে বলে বক্তব্য তাঁর।

বিদেশমন্ত্রীর কথায়, '২০২০ সাল থেকে ভারত-চিন সম্পর্ক অস্বাভাবিকরকম তিক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ, সেই সময় চিনের কার্যকলাপের জন্য সীমান্ত এলাকায় শান্তি ও স্থিতি বিঘ্নিত হয়। তবে তখন থেকে চলমান কূটনৈতিক প্রচেষ্টার ফলে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি আমাদের সম্পর্ককে কিছুটা উন্নতির পথে এগিয়ে দিয়েছে।'

মঙ্গলবার বিদেশমন্ত্রী দুই দেশের এখনকার সম্পর্ক নিয়ে বিবৃতি দিলেন লোকসভায়।

জয়শংকর বলেন, 'আলোচনার মাধ্যমে যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে, তা আমরা আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে চাই। সীমান্তে শান্তি ও স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে চিনের সঙ্গে কথা ভারত কোনও অবস্থাতেই বন্ধ করতে চায় না।'

তিনি জানান, 'স্বচ্ছ এবং দুই দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য' কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করার দিকেই নজর রয়েছে সরকারের।

তিনি জানিয়েছেন, নিয়ন্ত্রণ রেখায় তার আগের ৪৫ বছরে যা হয়নি, ২০২০ সালের জুন মাসে তা-ই হয়েছে। সেখানে চিনের হামলার পালটা জবাব দেওয়ার পাশাপাশি কূটনৈতিক স্তরেও আলোচনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত।

মনরেগা নিয়ে সোচ্চার কল্যাণ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : মনরেগায় বাংলার বকেয়া টাকার ইস্যুতে লোকসভায় সোচ্চার হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শীত অধিবেশনে তৃণমূল সাংসদদের কী ভূমিকা হতে চলেছে, তার সুর আগেই বেঁধে দিয়েছিলেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও দিল্লিতে এসে সাংসদদের সঙ্গে বৈঠকেও একই ইস্যু ছিল।

মঙ্গলবার লোকসভায় প্রশ্নোত্তর পর্বে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে কেন্দ্র করে তাঁর ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'কেন এভাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বঞ্চিত করা হচ্ছে? কেন এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হচ্ছে না? আপনারা কি বাঙালিদের পছন্দ করেন না? সেই কারণেই কি বাংলাকে তার ন্যায্য বরাদ্দ থেকে বঞ্চিত করা হচ্ছে?' কল্যাণ বলেন, 'একশো দিনের কাজ দেওয়া কেন্দ্রের দায়িত্ব, কোনও ইচ্ছে-অনিচ্ছের বিষয় নয়।' তিনি দাবি করেন, ২০২২-২৩ এবং ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে কেন্দ্রীয় প্রকল্প ১০০ দিনের কাজের অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের যে বিপুল পরিমাণ বকেয়া রয়েছে, তা এখনও দেওয়ার নাম করছে না কেন্দ্র ।

জবাবে কেন্দ্রীয় কৃষি ও উন্নয়ন মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান বলেন, ১০০ দিনের প্রকল্পের মতো কেন্দ্রীয় একটি বৃহৎ প্রকল্পকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ছোট ছোট কর্মসূচিতে ভাগ করে দিয়েছে, যা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। তিনি বলেন, 'এই প্রকল্প আয়তনে বিরাট

সংসদের বাইরে হালকা মেজাজে কল্যাণ ও সুদীপ। মঙ্গলবার।

এবং এর উদ্দেশ্য সর্বসাধারণের উপকার। কিন্তু তৃণমূল সরকার সেটিকে এমনভাবে বাস্তবায়ন করছে, যাতে প্রকৃত উপভোক্তারা সুবিধা না পেয়ে নির্দিষ্ট গোষ্ঠী লাভবান হন। এই কারণেই বরাদ্দ দেওয়া নিয়ে প্রশ্ন ওঠে।' কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর অভিযোগ, 'কেন্দ্র যদি দেড় টাকা পাঠায়। তাহলে উপভোক্তার হাতে পৌঁছায় ১৫ পয়সা মাত্র।'

চৌহান আরও বলেন, যদি কোনও প্রকল্পের বরাদ্দ অর্থ সঠিক নিয়ম মেনে খরচ না করা হয়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার সেই বরাদ্দ আটকানোর অধিকার রাখে। আইন অনুযায়ী এই ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায়। তাঁর অভিযোগ, '১০০ দিনের কাজ প্রকল্পে প্রকৃত উপভোক্তাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে, আর যাঁরা আদতে উপভোক্তা নন, তাঁদের উপভোক্তা হিসেবে দেখানো হয়েছে। এছাড়া গ্রামীণ উন্নয়ন প্রকল্পগুলির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, যা পুরোপুরি অননুমোদিত। উদাহরণস্বরূপ, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার নাম বদলে তৃণমূল সরকার নিজেদের মতো করে নতুন নামকরণ করেছে।'

তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তেজিত কণ্ঠে মন্ত্রীর সমস্ত দাবি খারিজ করে দিয়ে বলেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার বলছে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বরাদ্দ অর্থের অপব্যবহার করেছে। যদি তাই হয়, তাহলে কেন্দ্র কেন সেই বিষয়ে কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করছে না? কেন এই নিয়ে কোনও তদন্ত করা হচ্ছে না?'

কল্যাণ আরও প্রশ্ন তোলেন, 'এটা কি বাংলাকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার জন্য কোনও অজুহাত? পশ্চিমবঙ্গের মানুষের প্রাপ্য টাকা আটকে রেখে তাঁদের শাস্তি দেওয়ার অধিকার কেন্দ্রের নেই। যদি প্রকৃত কোনও অনিয়ম ঘটে থাকে, তবে তা প্রমাণ করুন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা নিন। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের জনগণের সঙ্গে এই ধরনের বৈষম্যমূলক আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।'

কল্যাণের কথায়, এই বিষয়টি সংবিধানের বিধি লঙ্ঘন করে। কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে কোনও আলোচনা করা হয়নি সেই প্রশ্নেরও জবাব চেয়ে কল্যাণ বলেন, 'কেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে আলোচনা প্রক্রিয়া থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে? যদি আপনারা বাংলাকে পছন্দ না করেন, তাহলে বলে দিন টাকা দেবেন না।' কল্যাণে কল্যাণের বক্তব্যের পরেই ট্রেজারি বেঞ্চের সঙ্গে তুমুল হট্টগোল শুরু হয়ে যায়।

আজ সম্ভালে যাবেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সম্ভাল যাওয়ার কথা ঘোষণা করলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি। বুধবার সপা, কংগ্রেসের ৪ সাংসদকে নিয়ে তাঁর সম্ভাল যাওয়ার কথা। উত্তরপ্রদেশের কংগ্রেস সভাপতি অজয় রাইয়ের দাবি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধিও রাহুলের প্রতিনিধি দলে যোগ দিতে পারেন। সম্ভালে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে প্রশাসন। এরই মাঝে এমন সিদ্ধান্ত নিলেন রাহুল।

'ইন্ডিয়া'র বিক্ষোভ থেকে দূরত্ব তৃণমূল, সপা'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : চলতি শীতকালীন অধিবেশনে প্রথমবারের মতো সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হল সংসদের দু-কক্ষের কাজকর্ম। মঙ্গলবার অধিবেশন শুরুর আগে সংসদের মকরদ্বারের সামনে ইন্ডিয়া জোটের দলগুলির সাংসদরা আদানি ইস্যুতে জেপিসি তদন্তের দাবিতে বিক্ষোভ দেখান। সেখানে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, ওয়েনাডের সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আম আদমি পার্টি , রাষ্ট্রীয় জনতা দল, শিবসেনা(ইউবিটি), ডিএমকে এবং বামপন্থী দলগুলির সাংসদরা। যদিও ইন্ডিয়া জোটের এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং সমাজবাদী পার্টির অনুপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

এদিন লোকসভায় ব্যাংকিং আইন সংশোধনী বিল পাশ হয়। এই বিল নিয়ে আলোচনা চলাকালীন বিরোধীরা নোট বাতিল সহ সাম্প্রতিক আর্থিক ইস্যুগুলি তুলে সরকারের সমালোচনা

করেন। তাঁদের অভিযোগ, কেন্দ্র ধনী ব্যবসায়ী এবং পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষায় কাজ করছে।

অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন আলোচনার সূচনা করেন। এরপর কংগ্রেসের উপদল নেতা গৌরব গগৈ নোট বাতিলের প্রসঙ্গ তুলে বলেন, 'নোট বাতিলের ফলে অসংখ্য সাধারণ মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। কন্যার বিয়ে থেকে শুরু করে বহু মানুষের জরুরি কাজ আটকে গিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদি সেইসময় সাধারণ মানুষের কষ্টকে ব্যঙ্গ করেছিলেন।'

তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী মঙ্গলসূত্র নিয়ে কথা বলেন। কিন্তু তিনি কি জানেন, নোট বাতিলের সময় কত মানুষকে তাঁদের মঙ্গলসূত্র বিক্রি করে দিতে হয়েছিল?'

কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বিলটির বিরোধিতা করে বলেন, 'রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকগুলির ওপর মানুষের আস্থা রয়েছে রিজার্ভ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের কারণে। কিন্তু এই বিলের মাধ্যমে সেই নিয়ন্ত্রণ দুর্বল হয়ে পড়বে।'

তাঁর অভিযোগ, 'বিলে চারজন নমিনির উল্লেখ করে ঘুরপথে উত্তরাধিকারীর সংখ্যা বাড়ানোর সুযোগ রাখা হয়েছে, যা বর্তমান আইনের পরিপন্থী।' কল্যাণ বলেন, 'ব্যাংক সংযুক্তিকরণের ফলে ৪৩,৩৯২ জন কর্মী কাজ হারিয়েছেন।'

জবাবে অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন বলেন, 'ব্যাংক সংযুক্তিকরণের ফলে কোনও কর্মীর চাকরি হারানোর ঘটনা ঘটেনি।' পরে ধ্বনিভোটে বিলটি পাশ হয়।

তারাদের কথা

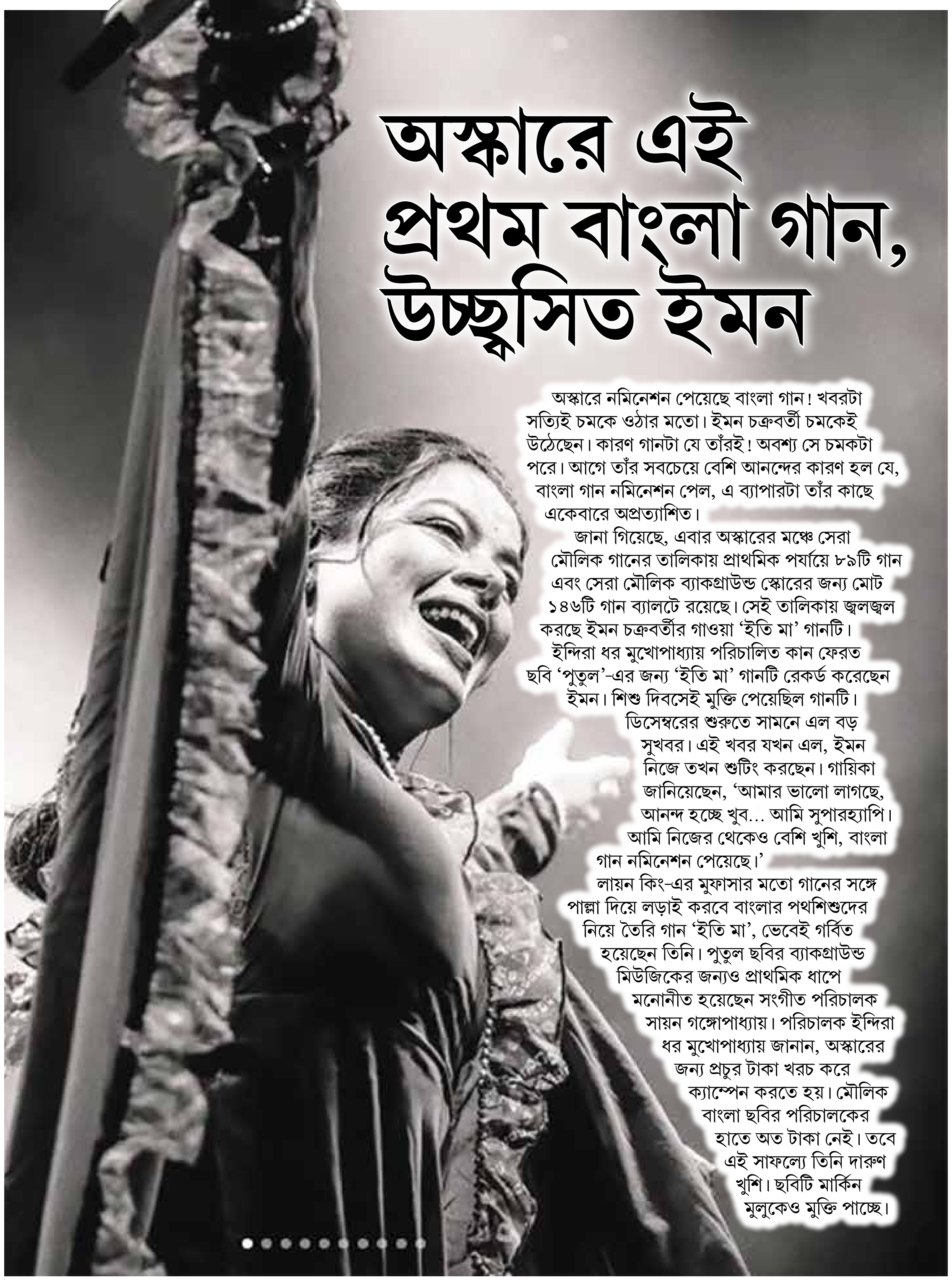

অস্কারে এই প্রথম বাংলা গান, উচ্ছ্বসিত ইমন

অস্কারে নমিনেশন পেয়েছে বাংলা গান! খবরটা সত্যিই চমকে ওঠার মতো। ইমন চক্রবর্তী চমকেই উঠেছেন। কারণ গানটা যে তাঁরই! অবশ্য সে চমকটা পরে। আগে তাঁর সবচেয়ে বেশি আনন্দের কারণ হল যে, বাংলা গান নমিনেশন পেল, এ ব্যাপারটা তাঁর কাছে একেবারে অপ্রত্যাশিত।

জানা গিয়েছে, এবার অস্কারের মঞ্চে সেরা মৌলিক গানের তালিকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ৮৯টি গান এবং সেরা মৌলিক ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোরের জন্য মোট ১৪৬টি গান ব্যালটে রয়েছে। সেই তালিকায় জ্বলজ্বল করছে ইমন চক্রবর্তীর গাওয়া 'ইতি মা' গানটি। ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় পরিচালিত কান ফেরত ছবি 'পুতুল'-এর জন্য 'ইতি মা' গানটি রেকর্ড করেছেন ইমন। শিশু দিবসেই মুক্তি পেয়েছিল গানটি।

ডিসেম্বরের শুরুতে সামনে এল বড় সুখবর। এই খবর যখন এল, ইমন নিজে তখন শুটিং করছেন। গায়িকা জানিয়েছেন, 'আমার ভালো লাগছে, আনন্দ হচ্ছে খুব... আমি সুপারহ্যাপি। আমি নিজের থেকেও বেশি খুশি, বাংলা গান নমিনেশন পেয়েছে।'

লায়ন কিং-এর মুফাসার মতো গানের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে লড়াই করবে বাংলার পথশিশুদের নিয়ে তৈরি গান 'ইতি মা', ভেবেই গর্বিত হয়েছেন তিনি। পুতুল ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকের জন্যও প্রাথমিক ধাপে মনোনীত হয়েছেন সংগীত পরিচালক সায়ন গঙ্গোপাধ্যায়। পরিচালক ইন্দিরা ধর মুখোপাধ্যায় জানান, অস্কারের জন্য প্রচুর টাকা খরচ করে ক্যাম্পেন করতে হয়। মৌলিক বাংলা ছবির পরিচালকের হাতে অত টাকা নেই। তবে এই সাফল্যে তিনি দারুণ খুশি। ছবিটি মার্কিন মুলুকেও মুক্তি পাচ্ছে।

খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার নার্গিস ফকরির দিদি

নার্গিস ফকরি এবার কী করবেন? বলিউডে সময়টা সবে-সবে ফিরতে শুরু করেছে তাঁর। বেশ কিছুদিন কেরিয়ার ছেড়ে পরিবারকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু ফিরতে না ফিরতেই এ কী ঝঞ্ঝাট! 'রকস্টার' খ্যাত অভিনেত্রী নার্গিস ফকরির বোন আলিয়া ফকরিকে নিউইয়র্কের কুইন্সে তাঁর প্রাক্তন প্রেমিক ও বন্ধুকে হত্যার তদন্তে গ্রেফতার করা হয়েছে। ৪৩ বছর বয়সী আলিয়ার উপরে অভিযোগ, একটি দোতলা গ্যারেজে আগুন লাগানোর। যার ফলে এডওয়ার্ড জেকবস ও আনাস্তাসিয়া এটিনি-র মৃত্যু হয়।

অভিযোগ, আলিয়া ফকরি ২ নভেম্বর ভোরে গ্যারেজে এসেছিলেন এবং জেকবস এই গ্যারেজের উপরের তলাতেই থাকতেন। 'তোমরা সবাই আজ মারা যাবে' বলে চিৎকার করেন নার্গিসের দিদি। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মেলিন্ডা কাটজ বলেন, একজন প্রত্যক্ষদর্শী তাঁর কণ্ঠ শুনে বেরিয়ে এসে দেখেন যে বাড়িটিতে আগুন লেগেছে।

ঘটনার সময় জেকবস ঘুমিয়ে ছিলেন। সতর্ক করা হলে এটিনি নীচে নেমে আসেন, কিন্তু জেকবকে বাঁচাতে ফের ফিরে আসেন। তাঁরা

কেউই নিরাপদে জ্বলন্ত ভবন থেকে বের হতে পারেননি। জেকব এবং ইটিনি ধোঁয়ায় শ্বাস নিতে না পারা এবং অতিরিক্ত তাপের কারণে মারা যান। নিউ ইয়র্কের এক অফিসিয়াল প্রেস বিবৃতিতে এমনটাই জানানো হয়েছে। আলিয়া ফকরির বিরুদ্ধে ফার্স্ট ডিগ্রি ও সেকেন্ড ডিগ্রিতে খুনের অভিযোগ আনা হয়েছে। সঙ্গে আগুন লাগানোর অভিযোগও রয়েছে তাঁর উপরে। দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁকে সর্বোচ্চ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ভোগ করতে হবে বলে জানানো হয়েছে। আদালত তাঁর রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন এবং তার পরবর্তী হাজিরা ৯ ডিসেম্বর ধার্য করা হয়েছে। নিউ ইয়র্ক মিডিয়ার একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, আলিয়ার সঙ্গে তাঁর প্রেমিক জেকবের বিচ্ছেদ হয় বছরখনেক আগে। তবে এটি তিনি মন থেকে মেনে নিতে পারেননি। বারংবার জেকবের বাড়ির সামনে গিয়ে অশান্তি করতেন। এমনকী, এর আগেও পুড়িয়ে মারার হুমকি দিয়েছিলেন বলে জানা গেছে।

এদিকে নার্গিসের মা বিশ্বাসই করতে পারছেন না, তাঁর বড় মেয়ে আলিয়া এরকম কিছু করতে পারেন। তাঁর দাবি, আলিয়া এমনিতে খুব শান্ত এবং সকলের যত্ন নেয়। তবে তিনি জানান, দাঁতের কিছু চিকিৎসার পর, তাঁর মেয়ে সম্প্রতিই একটি বিশেষ ড্রাগসে আসক্ত হয়ে পড়েছেন। যার পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াতে তিনি এরকম কিছু ঘটিয়ে থাকতে পারেন বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন নার্গিসের মা। তবে নার্গিস নিজে একটি কথাও বলেননি।

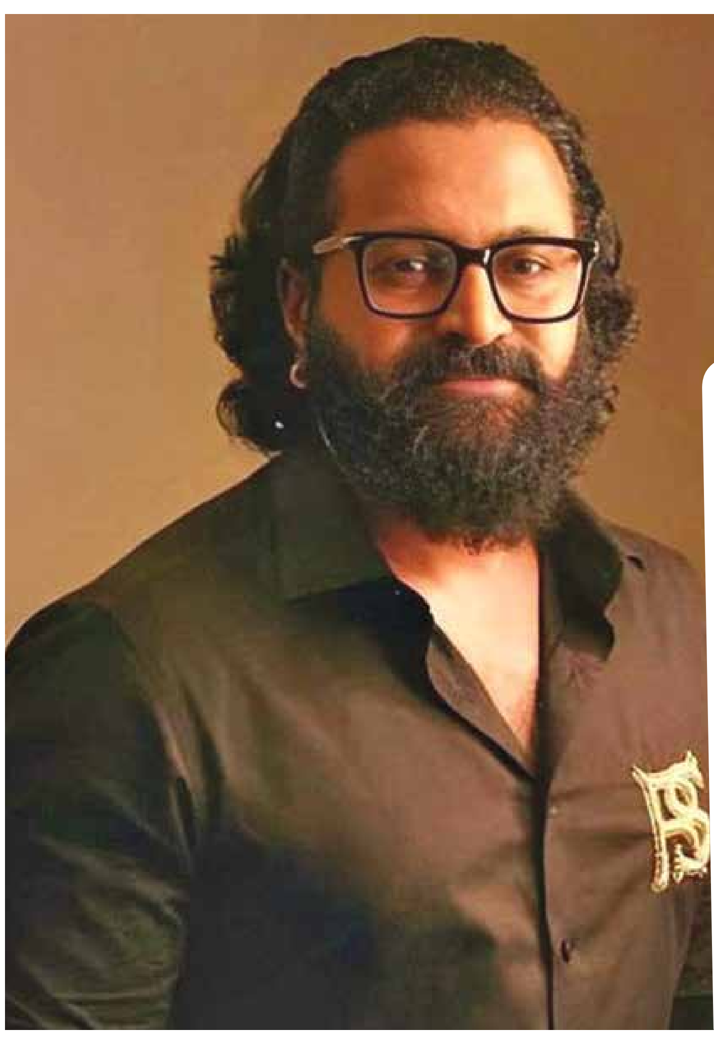

শিবাজির চরিত্রে ঋষভ শেঠি

কানতারা অভিনেতা জাতীয় পুরস্কার জয়ী ঋষভ শেঠি মরাঠা বীর ছত্রপতি শিবাজি চরিত্রে অভিনয় করবেন। ছবির নাম প্রাইড অফ ভারত: ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ। মেরি কম, বীর সাভারকর, বাজিরাও মস্তানি-র প্রযোজক সন্দীপ সিং ঋষভের সঙ্গে চুক্তি করে ফেলেছেন, সোমবার সেই খবর জানা গেল। চমকদার ভিএফএক্স, ভিস্যুয়ালস ও মিউজিকের সঙ্গে বিশ্বের নামি টেকনিশিয়ানদের নিয়ে শিবাজির জীবনের গাথা পর্দায় উঠে আসছে এবং নির্মাতারা দাবি করেছেন খুব বড় ক্যানভাসে এই ছবি হবে, এর আগে এমন অভিজ্ঞতা দর্শকদের হয়নি। নিজের চরিত্র নিয়ে ঋষভ বলেছেন, 'সন্দীপ যেভাবে এই ছবির বর্ণনা করেছেন, তা অসাধারণ। শুনেই হ্যাঁ বলেছি। আর শিবাজি মহারাজ জাতীয় নায়ক। ইতিহাসে তাঁর গভীর প্রভাব আছে। তাঁকে, তাঁর জীবনকে পর্দায় নিয়ে আসা আমার কাছে পরম গৌরবের।'

সন্দীপ বলেছন, 'ঋষভ, শিবাজির চরিত্রে আমার প্রথম ও একমাত্র পছন্দ। ঋষভই শিবাজির সাহস, শক্তি, বীরত্ব পর্দায় তুলে ধরার একমাত্র লোক। এই ছবি আমার স্বপ্ন। শিবাজির গাথা পর্দায় তুলে ধরতে পেরে নিজেকে সম্মানিত বোধ করছি।' ছবি ২০২৭ সালের ২১ জানুয়ারি বিশ্বের বাজারে মুক্তি পাবে।

রেড সি ফেস্টিভালে সম্মানিত হবেন আমির

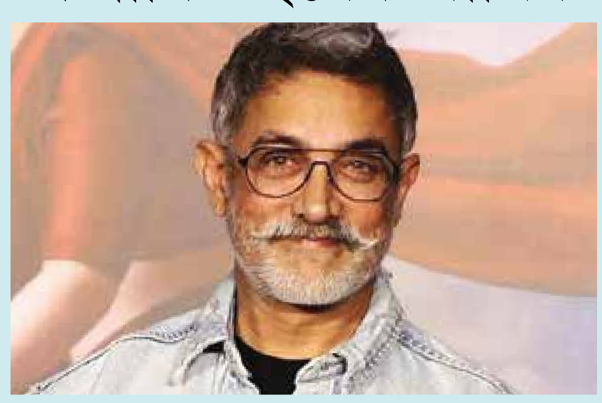

সৌদি আরবের জেড্ডায় ২০২৪ সালের রেড সি ফিল্ম ফেস্টিভালে আমির খান সম্মানিত হবেন। তাঁর সঙ্গে সম্মান দেওয়া হবে অস্কার মনোনীত অভিনেত্রী এমিলি ব্লান্টকে। ইজিপ্সিয়ান লিজেন্ড মোনা জাকি-ও সম্মানিত হবেন। উৎসবের প্রথম সন্ধেতেই এই সম্মান দেওয়ার কাজ হবে। এরপর দুই অভিনেতা ইন কনভার্সেসন উইথ-এ যোগ দেবেন, তাঁদের কেরিয়ার ও সৃজনশীলতা নিয়ে কথা বলতে। উৎসবে বক্তব্য রাখবেন হলিউডের ইভা লনগোরিয়া, অ্যান্ড্রিউ গারফিলড, রণবীর কাপুর। এ প্রসঙ্গে আমির বলেছেন, 'আমাকে এই স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আয়োজকদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। সিনেমা আমার ভালোবাসা। বিশ্বের এমন চিত্র-ব্যক্তিত্বদের মধ্যে জায়গা পাওয়া সত্যই সম্মানের।' এমিলি ব্লান্ট ক্রিস্টোফার নোলান-এর ওপেনহাইমার-এর জন্য সেরা সহ অভিনেত্রী বিভাগে অস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছিলেন। এই ফেস্টিভাল নতুন প্রতিভা ও নারীশক্তিকে তুলে ধরছে বলে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন। এই উৎসব চলতি বছর চারে পা দিল।

পুষ্পা ৩ নিশ্চিত

পুষ্পা ২ মুক্তি পাচ্ছে ৫ ডিসেম্বর। এর মধ্যেই পুষ্পা ৩-এর কথা জানা গেল। অস্কার জয়ী সাউন্ড ডিজাইনার রেসুল পুকুট্টি তাঁর এক্স হ্যান্ডলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পোস্ট করছেন। সেখানে পুষ্পা ৩: দ্য রামপেজ-এর সাউন্ড মিক্সিংয়ের কাজ শেষ করেছেন, সেই তথ্য দিয়েছেন। ছবির নায়ক আল্লু অর্জুনই থাকবেন এবং এটি যে বড়পর্দায় বড় ক্যানভাসে আসছে তাও জানিয়েছেন তিনি। তবে এরপরই তিনি পোস্ট ডিলিট করে দিয়েছেন। এর থেকে এটি অবশ্য স্পষ্ট, পুষ্পা ৩ হচ্ছে। অমুমান করা হচ্ছে, ছবিতে খলনায়ক হতে পারেন বিজয় দেবারাকোন্ডা।

একনজরে সেরা ৫

প্রচারে লস্ট লেডিজ

কিরণ রাও-এর লাপতা লেডিজ অস্কারে ভারতের অফিশিয়াল এন্ট্রি। আমেরিকায় তার নতুন নাম লস্ট লেডিজ। অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের প্রচার ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে। ৫ ডিসেম্বর ছবির বিশেষ প্রদর্শন হবে। সঞ্চালক হলিউডের পরিচালক আনফানসো কুয়ারন। গত মাসে শেফ বিকাশ খান্নার রেস্তোরাঁয় আমির ছবির অস্কার- প্রচার আরম্ভ করেছিলেন।

পুরস্কৃত ভারতীয় ছবি

পায়েল কাপাডিয়ার হিন্দি-মালায়ালাম ছবি অল উই ইম্যাজিন অ্যাজ লাইট ২০২৪ সালের গোথাম অ্যাওয়ার্ডসে সেরা আন্তর্জাতিক ছবির পুরস্কার পেল নিউ ইয়র্কের এক অনুষ্ঠানে। চলতি বছর কান ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে গ্রাঁ পি, এশিয়া প্যাসিফিক স্ক্রিন অ্যাওয়ার্ডে বিশেষ জুরি পুরস্কার পেয়েছে এই ছবি। ৩০ বছরে কান-এ এই প্রথম ভারতীয় ছবি পুরস্কার পেল।

অজয়ের দুটি সিনেমা

আগামী বছর ১ মে অজয় দেবগণের ছবি রেইড মুক্তি পাবে। এই দিনই অজয়ের আর একটি ছবি দে দে পেয়ার দে ২ মুক্তি পাওয়ার কথা ছিল। স্বাভাবিকভাবেই দ্বিতীয়টির মুক্তি পিছিয়ে যাচ্ছে। সেই তারিখ এখনও জানা যায়নি। রেইড-এর পরিচালক রাজ কুমার গুপ্তা, অজয় ছাড়া ছবিতে আছেন রীতেশ দেশমুখ, বাণী কাপুর প্রমুখ।

নাগা, শোভিতার বিয়ে

আগামী ৪ তারিখে নাগা চৈতন্য ও শোভিতা ধুলিপালার বিয়ে হবে আক্কিনেনি পরিবারের নিজস্ব অন্নপূর্ণা স্টুডিওতে। নাগা ঐতিহ্যবাহী পঞ্চা পরবেন। শোভিতা পরবেন সোনার সুতোয় বোনা কাঞ্জিভরম বা হাতেবোনা সাদা খাদি শাড়ি। ৮ ঘণ্টার এই বিয়েতে হাজির থাকবেন আল্লু অর্জুন সহ অন্য তারকারা।

আইনি পথে পরিচালকরা

দীর্ঘদিন ধরে টলিপাড়ায় ফেডারেশন ও পরিচালকদের মধ্যে চলা বিবাদের অবসান করতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যস্থতায় একটি কমিটি তৈরির সিদ্ধান্ত হয় পুজোর সময়ে। ৩০ নভেম্বরের মধ্যে অবস্থা পর্যালোচনা করে কমিটি রিপোর্ট দেবে, কথা ছিল। কিন্তু তা হয়নি। তাই পরিচালকরা আইনের দ্বারস্থ হচ্ছেন। মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁরা এই খবর জানিয়েছেন।

ফ্রেডি ২, ইঙ্গিত কার্তিকের

ভুল ভুলাইয়া ৩ বক্স অফিস কাঁপাচ্ছে। তার মধ্যে ফ্রেডি ২-এর ইঙ্গিত দিলেন কার্তিক আরিয়ান। ছবির বয়স ২ বছর। তাই এই সাইকোলজিক্যাল থ্রিলারের বিশেষ কিছু মুহূর্ত শেয়ার করেছেন কার্তিক নেটে, তার সঙ্গে ছবির সিক্যুয়েলের বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার জন্য কার্তিকের ফ্যানরা বেশ উল্লসিত।

ফ্রেডি-র কথায় তিনি বলেছেন, 'ফ্রেডি হয়ে ওঠা সহজ ছিল না। ১৪ কেজি ওজন বাড়ানো, চরিত্রের মনের মধ্যে ঢুকে পড়া। ফ্রেডি তেমনই ইলেকট্রিফাইং আমার কাছে, আমি ওকে এখনও ভালোবাসি।' তারপরই তিনি লিখেছেন, 'ফ্রেডি ছবিটা এখনও আবেগ আর পাগলামি ভরা অসাধারণ একটা সফর। ফ্রেডি তার গল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য বলে, তার জগৎ সম্পর্কে আরও জানা আজও বাকি।' সবশেষে ছবির জন্য যে ভালোবাসা পেয়েছেন, তার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে তিনি বলেছেন, 'ফ্রেডি-র সফর ভোলার নয়, হয়তো এর সেরাটা আসা এখনও বাকি।' ফ্রেডি-তে কার্তিক এক লাজুক ডাক্তার, সমাজে তাঁকে হেনস্থা করা হয়। এভাবেই তিনি পড়ে যাবেন এক ফাঁদে, এক ভিন্ন ভঙ্গীতে তাঁর ষড়যন্ত্রীদের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নেবেন তিনি।

অবসরের ঘোষণার মাঝেই নতুন ছবির ট্রেলার

বিক্রান্ত মাসে অভিনয় থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। অনেকেই বলছেন, এটা পাবলিসিটি স্টান্ট। আবার মঙ্গলবারই তাঁর নতুন ছবি জিরো সে রিস্টার্ট-এর ট্রেলার এল প্রকাশ্যে। এই ছবি তাঁর গত বছরের হিট ছবি ১২ ফেল-এর নেপথ্য কাহিনি নিয়েই তৈরি বলে জানা গিয়েছে। তবে ট্রেলারে জিরোর কোনও কথা নেই। ১২ ফেল-এর ক্যামেরার পিছনের দৃশ্য, এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য বিক্রান্তের প্রস্তুতি, বিধুর পরিচালনা, বিক্রান্ত যখন দিল্লিতে শুট করছেন, তার জন্য ফ্যানদের অপেক্ষা ইত্যাদির দৃশ্য আছে। আবার এর মধ্যে গতকালের অবসর-এর ঘোষণার ব্যাখ্যা করে বিক্রান্ত বলেছেন, তিনি অভিনয় থেকে বিরতি নিয়েছেন, অবসর নেননি! সর্বভারতীয় এক পোর্টালে তিনি বলেছেন, 'আমি বিরতি নিচ্ছি। একটা লম্বা ছুটি চাই। পরিবারকে মিস করছি। মানুষ আমার কথার ভুল অর্থ করছে। ...অভিনয়টাই আমি পারি। এখান থেকেই সব পেয়েছি। তবে অনেকদিন কাজ করছি, শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্ত। তাই কিছুদিনের বিশ্রাম নিয়ে আমার ভিতরের শিল্পীকে আরও ধারাল করতে চাই। তার জন্যই এই বিরতি। সঠিক সময়ে আবার ফিরব।'

এই অবসর-বিতর্কের মধ্যেই সোমবার পার্লামেন্টের বালাযোগী অডিটোরিয়ামে তাঁর দ্য সবরমতী রিপোর্ট ছবিটি প্রদর্শিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রীী নরেন্দ্র মোদী এবং অন্য সাংসদরা। ছবি নিয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বললেও তিনি অবসর নিয়ে কোনও কথা বলেননি।

ছোট তারা ★

গঙ্গারামপুরের চিত্তরঞ্জনপল্লির প্রথম শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়ংশী বসাক। বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি অনুষ্ঠান মঞ্চে নেচে দর্শকদের মুগ্ধ করেছে। জিতেছে একাধিক পুরস্কার।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

■ **মালদা মেডিকেল কলেজ**

এ পজিটিভ	- ৭
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ১৫
বি নেগেটিভ	- ৪
এবি পজিটিভ	- ৯
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ২০
ও নেগেটিভ	- ১

(এই সংখ্যা লোহিত রক্ত কণিকার)

■ **রায়গঞ্জ মেডিকেল**

এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ০
ও পজিটিভ	- ০
ও নেগেটিভ	- ০

■ **বালুরঘাট হাসপাতাল**

এ পজিটিভ	- ০
এ নেগেটিভ	- ০
বি পজিটিভ	- ০
বি নেগেটিভ	- ০
এবি পজিটিভ	- ০
এবি নেগেটিভ	- ১
ও পজিটিভ	- ৪
ও নেগেটিভ	- ১

মালদা, পুরাতন মালদা, রায়গঞ্জ, বালুরঘাট, বুনিয়াদপুর, গঙ্গারামপুর ও কালিয়াগঞ্জ শহরের সাহিত্য, সংস্কৃতি, খেলাধুলো ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের আগাম খবর আমাদের জানান ৯৬১৪৭৪২৫৯২ হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে।

বেহাল রাস্তা সংস্কার

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : অবশেষে বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের ভেতরের বেহাল রাস্তা সংস্কার হল। বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুলিশ মর্গের সামনের রাস্তা দীর্ঘদিন ধরেই বেহাল ছিল। সেই রাস্তাতে আপাতত চলাচলের জন্য ইট সোলিং করা হল। পূর্ত দপ্তরের পক্ষ থেকে প্রায় একশো কুড়ি মিটার এই রাস্তাটির সংস্কারের কাজ সোমবার শেষ হয়েছে। তবে রাস্তা সংস্কার হলেও পুরোপুরি সমস্যার সমাধান হয়নি। কারণ রাস্তাটি খুব সরু করা হয়েছে। যার ফলে বড় কোনও গাড়ি সেই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে গেলে রাস্তা ভেঙে যেতে পারে বলে আশঙ্কা স্থানীয়দের। হাসপাতাল সুপার কৃষ্ণেন্দুবিকাশ বাগ বলেন, 'সংস্কারের কাজ সম্পন্ন হয়েছে আজ। পাশেই সিসিইউ বিল্ডিং হচ্ছে।'

টোটোয় ধোঁয়া

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : চলন্ত টোটো থেকে ধোঁয়া বেরোনোর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল বালুরঘাটে। মঙ্গলবার দুপুরে বালুরঘাট বাসস্ট্যান্ড চত্বরে ঘটনাটি ঘটে। চলন্ত অবস্থায় ঘটনাটি ঘটায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে বাসস্ট্যান্ড চত্বরে। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় পুলিশকর্মীরা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়। পরে দেখা যায় টোটোর ব্যাটারি শর্টসার্কিট হয়েছে। সেখান থেকেই ধোঁয়া বেরোচ্ছে। এদিকে টোটোচালক বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেখিয়ে জল দিয়ে সেই ধোঁয়া নিভিয়ে ফেলেন। অল্পের জন্য বড়সড়ো দুর্ঘটনা ঘটেনি।

ঝুঁকির যাত্রা পড়ুয়াদের। মঙ্গলবার রায়গঞ্জে। - দিবাকর সাহা

কৃত্রিম পা পেয়ে আপ্লুত ষাটোর্ধ্ব সেরাজুদ্দিন

'এবার নাতনিকে মাঠে নিয়ে যেতে পারব'

অরিন্দম বাগ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : পাঁচ বছরের ছোট্ট নাতনিকে আর ফিরিয়ে দিতে হবে না। এবার নাতনিকে মাঠে নিয়ে যেতে পারব। বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবসে কৃত্রিম পা পেয়ে চোখ ছলছল করে উঠল ষাটোর্ধ্ব দাদুর। একইরকমভাবে সহায়কযন্ত্র পেয়ে খুশি বিশেষভাবে সক্ষম খুদেরাও।

মঙ্গলবার মালদা শহরের ২ নম্বর কলোনি এলাকায় উমা রায় জেলা প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন কেন্দ্রে বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস উদযাপন করা হয়। হায়দারপুর শেলটার অফ মালদার তরফে দিনটিকে উদযাপন করতে বিশেষভাবে সক্ষমদের সংবর্ধনা, কৃত্রিম অঙ্গ ও সহায়কযন্ত্র বিতরণ এবং খুদেদের রং ভরো উৎসবের আয়োজন করা হয়। এদিনের অনুষ্ঠান থেকে অতিরিক্ত জেলা শাসক কৃত্রিম অঙ্গ ও সহায়কযন্ত্র বিলি করেন। এদিন কৃত্রিম পা পেয়ে আবেগতাড়িত হয়ে পড়লেন রতুয়া-২ ব্লকের মহারাজনগরের বাসিন্দা সেরাজুদ্দিন। তিনি বলেন, '২০১৫ সালের ২৩ জানুয়ারি এই তারিখটা কখনও ভুলব না। ভুটভুটিতে করে যাচ্ছিলাম। একটি লরি এসে ভুটভুটিতে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় পা এতখানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল, চিকিৎসকরা পা কাটতে বাধ্য হয়েছিলেন। বাড়িতে পাঁচ বছরের নাতনি রয়েছে। ও মাঝেমধ্যেই মাঠে নিয়ে যাওয়ার বায়না ধরত। তা না পেরে আমি বিছানায় বসেই ওর মন রাখার চেষ্টা করতাম। এখন আর নাতনি কষ্ট পাবে না। এখন থেকে ওকে নিয়ে মাঠে যেতে পারব।'

বছরখানেক আগে নিজে কৃত্রিম পা কিনে ব্যবহারের চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু তা পায়ে ঠিকমতো বসছিল না। আজ এখান থেকে কৃত্রিম পা দেওয়া হয়েছে। এটা ব্যবহার করে হাঁটতে পারছি।

সেরাজুদ্দিন, মহারাজনগরের বাসিন্দা

এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক পীযূষ সালুঙ্খে, অনিন্দ্য সরকার, ডিপিও স্মৃতা সুব্বা প্রমুখ। সংস্থার তরফে মন্ময় মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আজ আমরা প্রায় ৫০ জনকে কৃত্রিম অঙ্গ সহায়কযন্ত্র বিলি করেছি। অন্যভাবে, বিশেষভাবে সক্ষমদের আমরা সংবর্ধনা দিয়েছি। ২৫ জন বাচ্চাকে নিয়ে আমরা 'রং ভরো' উৎসবেরও আয়োজন করেছি।' (বিশেষভাবে সক্ষমকে কৃত্রিম পা লাগিয়ে দিচ্ছেন ডিপিও।)

ব্রহ্মাপুজো। মঙ্গলবার মালদার নেতাজি কমার্সিয়াল মার্কেট চত্বরে।- স্বরূপ সাহা

স্কুল দেখতে শিক্ষা সংসদের সভাপতি

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : চলতি শিক্ষাবর্ষের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আয়োজনের খুঁটিনাটি জানাতে বালুরঘাটে এলেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি ডঃ চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার বালুরঘাট হাইস্কুলের অডিটোরিয়ামে জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) নিতাইচন্দ্র দাস, সমগ্র শিক্ষা মিশনের জেলা আধিকারিক বিমলকৃষ্ণ গায়েন সহ একাধিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন তিনি।

এদিনের প্রস্তুতি সভায় মূলত ২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। প্রোজেক্টরের মাধ্যমে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা নেওয়ার ক্ষেত্রে বিভিন্ন নির্দেশিকা জানানো হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট হাইস্কুলের শিক্ষক বিপুলকান্তি ঘোষ, জেলার একাধিক স্কুলের ভেনু সুপারভাইজার, সেন্টার ইনচার্জ, সেন্টার সেক্রেটারি সহ একাধিক পদাধিকারী। সকলের উদ্দেশ্যে পরীক্ষা চলাকালীন কী কী সমস্যা হতে পারে ও তাঁর সমাধানের উপায় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি, সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালনার জন্য একাধিক তথ্য তুলে ধরা হয় এদিন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার যুগ্ম আহ্বায়ক ফুলবাড়ি হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক রেজাউল করিম জানান, 'এবছর জেলায় উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য ৪৫ টি ভেনু নির্ধারিত হয়েছে। যেখানে দশটি মূল ভেনু থাকবে। পরীক্ষার আবেদনপত্র পূরণের প্রক্রিয়া এখনও হয়নি। তাই এই মুহূর্তে পরীক্ষার্থীর সংখ্যা জানানো সম্ভব নয়। এদিন উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি সকলের উদ্দেশ্যে তথ্যমূলক বক্তব্য রেখেছেন।'

কলকাতায় ফান্ড নিয়ে সরব কৃষ্ণেন্দু

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : বন্ধ হয়ে রয়েছে বিএডিপি ফান্ড। বিভিন্ন কাজের রক্ষণাবেক্ষণের টাকা দেওয়া হচ্ছে না। ড্রেনেজ সিস্টেমের জন্যও বরাদ্দ বন্ধ। এবার ১৬ ফিনান্সের বৈঠকে বরাদ্দ নিয়ে সরব হলেন ইংরেজবাজারের পুর পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। মঙ্গলবার কলকাতার তাজ বেঙ্গল হোটেলে আর্থিক বরাদ্দ নিয়ে ১৬ ফিনান্সের কর্মকর্তারা বৈঠকে বসেন। শহর ও গ্রামীণ এলাকায় আর্থিক বিন্যাস নিয়ে আলোচনা হয় এদিন।

বৈঠকে কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব ছাড়াও রাজ্যের ৩ পুরসভার চেয়ারম্যান ছিলেন। কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী জানান, 'আজ পুরসভা কী ধরনের আর্থিক সংকটে ধুকছে, তা তুলে ধরেছি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুরসভাগুলি নিজস্ব ফান্ডের উপর চলছে। আগে বর্ডার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড থেকেও ইংরেজবাজার পুরসভাকে টাকা দেওয়া হত। এখন যা পুরোপুরি বন্ধ। নিকাশিনালা তৈরির যেমন আর টাকা দেওয়া হয় না, তেমনই রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণের টাকাও মেলে না। এই সমস্ত খাতে আর্থিক বরাদ্দের দাবি জানিয়েছি।'

নিয়মিত কর দিলেও পরিষেবা থেকে বঞ্চিত

পুর এলাকায় বালাই নেই পাকা রাস্তা, স্ট্রিট লাইটের

চন্দ্রনারায়ণ সাহা

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : পুর এলাকা। অথচ আজও জোটেনি পাকা রাস্তা। এই ছবি রায়গঞ্জ পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সেবকপল্লিতে। স্থানীয়রা বলছেন, এব্যাপারে বারবার পুরসভার কোঅর্ডিনেটর, এমনকি খোদ চেয়ারপার্সনকে জানানো হয়েছে। কিন্তু লাভ হয়নি। মাটির রাস্তায় চলতে গিয়ে অন্ধকারে কত পুর নাগরিক যে হোঁচট খেয়েছেন, তার ইয়ত্তা নেই। স্থানীয়দের দাবি, পুরসভা কর নেওয়ার সময় কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নেয়। তাহলে তাঁরা রাস্তার মতো জরুরি পরিষেবা পাবেন না কেন?

রায়গঞ্জ শহরের শিলিগুড়ি মোড় সংলগ্ন এলাকায় বছর দশেক আগে জলাভূমি বুজিয়ে গড়ে ওঠে নতুন বসতি। এখানেই রয়েছে সেবকপল্লি। এলাকার বাসিন্দা কালীমোহন পাল বলছেন, 'এক বিব্রতকর পরিস্থিতিতে এখানে বসবাস করছি। পুরসভার বয়স ৭৫ বছর হতে চলল, অথচ আমরা একটা পাকা রাস্তা পাব না? এই রাস্তায় একটু আলোর বন্দোবস্ত দেখতে পাব না? এখানে আমরা তিনটি পরিবার বর্ষাকাল জলবন্দি হয়ে থাকি। মহিলারা ঘরের বাইরে বের হতে পারে না। পুরসভার কোঅর্ডিনেটরের কাছে আবেদন, দয়া করে উপযুক্ত তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিন।'

স্থানীয় গণেশ পাল, রানা সরকারও একই দাবি করেছেন। পুর কোঅর্ডিনেটর নয়ন দাসের সাফাই, 'জলাভূমি বুজিয়ে ওই এলাকাটি সদ্য গড়ে উঠেছে। সমস্ত কাজ এখনও শেষ হয়নি। বাসিন্দারা নিজেরা মাটি ফেলে রাস্তাটিকে চলাচলের যোগ্য করেছে। পুরসভা রাস্তাটিকে সিমেন্ট ঢালাই করবে। তার প্রস্তাব দেওয়া আছে।'

সেবকপল্লির রাস্তা।

সমস্যা যেখানে

- রাত হলে সাপখোপের সঙ্গে বহিরাগতদের আনাগোনা বাড়ে
- অন্ধকারে ক্রমেই নেশার কেন্দ্র হয়ে গিয়েছে এই সেবকপল্লির এই রাস্তা
- নেশাগ্রস্তরা ঘরের অন্দরের ভিডিও করতে গিয়ে ধরা পড়লেও উলটে ওরাই ভয় দেখায়

হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড নিয়ে আলোচনা

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের নির্দেশে ২০২৫ সাল থেকে হলিস্টিক প্রগেস রিপোর্ট কার্ড চালু করতে চলেছে জেলা শিক্ষা দপ্তর। মঙ্গলবার মালদা জেলা শিক্ষা দপ্তরের তরফে এই বিষয়ে জেলার শিক্ষকদের নিয়ে এক ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম হয়ে গেল মালদা কলেজের সানাউল্লাহ মঞ্চে। উপস্থিত ছিলেন গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার বিশ্বনাথ দাস, অতিরিক্ত জেলা শাসক (শিক্ষা), অধ্যাপক বিবেকানন্দ মণ্ডল, অধ্যাপক শক্তিপদ পাত্র, জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস প্রমুখ।

এবার থেকে অ্যাকাডেমিক রিপোর্ট কার্ড ছাড়াও প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়াদের দেওয়া হবে হলিস্টিক প্রগেস রিপোর্ট কার্ড। এই রিপোর্ট কার্ডে পড়ুয়ার মানসিক বিকাশ, দৈহিক বিকাশ সহ একাধিক বিষয়ে মার্কস দেওয়া হবে। প্রতি বছর এই কার্ডের সঙ্গে পরের বছরে পড়ুয়ার কোন কোন বিষয়ে উন্নতি করছে বা পিছিয়ে পড়ছে সেই বিষয়গুলি দেখা হবে।

ডিআই বাণীব্রত দাস জানান, 'স্কুলের প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়নে নম্বর দেওয়ার পাশাপাশি একজন পড়ুয়ার বৌদ্ধিক বিকাশ কতটা হচ্ছে, সেটাও যাচাই করতে হবে শিক্ষকদের। সেই মতামত তাঁদের লিখতে হবে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ডে। কোনও পড়ুয়া সহপাঠীর সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারছে কিনা, সে কতটা মানসিক চাপ নিতে পারে, তার সাংগঠনিক মত প্রকাশ এবং কথোপকথনের দক্ষতা সবই জানা যাবে হলিস্টিক রিপোর্ট কার্ড থেকে।'

কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ বাড়ানোর উদ্যোগ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : স্কুল পড়ুয়াদের কারিগরি শিক্ষায় আগ্রহ বাড়াতে নেওয়া হচ্ছে বিশেষ কর্মসূচি। রাজ্য কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দপ্তর এবং রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে কৌতূহলী করে তোলা এবং জেলার আইটিআই, পলিটেকনিক স্কুল কলেজগুলিতে কীভাবে ভর্তি হওয়া যায়, সেখানকার শংসাপত্র চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে কতটা প্রযোজ্য সেবিষয়ে ওয়াকিবহাল করানোর কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার থেকে মালদা জেলায় শুরু হচ্ছে এই কর্মসূচি। চলবে একমাস ধরে। সোমবার রাতে সাংবাদিক বৈঠক করে সরকারি এই নতুন কর্মসূচির কথা জানান মালদা পলিটেকনিকের প্রিন্সিপাল স্নেহাশিস গুহ ও জেলা অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক বাণীব্রত দাস।

স্নেহাশিস দাস সংবাদমাধ্যমকে জানান, 'কারিগরি শিক্ষা সম্পর্কে স্কুল অবস্থা থেকেই পড়ুয়াদের ওয়াকিবহাল করানোই সরকারের লক্ষ্য। অনেকেই জানেন না আইটিআই করার জন্য পড়ুয়াদের কী ধরনের যোগ্যতার প্রয়োজন, এধরনের কলেজ বা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এই জেলায় কোথায় আছে? চাকরিক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষার শংসাপত্র কতটা কাজে আসে। সরকারি নির্দেশে জেলা শিক্ষা দপ্তরের সহযোগিতায় এই জেলার প্রতিটি স্কুলে আমাদের এক প্রতিনিধিদল ভিজিট করবেন। নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণির পড়ুয়াদের কথা বলবেন তাঁরা।'

তরুণের ঝুলন্ত দেহ

গঙ্গারামপুর, ৩ ডিসেম্বর : শোয়ার ঘর থেকে এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে শহরের কায়স্থপাড়া এলাকায়। মৃতের নাম পার্থ হাজরা (৩৩)।

পরিবারের দাবি, বেশ কিছুদিন ধরে মানসিক অবসাদে ভুগছিল কায়স্থপাড়ার তরুণ পার্থ হাজরা। সোমবার সন্ধ্যায় তার মা বাজার করতে গিয়েছিলেন। সে সময় বাড়িতে একাই ছিল পার্থ। বাড়িতে কেউ না থাকায় নিজের ঘরে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন। বাজার থেকে ফিরে ছেলের ঝুলন্ত দেহ দেখতে পান মা। মায়ের চিৎকারে আশপাশের লোকজন ছুটে আসেন। তড়িঘড়ি তাঁকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় গঙ্গারামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে। সেখানে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে জানিয়ে দেয়। এদিন গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য বালুরঘাট সদর হাসপাতালে পাঠায়।

দুর্ঘটনায় আহত ২

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : দুই বাইকের মুখোমুখি সংঘর্ষে আহত হলেন দুজন। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দুটি বাইক। সোমবার রাতে চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি ঘটেছে বালুরঘাট পুলিশ সুপার অফিস সংলগ্ন এলাকায়। পথ দুর্ঘটনার বিষয় নজরে আসতে স্থানীয় সিভিক ভলান্টিয়াররা এগিয়ে আসেন। দুজনকেই উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। কীভাবে পথ দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখছে বালুরঘাট থানার পুলিশ।

পরীক্ষার হলে

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : জেলায় সমস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় টার্মের মূল পরীক্ষা চলছে। এখনও কোনও স্কুলে অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই। তবু স্কুলগুলোতে সুষ্ঠুভাবে পরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে কি না, তা খতিয়ে দেখতে উদ্যোগ নিল জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান সন্তোষ হাঁসদা। মঙ্গলবার তিনি বালুরঘাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পরীক্ষা চলাকালীন পরিদর্শনে যান। পরিদর্শনের পরে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন তিনি।

সকাল দশটা বাজলেই টোটোর দখলে মালদার রাস্তা

উইমেন্স কলেজ রোডে নজরদারির ব্যবস্থা নেই

সৌরভ ঘোষ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : ঘড়ির কাঁটায় তখন সকাল দশটা। উইমেন্স কলেজ রোড বরাবর সারি সারি টোটো, মোটরবাইক, সাইকেল। যানবাহনের ভিড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে স্কুল ও কলেজ পড়ুয়ারা। সঙ্গে রয়েছেন অভিভাবকরাও। সাড়ে দশটার পর পরিস্থিতি আরও খারাপ। পাঁচ মিনিটের রাস্তায় তখন হেঁটে যেতে ১৫ মিনিট লেগে যাচ্ছে। যানজটে এই ভোগান্তি শুধু মঙ্গলবার নয়, সারাবছরই মালদা শহরের উইমেন্স কলেজ রোডের পরিস্থিতি এমনই। তবু নেই কোনও সিভিক ভলান্টিয়ার। এনিয়ে ক্ষোভ বাড়ছে পড়ুয়া, অভিভাবক ও নিত্যযাত্রীদেরও।

স্থানীয় ব্যবসায়ী বিভাস সরকার জানালেন, 'এই রাস্তা খুবই ছোট, প্রায়ই যানবাহন আটকে থাকে। স্কুল-কলেজের ভিড় তো থাকে, তার উপর রাস্তা বন্ধ থাকলে সমস্যা বাড়ে।'

সমস্যায় মালদা উইমেন্স কলেজের ছাত্রীরাও। কলেজ ছাত্রী আয়েশা পারভিনের কথায়, 'যানজটের কারণে ক্লাসে পৌঁছাতে দেরি হয়, বিশেষ করে পরীক্ষার দিনগুলোতে আমাদের হেঁটে আসতে হয় কখনও কখনও। আমরা খুবই সমস্যায় পড়েছি।' একই অভিমত অভিভাবক কমল রায়ের। তিনি জানালেন, 'আমার মেয়ে মালদা গার্লস স্কুলে পড়ে। ওই রাস্তায় সকালবেলা যানজট লেগেই থাকে। একেই ছোট রাস্তা, তার মধ্যে ডাবল টোটো চলাচল করায় রাস্তা সংকীর্ণ হয়ে পড়ছে। তাই মেয়েকে স্কুলে পৌঁছাতে অতিরিক্ত সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হয়। প্রশাসনের বিষয়টি দেখা উচিত।'

মালদা শহরের উইমেন্স কলেজ রোডে একটি মহিলা কলেজ ও গার্লস হাইস্কুল রয়েছে। সংকীর্ণ রাস্তার উপরই একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থাকায় সকাল দশটা থেকে ১২টা পর্যন্ত ভিড় বেশি হয়। সংকীর্ণ রাস্তার কারণে দুদিক দিয়ে টোটো, বাইক চলাচল করলে হেঁটে যাতায়াত করা যায় না। রয়েছে কিছু দোকানপাটও। তার সামনে অনেক সময় বাইক ও সাইকেলও রাখা থাকে। ফলে স্কুল, কলেজ ও অফিস টাইমে যানজট ভয়াবহ আকার নেয়। এই ব্যস্ততম রাস্তায় দীর্ঘ যানজটের সমস্যা প্রায় নিত্যদিনের, কিন্তু প্রশাসন উদাসীন। স্থানীয়দের দাবি, যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক পুলিশ ও সিভিক মোতায়েন প্রয়োজন। পাশাপাশি একটি বিশেষ সময় পর্যন্ত ওই রাস্তা দিয়ে টোটো চলাচলেও নিষেধাজ্ঞা করা জরুরি।

কলেজ রোড অত্যন্ত জনবহুল। মেয়েদের একাধিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে। ওখানে যানজট প্রায়ই থাকে, যেহেতু ছোট রাস্তা, তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একদিক দিয়ে যান চলাচলের ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য চেষ্টা করব। প্রশাসনের তরফে আপাতত দুজন সিভিক ভলান্টিয়ার রাখা হবে।

সুমলা আগরওয়াল
ভাইস চেয়ারপার্সন, ইংরেজবাজার পুরসভা

আজ জোড়া বিক্ষোভ সমাবেশে যানজটের শঙ্কা

জসিমুদ্দিন আহম্মদ

মালদা, ৩ ডিসেম্বর : এক দিকে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়,কনীনিকা ঘোষেদের বিক্ষোভ সমাবেশ ও এসপি ঘেরাও কর্মসূচি, অন্যদিকে হিন্দু চেতনা মঞ্চের ডাকে সাধুসন্তদের বিক্ষোভ। জোড়া আন্দোলন কর্মসূচির জেরে মঙ্গলবার অচল হতে পারে মালদা শহর।

কর্মসূচি অনুযায়ী, মীনাক্ষীর সমাবেশ রথবাড়িতে। যা নিয়ে তৎপর সিপিএমের বাম সংগঠন। অন্যদিকে ফোয়ারা মোড়ে হিন্দু সাধুসন্তদের বিক্ষোভ সমাবেশ। দুটি ক্ষেত্রেই যে ভিড় উপচে পড়বে তা আর বলার অপেক্ষা থাকে না। প্রভাব পড়বে শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থায়। ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বড় চ্যালেঞ্জ জেলা ট্রাফিক পুলিশের কাছে। যদিও জোড়া আন্দোলন নিয়ে ইতিমধ্যেই প্রস্তুত পুলিশ। এমনটাই দাবি, ট্রাফিক ওসির।

জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক অম্বর মিত্র জানান, আরজি কর সহ জেলা ও রাজ্যজুড়ে ঘটে চলা নারী নির্যাতনের সঠিক বিচার এবং দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি, হাসপাতালে ডাক্তার, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী ও রোগীদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবি তোলা হবে ওই সমাবেশ থেকে।' বাম যুব সংগঠনের নেতাদের দাবি, স্কুল, কলেজে দুর্নীতি বন্ধ এবং অবিলম্বে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করার দাবিও তোলা হবে। নেশামুক্ত সমাজ গড়ে তোলার দাবি উঠবে সমাবেশ থেকে।

অম্বর মিত্র জানান, 'সকাল ১১টা থেকে জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ছাত্র-যুব ও মহিলা সংগঠনের নেতা-কর্মীরা মালদা শহর ছাড়াও গ্রামগঞ্জ থেকে মালদায় আসতে শুরু করবেন। দুপুর ১টা নাগাদ রথবাড়ি থেকে মিছিল সংঘটিত হয়ে ফোয়ারা মোড়, বিমলদাস মোড়, গৌড় রোড হয়ে এসপি অফিসের দিকে যাবে।

অন্যদিকে জেলা বিজেপি নেতা অম্লান ভাদুড়ি জানান, 'মঙ্গলবার হিন্দু চেতনা মঞ্চের উদ্যোগে সাধুসন্তদের নিয়ে এক বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। মূলত বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচার এবং ইসকনের সাধু চিন্ময় কৃষ্ণদাসের উপর উৎপীড়নের প্রতিবাদে রাজ্যজুড়েই আন্দোলন করছে হিন্দু চেতনা মঞ্চ। মঙ্গলবার দুপুরে ফোয়ারা মোড়ে এই বিক্ষোভ কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।'

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স রেফারেন্স স্লিপ নং 4579466323 এবং অফিসিয়াল রেকর্ড-এ আমার নাম ও আমার বাবার নাম ভুল থাকায় গত 2/12/2024-এ প্রথম শ্রেণি J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে আমার নাম Md Kowsar Ali থেকে Md Kowser Ali এবং বাবার নাম Md Nazrul Ali থেকে Md Nujrul Islam করা হল। যা উভয় যথাক্রমে এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112569)

আমি Bablu Mandal আমার মেয়ের জন্ম প্রমাণপত্রে যার Reg No- B/2022/309785 Dt-17/08/2022 আমার মেয়ের নাম ভুল থাকায় গত 02/12/2024 এ E.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Bablu Mandal থেকে Adya Mandal করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

(M-112571)

ছাত্রীর মৃত্যুতে প্রশ্নের মুখে কর্তৃপক্ষ

নওদা, ৩ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার সকালে মুর্শিদাবাদের নওদা থানা এলাকায় একটি বেসরকারি স্কুল থেকে অষ্টম শ্রেণির এক ছাত্রীর দেহ উদ্ধারের ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়। মৃত ওই ছাত্রীর নাম সোহানা মণ্ডল (১৪)। তার বাড়ি নওদা থানার বাদশানগর গ্রামে। স্থানীয় আমতলার ভয়েস মিশনারি আবাসিক স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী সোহানা।

মঙ্গলবার সকালে ওই আবাসিক স্কুলের শিক্ষকেরা সোহানাকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় আমতলা হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থার অবনতি হলে চিকিৎসকরা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করে দেন। পরে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় সোহানার। তবে মৃতের পরিবারের অভিযোগ অসুস্থ হওয়া থেকে শুরু করে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা পর্যন্ত গোটা ঘটনা স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফে পরিবারকে কিছুই জানানো হয়নি। পরে মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মর্গে সোহানার দেহ রয়েছে বলে তাঁরা জানতে পারেন।

মৃতার পরিবারের অভিযোগ, স্কুল কর্তৃপক্ষ নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে তড়িঘড়ি দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। ময়নাতদন্ত শেষ হলে তাঁরা পুলিশের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন সোহানার পরিবারের সদস্যরা।

> **কাঠগড়ায় স্কুল**
>
> **সোমবার রাতে স্কুলের মধ্যেই ‘মৃত্যু’ হয়েছিল তার। কিন্তু নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে মঙ্গলবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও ওই আবাসিক স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখনও ঘটনা প্রসঙ্গে কিছু জানানো হয়নি।**
>
> **মৃতার পরিবার**

অন্যদিকে গোটা ঘটনাপ্রসঙ্গে নওদা থানার এক আধিকারিক জানান, একটি অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা দায়ের করে দেহটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার বা আটক হয়নি।

সোহানার পরিবারের অভিযোগ, সোমবার রাতে স্কুলের মধ্যেই মৃত্যু হয়েছিল তার। কিন্তু নিজেদের গাফিলতি ঢাকতে মঙ্গলবার সকালে স্কুল কর্তৃপক্ষ ওই ছাত্রীকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। যদিও ওই আবাসিক স্কুল কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখনও ঘটনাপ্রসঙ্গে কিছুই জানানো হয়নি।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক শিক্ষকের বক্তব্য, এক সহপাঠীর সঙ্গে বচসা হয় সোহানার। সে আত্মহত্যার চেষ্টা করে বলে জানান তিনি। বলেন, ‘বিষয়টি জানতে পেরেই, তাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল, কিন্তু তাকে বাঁচানো যায়নি। যদিও স্কুল কর্তৃপক্ষের এই দাবি মানতে রাজি হয়নি মৃতা ছাত্রীর পরিবার।’ মনোজ খান নামে মৃতা ছাত্রীর আত্মীয় জানান, ‘সোমবার রাতেও পরিবারের লোকেদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কথা বলেছিল সোহানা। মঙ্গলবার সকালে আমাদের জানানো হয় সোহানা অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এর কিছুক্ষণের মধ্যে স্কুলের তরফে আমাদেরকে ফের ফোন করে জানানো হয় সোহানার মৃত্যুর খবর। নওদা থেকে আমরা মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজে গিয়েও মেয়ের দেহ হাসপাতালে দেখতে পাইনি।’

রোজনামচায় একটু টক-ঝাল-মিষ্টি...

স্কুল ফিরতি পথে ফুচকায় কামড়। মঙ্গলবার ইংরেজবাজারের একটি স্কুলের সামনে। - অরিন্দম বাগ

পড়াশোনার মান ভালো, লম্বা লাইনে অভিভাবকরা

দীপঙ্কর মিত্র

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : ক্লাসরুমের অভাবে ছাত্রছাত্রী ভর্তি নিতে পারছে না সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। এমনই দৃশ্য চোখে পড়ছে রায়গঞ্জ শহরের বীরনগর জিএসএফপি স্কুলে।

শহরের অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুল এখন পড়ুয়া সংকটে ভুগছে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ছাত্রছাত্রী পাওয়ার জন্য বাড়ি বাড়ি দরবার করতে হচ্ছে। কিন্তু বীরনগরের ওই স্কুলটি তৈরি করেছে ব্যতিক্রমী উদাহরণ। যেখানে শ্রেণিকক্ষে জায়গা হবে না বলে অভিভাবকদের ফিরিয়ে দিতে হচ্ছে। অবশ্য ক্লাসরুমের অপ্রতুলতাও একটি সমস্যা।

বীরনগর জিএসএফপি স্কুলে প্রাক প্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত ৪৫০ জন পড়ুয়া থাকলেও পঠনপাঠনের উপযুক্ত ক্লাসরুম রয়েছে মাত্র ২টি। আর একটি ব্যবহারের অযোগ্য। ফলে প্রতি বছর অনেক ছাত্রছাত্রীকে ভর্তি না নিয়ে ফিরিয়ে দেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। শহরের বীরনগর, কলেজপাড়া, দেবীনগর, উকিলপাড়া সহ একাধিক এলাকার অভিভাবক তাদের ছেলেমেয়েদের এখানে ভর্তি করেন।

শুধু তাই নয়, প্রথমে যেসব অভিভাবক তাদের সন্তানদের বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলেন, পরে সুযোগ হলে তাদের সেখান থেকে নিয়ে এসে এই স্কুলে ভর্তি করছেন। কারণ, বেসরকারি স্কুলগুলির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এই স্কুলে পঠনপাঠন সহ অন্য বিষয়গুলি নজর দেওয়া হয়। কিন্তু পর্যাপ্ত ক্লাসরুম না থাকায় খুব সমস্যা হচ্ছে। এমনটাই দাবি শিক্ষক-শিক্ষিকাদের।

অভিভাবক প্রদীপ মুখোপাধ্যায় জানান, ‘আমার মেয়েকে রায়গঞ্জের একটি বেসরকারি স্কুলে ভর্তি করেছিলাম, কিন্তু এক বছর পর এই স্কুলে নিয়ে চলে আসি। পড়াশোনা যথেষ্ট ভালো হয়। কিন্তু স্কুলে পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষ না থাকায় ওদের খুব সমস্যা হয়।’ অভিভাবিকা দীপালি দাস জানান, ‘এই স্কুলের পঠনপাঠন যথেষ্ট ভালো, কিন্তু পরিকাঠামো নেই। ফলে পড়াশোনা কিছুটা বিঘ্নিত হয়।’ প্রধান শিক্ষিকা শ্যামশ্রী ঘোষ জানান, ‘আমাদের পড়ুয়া আছে, শিক্ষক-শিক্ষিকা আছে। কিন্তু নেই ঘর। দুটি ক্লাসরুম উপযুক্ত হলেও আরেকটি রুমে আলো, বাতাস ঢোকে না। বৃষ্টি হলে জল ঢুকে যায়। কমপক্ষে আরও দুটি ক্লাসরুমের প্রয়োজন। জানি না কবে সমস্যা মিটবে। তবে নতুন রুম না পেলে ছাত্রছাত্রী নেওয়া যাবে না।’ জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক দুলাল সরকার বলেন, ‘বিদ্যালয়ের শ্রেণিকক্ষের বিষয়টি সমগ্র শিক্ষা অভিযান দেখে। তাই তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে।’

জাল নোট উদ্ধার, ধৃত ২

কালিয়াচক, ৩ ডিসেম্বর : ফের জাল নোট উদ্ধারে সাফল্য পেল কালিয়াচক থানার পুলিশ। বিপুল অঙ্কের জাল নোট সহ দুই কারবারিকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতদের মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়।

পুলিশ জানিয়েছে ধৃতদের নাম নুরুদ্দিন ইসলাম (৩৫) ও জেম মিয়াঁ (৩০)। বাড়ি কালিয়াচক থানার চরিঅনন্তপুরের ঘোষটোলা গ্রামে। মঙ্গলবার ভোরে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কালিয়াচক থানার পুলিশ হানা দেয় মোজমপুর সেতুর কাছে। ধৃতদের অন্তর্বাস থেকে উদ্ধার হয় ৪৯৮টি ৫০০ টাকার জাল নোট। মোট টাকার পরিমাণ ২ লক্ষ ৪৯ হাজার। টাকা ছাড়াও আটক করা হয় একটি মোটরবাইক। নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে মঙ্গলবার দুপুরে ধৃতদের আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশে হেপাজতের আবেদন জানানো হয়েছে।

জাল নোটগুলি কোথা থেকে আমদানি হচ্ছে? কোথায় পাচার করা হচ্ছে। এই চক্রের পেছনে আর কত পাচারকারী যুক্ত রয়েছে। সমস্ত দিক দিয়ে দেখছে কালিয়াচক থানার পুলিশ।

কালিয়াচকের এসডিপিও ফয়সাল রাজা বলেন, ‘ধৃতদের জেরা করে আমরা জানতে পেরেছি জাল নোটগুলি বাংলাদেশ থেকে ভারতে আমদানি করা হচ্ছে। তবে এই ৫০০ টাকার জাল নোটগুলি বাংলাদেশে তৈরি করা হচ্ছে নাকি এর পিছনে আরও অন্য দেশ যুক্ত রয়েছে, সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখার জন্য ধৃতদের দশদিনের পুলিশি হেপাজত চেয়ে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।’

বাংলাদেশে পড়তে গিয়ে চরম অস্বস্তিতে জয়দেব

ছেলেকে যেতে দিতে চান না পরিবার

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ৩ ডিসেম্বর : পড়াশোনা শেষ করতে ছেলে নাছোড়বান্দা। আর ফেরার প্রস্তুতি নিতেই, পুরো পরিবার বাধা দিতে শুরু করেছে। অজানা আতঙ্ক গ্রাস করেছে পুরো বিশ্বাস পরিবারকে। কেউ নাছোড় জয়দেবকে এখন বাংলাদেশে ফিরতে দিতে চান না। এনিয়ে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের পরিস্থিতির মতোই যেন বিশ্বাস পরিবারেও অবিশ্বাসের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে।

বাংলাদেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে একদিকে যেমন বসবাস করা সে দেশের সংখ্যালঘুরা চরম আতঙ্কিত। একই সঙ্গে ভারতে চিকিৎসা করাতে আসা ওই দেশের সংখ্যালঘু বা সংখ্যাগুরু সব সম্প্রদায়ের মানুষ ইতিমধ্যেই তাঁদের অশান্তির কথা তুলে ধরছেন। আবার এদেশের বাসিন্দা যারা বাংলাদেশে বিভিন্ন কারণে থাকেন তাঁদের পরিবারের লোকজনও চিন্তিত।

তেমনই একটি বালুরঘাটের বিশ্বাস পরিবার। বাংলাদেশের এই পরিস্থিতিতে বাড়ির লোকজনের চোখেমুখে আতঙ্ক। বালুরঘাটের ডাকবাংলাপাড়ার বিশ্বাস পরিবারের ছেলে জয়দেব বিশ্বাস ঢাকাতে এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ওয়ার্ল্ড ফোটো জার্নালিস্টের ছাত্র। পড়শি দেশের খারাপ পরিস্থিতি দেখে গত অক্টোবর মাসে ভারতে এসেছিলেন জয়দেব।

> **আমার কাজটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আমাকে আমার পড়াশোনা শেষ করতে বাংলাদেশে ফিরতেই হবে। আশা করছি আমি ওখানে ফিরতে পারব। চোখের সামনে বাংলাদেশকে বদলে যেতে দেখলাম। বর্তমানে অস্থায়ী সরকার থাকায় একটু ডামাডোল, অশান্তি চলছে। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ ছন্দে ফিরবে বলে আশা করছি।**
>
> **জয়দেব বিশ্বাস, পড়ুয়া**

জরুরি কাজের প্রয়োজনে তাঁকে বাংলাদেশে দ্রুত ফিরতে হবে।

বালুরঘাটের ডাকবাংলাপাড়ার বিশ্বাস পরিবারের যুবক জয়দেব দুবছরের আন্তর্জাতিক ফোটো জার্নালিজম পড়তে ঢাকার সাউথ এশিয়ান মিডিয়া ইনস্টিটিউট নামের একটি প্রতিষ্ঠান থেকে পড়াশোনা করছেন। ওই প্রতিষ্ঠানে জয়দেব ছাড়াও পশ্চিমবাংলার আরও একজন, কেরলের দুজন, কাশ্মীরের দুজন এবং মুম্বই ও দিল্লির একজন করে ছাত্রছাত্রী পড়াশোনা করেন। জয়দেব ঢাকার কলাবাগান এলাকায় বসবাস করেন। ওই এলাকাতেই বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বাড়ি।

গণ অভ্যুত্থানের আগে থেকেই সে জায়গা অশান্ত হয়ে পড়েছিল। তাই ৫ জুলাই গণ্ডগোল শুরুর সময়, পরিবারের চাপে বাংলাদেশ ছেড়ে বালুরঘাটে চলে আসতে হয়েছিল জয়দেবকে। এরপর পড়াশোনার জন্য গত অক্টোবর মাসে ফের বাংলাদেশে যায়। তবে পরিবারের চাপে ২০ নভেম্বর তাঁকে এপারে চলে আসতে হয়েছে। আপাতত বাংলাদেশের পরিস্থিতি অশান্ত। কিন্তু, এখন সে বাংলাদেশে ফিরতে চাইলেও তাঁর পরিবার বাধা দিতে শুরু করেছে।

জয়দেব নিজে বলেন, ‘আমার কাজটা অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। আমাকে আমার পড়াশোনা শেষ করতে বাংলাদেশে ফিরতেই হবে। আশা করছি আমি ওখানে ফিরতে পারব। চোখের সামনে বাংলাদেশকে বদলে যেতে দেখলাম। বর্তমানে অস্থায়ী সরকার থাকায় একটু ডামাডোল, অশান্তি চলছে। খুব শীঘ্রই বাংলাদেশ ছন্দে ফিরবে বলে আশা করছি।’

জয়দেবের পিসি রাখি বিশ্বাস জানান, ‘সংবাদমাধ্যমে বাংলাদেশের যা পরিস্থিতি দেখাচ্ছে, তাতে আমরা চরম আতঙ্কিত। ছেলেটাকে অনেক বোঝাচ্ছি। যাতে ও এখন বাংলাদেশে না যায়।’ বাবা রণেন্দ্রনাথ বিশ্বাসের বক্তব্য, ‘ভারতীয়দের উপরে এখন চরম অবিশ্বাস রয়েছে ওই দেশে। পরিস্থিতি ভালো মনে হচ্ছে না। ও খুব জেদ করছে, কিন্তু ছেলেকে কোনওভাবেই এখন যেতে দেব না।’

সপ্তাহ শেষে হাওয়া বদলের পূর্বাভাস

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৩ ডিসেম্বর : সাতসকালের ঠান্ডা উধাও হতে বেশি সময় লাগছে না। বরং বেলা কিছুটা বাড়তেই উষ্ণতার পরখ। ‘আর কবে জাঁকিয়ে শীত পড়বে’, ডিসেম্বরের শুরুতেও এমন প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে উত্তরবঙ্গের জেলায় জেলায়। হাওয়াবদলের পূর্বাভাস অবশেষে মিলছে। সপ্তাহের শেষে পার্বত্য এলাকায় বৃষ্টির যে সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে, তাতে পাহাড় তো বটে, সমতলেও বাড়তে চলেছে শীতের প্রকোপ। এমনকি সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিং পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আবহবিদদের দাবি, একটি শক্তিশালী পশ্চিমী ঝঞ্ঝা পরিস্থিতির বদল ঘটাবে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহার কথায়, ‘এই অঞ্চলে এসময় মূলত বৃষ্টি আর ঠান্ডার প্রকোপ বাড়ে পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে। তবে অনেকদিন ধরে দার্জিলিং সংলগ্ন এলাকায় ঝঞ্ঝা অনুপস্থিত। পাশাপাশি দক্ষিণ বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হওয়ায় মেঘমুক্ত হয়ে পড়েছিল উত্তরের আকাশ।’

বৃষ্টির জলে উত্তরের মাটি ভিজেছিল ৩১ অক্টোবর। তারপর পাহাড়ে এক-দু’পশলা বৃষ্টি হলেও শুষ্ক থেকেছে সমতল। সকাল-রাতে ঠান্ডা অনুভূত হলেও দুপুরের চড়া রোদের সৌজন্যে উধাও হচ্ছে শীতের আমেজ। শুষ্ক আবহাওয়ায় দূষণের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে। আকাশের বর্তমান যা মতিগতি, তাতে শুক্রবার থেকে হাওয়াবদলের প্রবল সম্ভাবনা। উত্তরের আকাশে সেদিন থেকে মেঘের আনাগোনা বাড়তে পারে। জলীয় বাষ্পের কারণে শনি এবং রবিবার পার্বত্য এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টিপাত হতে পারে পাহাড় সংলগ্ন সমতলের কয়েকটি এলাকায়। দার্জিলিং শহরে তুষারকণা আছড়ে পড়বে কি না, এখনও তা স্পষ্ট নয়। তবে দার্জিলিংয়ের সান্দাকফু, ফালুট সহ বেশ কিছু জায়গায় সেই সম্ভাবনা যথেষ্ট। যা আশা জাগাচ্ছে পর্যটন ব্যবসায়ীদের মনে। তাঁদের বিশ্বাস, তুষারপাত চাক্ষুষ করতে পর্যটকরা ভিড় জমাবেন শৈলরানিতে। ২১ অক্টোবর সান্দাকফুতে মরশুমের প্রথম তুষারপাতের পর থেকে যেমন পাহাড়ে পর্যটকদের আনাগোনা বেড়েছে।

> **মঙ্গলবারের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা**
>
> **দার্জিলিং- ৫.৮**
> **কালিম্পং- ৯.৫**
> **শিলিগুড়ি- ১৫.৩**
> **জলপাইগুড়ি-১২.৫**
> **কোচবিহার- ১০.৯**
> **মালদা-১৭.৯**
> **বালুরঘাট- ১৮.৫**
> **রায়গঞ্জ- ১৪.০**
> **(ডিগ্রি সেলসিয়াস)**
>
> **তথ্য : আবহাওয়া দপ্তর)**

আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী, বর্তমান সময়ে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সাধারণত ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সূর্যের তেজে পারদ কিছুতেই নামছে না। মঙ্গলবার একমাত্র আলিপুরদুয়ারের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। শিলিগুড়িতে তা ছিল ২৬.৮, মালদায় ২৭.৪, কোচবিহারে ২৮.৮ এবং জলপাইগুড়ির সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

শনিবারের পর থেকে অবশ্য প্রতিটি এলাকার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নীচে নেমে যাবে বলে মনে করছেন আবহবিদরা। শুধু তাপমাত্রার পতন নয়, কয়েকটি এলাকা কুয়াশার চাদরে মুড়বে বলেও পূর্বাভাস রয়েছে। বুধবার থেকে আগামী দু’দিন দার্জিলিং এবং উত্তর দিনাজপুর জেলার বেশ কিছু এলাকায় কুয়াশার প্রকোপ বাড়বে বলে আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস। বৃহস্পতিবার কুয়াশা থাকবে মালদা এবং দক্ষিণ দিনাজপুরে। আপাতত শীত-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় উত্তর।

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু চাষির

চাঁচল, ৩ ডিসেম্বর : জমিতে কাজে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হল এক চাষির। মঙ্গলবার দুপুরে এই ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়াল মালদার চাঁচল থানার মতিহারপুর পঞ্চায়েতের সোনারায় এলাকায়। মৃতের নাম বাসিরউদ্দিন (৫৫)। তাঁর বাড়ি সোনারায় গ্রামে।

মৃতের পরিবারের দাবি, এদিন সকালে বাড়ির পাশে চাষের জমিতে ধান কাটছিলেন বাসিরউদ্দিন। কাজ করাকালীন হঠাৎ ১১ হাজার ভোল্টের তারে স্পৃষ্ট হন তিনি। তড়িঘড়ি আশপাশের কৃষকরা তাঁকে চাঁচল সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের পরিবারের অভিযোগ, এর আগে ওই জায়গায় আরও একজন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছেন। বহুবার বিদ্যুৎ দপ্তরকে বিষয়টি জানানো হয়েছে। তারপরও কোনও হেলদোল নেই। তাঁরা বিষয়টি নিয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হবেন।

মৃতের আত্মীয় মহম্মদ হোসেন বলেন, ‘পোলের সঙ্গে আর্থিং তার রয়েছে। এর আগেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। বিদ্যুৎ দপ্তরের এটা গাফিলতি।’ আরেক আত্মীয় মমিন আলির শোক, ‘এইভাবে কাকুর প্রাণ চলে গেল। এটার দায় কে নেবে? বিদ্যুৎ দপ্তরকে আমরা আগেও ঘটনাটা জানিয়েছি।’ বিদ্যুৎ দপ্তরের এক আধিকারিক বলেন, ‘বিষয়টি আমরা খতিয়ে দেখব। এখন বলা যাবে না কীভাবে কী হয়েছে।’ চাঁচল থানার আইসি পূর্ণেন্দু কুণ্ডু জানান, ‘অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলে স্পষ্ট বোঝা যাবে।’

ডেকোরেশনের বরাত নিয়ে থানায় নালিশ

এম আনওয়ারউল হক

বৈষ্ণবনগর, ৩ ডিসেম্বর : বিয়েবাড়ির ডেকোরেশনের কাজ কে পাবে? এই নিয়ে বচসা। সেখান থেকেই ঝামেলা শুরু। জল গড়াল হাতাহাতিতে। এমনকি হাসপাতালেও। মঙ্গলবার ঘটনাকে কেন্দ্র করে ধুন্ধুমার বৈষ্ণবনগর থানা এলাকার সাহাবানচক পঞ্চায়েতের তেওয়ারিটোলায়।

স্থানীয়রা জানান, কৃষ্ণপুরে একটি ডেকোরেশনের কাজের ঠিকা নিয়েছিলেন তুষাই দাস। তিনি সেই কাজেই যাচ্ছিলেন। অভিযোগ, হঠাৎ সৌমেন দাস নামে অন্য এক ফুলের ডেকোরেটর তুষাইয়ের পথ আটকান। অন্যায়ভাবে গালিগালাজ করেন। তুষাইকে হুমকি দেওয়া হয়, অল্প টাকায় ডেকোরেশনের ভাড়া ধরলে খুব খারাপ হবে। প্রতিবাদ করলে তুষাইকে ব্যাপক মারধর করা হয়। মারধরের কথা জানতে পেরে তুষাইয়ের বাড়ির লোকজন ঘটনাস্থলে আসেন। তাঁদেরও ব্যাপক মারধর করা হয়। তাঁর বয়স্ক দাদু, কাকু এবং কাকিমাকে লাঠি দিয়ে মারধরের পাশাপাশি ধারালো অস্ত্র দিয়ে কোপানো হয়। স্থানীয় লোকজন গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁদের উদ্ধার করে বেদরাবাদ গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে আসে।

স্থানীয় দোকানদার রবি ঘোষ বলেন, ‘তুষাইয়ের সঙ্গে ব্যবসা নিয়ে বচসা চলছিল সৌমেনের। সোমবার রাতে তুষাই কাজে যাচ্ছিলেন। তখনই দুজনের মধ্যে মারপিট শুরু হয়। সৌমেন ও তার পরিবারের সদস্যরা তুষাইয়ের পরিবারের অন্য সদস্যদের মারধর করে।’

তুষাইয়ের বক্তব্য, ‘আমি খুব কম দরে ডেকোরেশনের ব্যবসা করি। সেই কারণে আমার প্রচুর গ্রাহক রয়েছে। পরিষেবাও ভালো দিই।’ তাঁর কথায়, ‘সৌমেন সেরকম কাজ পায় না। তাই ও আমাকে হিংসে করে। সব সময় গণ্ডগোল করে। রাতে আমাকে ও আমার পরিবারের সদস্যদেরকে মারধর করেছে। আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে থানায় জানিয়েছি।’

যদিও বিষয়টি সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছেন সৌমেন। তাঁর দাবি, তুষাই তাঁকে মারধর করেন। সৌমেন জানিয়েছেন, ‘কয়েকদিন আগে গ্রামে একটি বিয়ের কাজের ভাড়া ধরেছিলাম। কিন্তু সেই কাজটিকে তুষাই ধরে নেয়। ওকে আমি বারবার বলেছিলাম, আমার ভাড়াগুলি যাতে না ধরে। ও শোনেনি। গতকাল আমি ওকে দাঁড় করিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যাতে অল্প টাকায় ভাড়া না ধরে। সে আমার উপরে চড়াও হয়ে আমাকেই মারধর করে।’ পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

গৃহবধূর মৃত্যুতে অশান্তির জের

পুরাতন মালদা, ৩ ডিসেম্বর : বাবারবাড়ির পাশে একটি আমবাগান থেকে এক গৃহবধূর অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল পুরাতন মালদার যাত্রাডাঙা পঞ্চায়েতের দেওলি গ্রামে। সোমবার ঘটনাটি ঘটেছে। মৃতের নাম জোহরা খাতুন (৩২)। তাঁর বাবারবাড়ি ওই গ্রামেই। মৃতার কাছ থেকে একটি সুইসাইড নোট উদ্ধার করেছে পুলিশ। ওই নোটটি পরীক্ষা করার জন্য ল্যাবে পাঠানো হবে।

ওই গৃহবধূর আত্মীয় সামিজুদ্দিন শেখ বলেন, ‘বিয়ের পর থেকেই পারিবারিক অশান্তি ছিল। স্বামী ভিনদেশে থাকে। পরিবারে কোনও অর্থ সাহায্য করে না। শ্বশুরবাড়িতেও নির্যাতিত হতে হত ওকে। সেই অভিমানে হয়তো আত্মঘাতী হয়েছে। আমরা বিষয়টি থানায় লিখিতভাবে জানিয়েছি।’ মালদা থানার পুলিশ জানিয়েছে, পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রাথমিক অনুমান, মৃত্যুর পিছনে পারিবারিক কলহ আছে।

রাস্তায় ধান শুকোনো অব্যাহত, পদক্ষেপ দাবি

পতিরাম, ৩ ডিসেম্বর : পতিরাম ত্রিমোহিনী সড়কের পাইকপাড়া এলাকায় রাস্তার উপর ধান শুকোনোর চিত্র দেখা গেল। ধান ঝাড়াই-মাড়াইয়ের পর মাঠের অভাবে অনেকেই রাজ্য সড়ক বা গ্রামীণ সড়কের উপর ধান শুকোন। যদিও এই ঘটনা নতুন নয়, এর ফলে দুর্ঘটনার ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে যায়। কয়েক বছর আগে তপন ব্লকের বিডিও এই পরিস্থিতিতে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে প্রাণ হারান। অভিযোগ, এরপরও প্রশাসনের তরফে তেমন কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করা হয়নি। বিশেষজ্ঞদের দাবি, এই প্রবণতা বন্ধে সাধারণ মানুষের সচেতনতা এবং কঠোর প্রশাসনিক পদক্ষেপ প্রয়োজন।

কৃষকদের দাবি, মাঠের অভাবে তাদের বাধ্য হয়ে রাস্তা ব্যবহার করতে হচ্ছে। যদিও পথচারী ও গাড়িচালকদের বক্তব্য, এটি অত্যন্ত বিপজ্জনক। রাস্তার উপর ধান বা খড় শুকোনোর কারণে সড়কের একাংশ কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। এরফলে যান চলাচল বাধাপ্রাপ্ত হয় এবং দুর্ঘটনার আশঙ্কা বাড়ে।

পথচারীদের অভিযোগ, বিশেষ করে সন্ধ্যা ও ভোরের সময় রাস্তার উপর ছড়িয়ে রাখা ধান বা খড় অনেক সময় চোখে পড়ে না। যা দুর্ঘটনার মূল কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁদের অভিমত, প্রশাসনের উচিত ধান শুকোনোর জন্য নির্দিষ্ট স্থান নির্ধারণ করা এবং রাস্তা পরিষ্কার রাখতে কঠোর নির্দেশনা জারি করা। এদিকে স্থানীয় প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, বিষয়টি নিয়ে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে সমস্যার স্থায়ী সমাধান না হলে এই ধরনের দুর্ঘটনার ঝুঁকি থেকে যাবে। প্রশাসন ও কৃষকদের সমন্বয়ে এখন একটি কার্যকর পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় কি না, তা এখন সময়ের অপেক্ষা।

ওপারে স্বজন

প্রথম পাতার পর

হেমতাবাদ থানার সীমান্তবর্তী নওদা গ্রাম কোঠা গ্রামের বাসিন্দা ফালানো দেবশর্মার অর্ধেক পরিবার পিরগঞ্জে। রয়েছেন বাবা, বড়দা। সবার জন্য মন ছটফট করছে। কথা বলতে গিয়ে চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। ফালানো বলেন, ‘আমার বাবা বাংলাদেশে বড় ভাইয়ের কাছে রয়েছেন। ইচ্ছে করছে সব বাধা ভেঙে বাংলাদেশে গিয়ে বাবাকে এই দেশে ফিরিয়ে নিয়ে আসি। কিন্তু আইন বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। কী করব জানি না। দিন পাঁচেক আগে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছে। বাবার যন্ত্রণার কথা শুনে নিজেকে স্থির রাখতে পারছিলাম না। কিন্তু এখন তো ফোনেও যোগাযোগ করতে পারছি না। জানি না শেষপর্যন্ত কী হবে। কবে যে ওই পার শান্ত হবে।’ আপাতত প্রতিবেশী রাষ্ট্রে শান্তির পরিস্থিতি ফেরা আর আইনের শাসনের অপেক্ষায় চরম উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছেন স্বজনেরা।

খুনের চক্রান্ত ইউনূসের : হাসিনা

প্রথম পাতার পর

তারেক রহমান (প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার পুত্র তথা বিএনপি নেতা) লন্ডন থেকে বলেছেন, যদি মৃত্যু চলতেই থাকে, তা হলে সরকার টিকবে না।’

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন থেকে তৈরি হওয়া গণবিক্ষোভের জেরে গত ৫ অগাস্ট বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে দেশত্যাগ করেছিলেন হাসিনা। বর্তমানে তিনি ভারতে রয়েছেন। গত মাসে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডোনাল্ড ট্রাম্পের জয়ের পরেই তাঁকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন মুজিবুর রহমানের কন্যা। মঙ্গলবার কার্যত ট্রাম্পের সুরে সুর মিলিয়েই তিনি প্রশ্ন তোলেন, ‘কেন বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের ওপর হামলা চলছে? কেন আক্রান্ত হচ্ছে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মস্থান?’

সেই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী পদে ইস্তফা দিয়ে ঢাকা ছেড়ে দিল্লি যাওয়ার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন হাসিনা, তিনি বলেন, ‘আমি গণহত্যা চাইনি। আমি যদি ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চাইতাম, তা হলে গণহত্যা হত। যখন নির্বিচারে মানুষের মৃত্যু হচ্ছে, তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম যে আমার চলে যাওয়া উচিত। আমাকে খুনের পরিকল্পনা করা হয়েছিল। আমার নিরাপত্তারক্ষীরা তা ঠেকাতে যদি গুলি চালাতেন তবে গণভবনে বহু মানুষের মৃত্যু হত। আমি তা চাইনি।’

গ্রামসভায় ক্ষোভ জানালেন বঞ্চিতরা

আবাসের ছাঁকনিতে আটকে গিয়েছে কাঁচা ঘর

বরুণকুমার মজুমদার

করণদিঘি, ৩ ডিসেম্বর : আবাসের ছাঁকনিতে আটকে গিয়েছে কাঁচা ঘর, গলে গিয়েছে আস্ত পাকাবাড়ি। এমনি অভিযোগ উঠছে করণদিঘি ব্লকের করণদিঘি ১ ও লাহুতারা ২ পঞ্চায়েতের কবরগাড়ি ও বুধরা গ্রামে। করণদিঘি পঞ্চায়েতের প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের তালিকায় দেখা যাচ্ছে পাকাবাড়ির মালিকের নাম।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি বলেন, নাম জানালে গ্রামে টিকে থাকা দায়। কবরগাড়ি গ্রামে কান পাতলেই শোনা যাবে তালিকায় থাকা পাকাবাড়ির মালিকদের নাম। এরা প্রভাবশালী হওয়ার সুবাদে কেউ তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানাতে সাহস পাচ্ছে না।

বুধরা গ্রামের বাসিন্দা হরিশ সিনহা বলেন, ‘গোবিন্দ সিংহের টুঙ্গিদিঘিতে দ্বিতল বাড়ি ভাড়ায় খাটছে, তা স্বত্তেও তার নাম বাংলা আবাস যোজনার তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে।’ একই অভিযোগ বুধরা সিংহপাড়ার রামকৃষ্ণ সিংয়ের। উভয়েই ভূমিহীন কৃষক। পাকা তালিকায় না থাকায় ক্ষোভ প্রকাশ করেন।

করণদিঘি ১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ধিমান বর্মন জানান, ‘অনেক সাধারণ মানুষের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। পাশাপাশি অনেক পাকাবাড়ি রয়েছে এমন ব্যক্তির নাম তালিকায় ঠাঁই পেয়েছে। গতকালের গ্রামসভায় তা প্রকাশ্যে এসেছে। এবিষয়ে বিডিওকে জানানো হয়েছে।’

কবরগাড়ির বাসিন্দা মহম্মদ মন্টুর অভিযোগ, ‘কাঁচা বাড়ির নাম তালিকায় বাদ পড়েছে।’

বিজেপি ওবিসি মোর্চার জেলা সভাপতি অমিত শা’হ বলেন, ‘তৃণমূলের ঝান্ডাধারীদের নাম তালিকায় থাকাই স্বাভাবিক। মেহনতি সাধারণ মানুষের কাঁচা বাড়ি থাকা সত্ত্বেও তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই বৈষম্যের বিরুদ্ধে আগামী ৬ ডিসেম্বর বিডিও অফিসে বিক্ষোভ দেখানো হবে।’

করণদিঘি ব্লক তৃণমূলের সভাপতি শ্যামলাল মাহাতো বিজেপির অভিযোগ মানতে নারাজ। তিনি বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যারা যোগ্য, তারাই ঘর পাক। সমীক্ষা সরকারি আধিকারিকরা করেছে। দলের কোনও কর্মী যুক্ত নয়।’

করণদিঘি ব্লকের বিডিও জয়ন্ত দেবব্রত চৌধুরী জানান, ‘অভিযোগ জানানোর জন্য অফিসের সামনে অভিযোগ বাক্স রাখা আছে। অভিযোগ খতিয়ে দেখা হবে।’

শ্লীলতাহানিতে গ্রেপ্তার

রায়গঞ্জ, ৩ ডিসেম্বর : প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে শ্লীলতাহানির অভিযোগ তুলে রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ নির্যাতিতা বধূ। শহরের সুভাষগঞ্জ এলাকার বাসিন্দা ওই মহিলা লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। তার ভিত্তিতে স্থানীয় বাসিন্দা সঞ্জয় বর্মনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। রায়গঞ্জ থানা সূত্রে জানা গিয়েছে ধৃতের নাম সঞ্জয় বর্মন ওরফে চাকদা বর্মন (৩৭)। বাড়ি রায়গঞ্জ থানার সুভাষগঞ্জ সংলগ্ন নারায়ণপুর গ্রামে। ভারতীয় ন্যায় সংহিতা আইনের একাধিক জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

ধৃতকে মুখ্য বিচার বিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশসূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি দীর্ঘদিন ধরেই নানাভাবে হেনস্তা করছিল ওই মহিলাকে। মোটা টাকা দাবিও করে। টাকা না দিলে সম্মানহানি করবে বলে হুমকি দেয়। সোমবার বিকেলে ওই বধূকে প্রকাশ্য দিবালোকে শ্লীলতাহানি করলে অবশেষে কোনও দিশা না পেয়ে রায়গঞ্জ থানার দ্বারস্থ হন। সোমবার গভীর রাতে অভিযুক্ত সঞ্জয় বর্মনকে গ্রেপ্তার করে রায়গঞ্জ থানার পুলিশ। যদিও ধৃতের বাড়ির লোকজনের দাবি, দুই পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে বিবাদ চলছিল। সেই কারণে গতকাল বিকেলে বচসা থেকে হাতাহাতি হয়। রায়গঞ্জ থানার আইসি বিশ্বাশ্রয় সরকার বলেন, ‘ওই মহিলার অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্ত সঞ্জয় বর্মনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।’

হাতেই পঞ্চায়েত

প্রথম পাতার পর

নয় কর্মাধ্যক্ষের জন্য একটি ঘর বরাদ্দ হয়েছে। এখন থেকে আমি সপ্তাহে ৫ দিন আসব এবং সাধারণ মানুষের সমস্যা শুনব। কিন্তু চেয়ার ও টেবিল ছাড়া আর কিছুই নেই। জানলাগুলো পানের পিকে ভরা, তাই ওখানে বসতে পারছি না। দুটি চেয়ার ও আলমারি প্রয়োজন।’

পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা বিজেপির মলয় সরকারের অভিযোগ, ‘মহিলা কর্মাধ্যক্ষদের মিটিং ছাড়া অন্য সময়ে দেখা যায় না। তবে ওনাদের স্বামীরা মাঝেমধ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের খোঁজখবর নিতে আসেন। সাধারণ মানুষ ঘুরে যান।’

খেলায় আজ

২০০৯ : প্রথম ক্রিকেটার হিসেবে টেস্টে তিন নম্বর ত্রিশতরানের সুযোগ হাতছাড়া বীরেন্দ্র শেহবাগের। মুম্বইয়ে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ২৫৪ বলে ২৯৩ রান করে তিনি আউট হয়ে যান।

সেরা অফবিট খবর

চিনুন সিন্ধুর হবু বরকে

২২ ডিসেম্বর উদয়পুরে হায়দরাবাদের ভেঙ্কট দত্ত সাইকে বিয়ে করতে চলেছেন পিভি সিন্ধু। তাঁর হবু বর ২০১৯ সালে সাওয়ার অ্যাপল অ্যাসেট ম্যানেজমেন্টে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসেবে কাজ শুরু করেন। এখন তিনি পসিডেক্স টেকনোলজিস নামের তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় ডিরেক্টরের দায়িত্বে। বেশ কয়েক বছর ভেঙ্কট আইপিএলে দিল্লি ক্যাপিটালসের অন্যতম মালিক জেএসডব্লিউ গোষ্ঠীর পরামর্শদাতার কাজ করেছেন। তাঁর প্রোফাইলে লেখা রয়েছে, 'আইপিএল দল পরিচালনায় যে দক্ষতা লাগে তার সামনে আমার বিবিএ ডিগ্রি ফিকে।'

ভাইরাল

অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতের মজা

গোলাপি বলের টেস্টের জন্য অ্যাডিলেডে প্রস্তুতি শুরু করেছে ভারতীয় দল। ভারতের নেট প্র্যাকটিস দেখতে মঙ্গলবার রীতিমতো ভিড় জমে যায়। যদিও অস্ট্রেলিয়ার অনুশীলনের সময় এই উৎসাহী দর্শকদের দেখা যায়নি। যা দেখে মাঠের বাইরের লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়াতেও ভারতীয় ক্রিকেটারদের অ্যাডভান্টেজ দেখছেন অনেকে।

ইনস্টা সেরা

ভারতীয় দলের ক্যানবেরা থেকে অ্যাডিলেডের বিমান ধরার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে দিয়েছে বিসিসিআই। সেখানেই দেখা গিয়েছে যশস্বী জয়সওয়াল বিমানবন্দরে ভুল দিকে গিয়ে কাচের ঘেরাটোপে আটকা পড়েন। যা দেখে ফেলেছিলেন রোহিত শর্মা-শুভমান গিলরা। পরে ভারতীয় ক্রিকেটাররাই যশস্বীকে সেখান থেকে বের করে আনেন।

উত্তরের মুখ

শিলিগুড়ি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার তৃষাণ দেবনাথ (বাঁয়ে) ৭৫ রান করে ম্যাচের সেরা নির্বাচিত হয়েছেন। ম্যাচে তাঁর দল দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাব ৯৪ রানে হারিয়েছে বান্ধব সংঘকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. বিশপ শব্দটি কোন খেলার সঙ্গে যুক্ত?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯।

আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মহম্মদ সিরাজ, ২. দক্ষিণ আফ্রিকার ঘরোয়া ক্রিকেট।

সঠিক উত্তরদাতারা

আবু রাইহান, লাবণ্য কুণ্ডু, তথাগত দেবনাথ, রাজু সরকার।

একান্ত সাক্ষাৎকারে ভরত অরুণ

'বুমরাহ-সিরাজেই ফের সিরিজ জয়'

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির শুরুটা দুর্দান্ত হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেডে শুরু গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্ট।

চার বছর আগে এই অ্যাডিলেডেই ৩৬ অল আউটের লজ্জায় ঢেকে গিয়েছিল ভারতীয় দল। সেই সময় টিম ইন্ডিয়ার বোলিং কোচ ছিলেন ভরত অরুণ। তাঁর হাত ধরেই জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজদের আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পথ চলার শুরু। এহেন সিরাজদের প্রিয় ভরত স্যর এখন টিম ইন্ডিয়ার বাইরে থাকলেও বুমরাহদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ রয়েছে। অতীত অভিজ্ঞতা থেকে বুমরাহ-সিরাজ জুটিকে পারথ টেস্টে দেখে ভরতের মনে হয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার দুই জোরে বোলারই স্যর ডনের দেশে ফের টিম ইন্ডিয়াকে সিরিজ জিতিয়ে দেবেন। এমন ভাবনা নিয়েই আজ উত্তরবঙ্গ সংবাদকে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন ভরত অরুণ।

ভারতীয় দলের ভবিষ্যৎ

ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজের ব্যর্থতা এখন ইতিহাস। পারথ টেস্টেই ভারতীয় দল প্রমাণ করেছে, অতীত ভুলে ওরা সামনে তাকাতে জানে। অপটাস স্টেডিয়ামে দুর্দান্ত টেস্ট জয়ের জন্য পুরো দলকেই অভিনন্দন। অধিনায়ক রোহিত শর্মাকে ছাড়াই এসেছে এই জয়। শুভমান গিলও ছিল না চোটের কারণে। মূল ফারাকটা গড়ে দিয়েছে বুমরাহ।

অ্যাডিলেডে কী হবে

চার বছর আগে ৩৬ রানে অল আউটের লজ্জা ভারতীয় ক্রিকেটারদের অনেককে তো বটেই, আমাকেও আজও দুঃস্বপ্নের মতো তাড়া করে। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এবার অ্যাডিলেডে গোলাপি টেস্টে ভালো করবে রোহিতরা। ৩৬-এর বিপর্যয় আর হবে না ভারতীয় ক্রিকেটে। বুমরাহ-সিরাজ যে ছন্দে শুরু করেছে, আমি নিশ্চিত ওরাই সিরিজ জিতিয়ে দেবে ভারতকে।

অধিনায়ক বুমরাহ

জসপ্রীতকে বহু বছর ধরে চিনি। ওর শেখার ইচ্ছা যেমন সাংঘাতিক, তেমনই সবসময় চ্যালেঞ্জ নিতে পছন্দ করে ও। রোহিতের অনুপস্থিতিতে পারথে বুমরাহ প্রমাণ করেছে, নেতৃত্বের দায়িত্ব ওর জন্য বোঝা নয়। আগামীদিনে বুমরাহকে অধিনায়ক হিসেবে ভাবা যেতেই পারে। অন্তত টেস্টের জন্য তো বটেই।

বিরাটের পয়া অ্যাডিলেড

হ্যাঁ, বিরাট অ্যাডিলেডে খেলতে বরাবরই পছন্দ করে। এই মাঠে সাফল্যের বহু স্মৃতিও রয়েছে ওর। আমি নিশ্চিত শুক্রবার থেকে শুরু হতে চলা টেস্টেও বিরাট সফল হবে। পারথে শতরান পাওয়ার পর ও এখন আরও তাজা।

অনুশীলনের মাঝে রবিচন্দ্রন অশ্বীনের সঙ্গে খোশগল্পে জসপ্রীত বুমরাহ।

হ্যাজেলউডের না থাকা

জোশ হ্যাজেলউড খুব ভালো বোলার। শুনেছি ওর চোট রয়েছে। চার বছর আগে অ্যাডিলেডে ও একাই শেষ করে দিয়েছিল। কিন্তু ভুললে চলবে না হ্যাজেলউড না থাকলেও প্যাট কামিন্স-মিচেল স্টার্করা রয়েছে। স্কট বোল্যান্ডও বেশ ভালো বোলার অস্ট্রেলিয়ার পরিবেশে।

সিরিজের ফলের পূর্বাভাস

আমি জ্যোতিষী নই (হাসি)। তবে পারথ টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স যদি কোনও কিছুর ইঙ্গিত হয়, তাহলে নিশ্চিত থাকুন টিম ইন্ডিয়া এই সিরিজ জিতবে। বুমরাহ-সিরাজরাই ফের সিরিজ জেতাবে।

হাঁটুতে স্ট্র্যাপ থাকলেও অনুশীলনে খামতি ছিল না বিরাট কোহলির।

বিরাটের হাঁটুর স্ট্র্যাপে জল্পনা

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বর : বাড়ছে উন্মাদনা। চড়ছে পারদ।

অপেক্ষা আর মাত্র কয়েক ঘণ্টার। তারপরই শুক্রবার অ্যাডিলেড ওভালে শুরু হয়ে যাবে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির দ্বিতীয় টেস্ট। সিরিজে ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকে নিশ্চিতভাবেই এভারেস্ট সমান আত্মবিশ্বাস নিয়ে মাঠে নামবে টিম ইন্ডিয়া।

সঙ্গে থাকবে দলের শক্তি বৃদ্ধির ঘটনাও। অধিনায়ক রোহিত শর্মা ব্যক্তিগত কারণে পারথ টেস্টে

'মিডল অর্ডার' থেকেই নেতৃত্ব দেবেন হিটম্যান

ছিলেন না। তিনি অ্যাডিলেডে দলকে নেতৃত্ব দিতে নামবেন। চোটের কারণে শুভমান গিল পারথ টেস্টে খেলেননি। বড় অঘটন না হলে শুভমানই অ্যাডিলেডে তিন নম্বরে ব্যাটিং করবেন। এখন তিনি ফিট।

এমন অবস্থায় আজ বিকেলের অ্যাডিলেডে গোলাপি বলে টিম ইন্ডিয়ার চূড়ান্ত প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। যার নির্যাস হিসেবে সামনে এসেছে দুটি দিক। এক, সব ঠিকমতো চললে পারথের মতো অ্যাডিলেডেও যশস্বী জয়সওয়াল ও লোকেশ রাহুল ইনিংস ওপেন করবেন। আর অধিনায়ক রোহিত 'মিডল অর্ডার' থেকে দলকে ভরসা দেবেন ব্যাট হাতে। দুই, আজ টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের শুরুতে বিরাট কোহলিকে নিয়ে শুরু হয়েছিল জল্পনা। সতীর্থদের সঙ্গে ফুটভলি খেলার সময় কোহলির ডান পায়ের হাঁটুতে ছিল স্ট্র্যাপ। সেই জল্পনা অবশ্য দ্রুত মিলিয়ে যায়। কারণ, টিম ইন্ডিয়ার নেট সেশন শুরু হতেই জসপ্রীত বুমরাহ বনাম কোহলির ভিন্ন লড়াই দেখল দুনিয়া।

অ্যাডিলেড ওভালের মাঠে সকালে অনুশীলন ছিল অস্ট্রেলিয়ার। দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত ভারতের। দুই দলের অনুশীলনের সময়ই সাধারণ ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছিল অ্যাডিলেড ওভাল। ফলে দুই দলের অনুশীলন দেখার জন্যই বহু ক্রিকেটপ্রেমী হাজির হয়েছিলেন। টিম ইন্ডিয়ার অনুশীলনের আসরে সমর্থকদের উৎসাহ ছিল নজরে পড়ার মতো। আর তার মধ্যেই নেটে বুমরাহ বনাম কোহলির গোলাপি যুদ্ধ ক্রিকেটপ্রেমীদের মন কেড়ে নিয়েছে। প্রয়াত কিংবদন্তি স্যর ডন ব্র্যাডম্যানকে ছোঁয়ার বিরল নজিরের সামনে কোহলি। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ক্রিকেটের তিন ফর্ম্যাট ধরলে বিরাটের মোট শতরানের সংখ্যা এখন দশ। অ্যাডিলেডে আর একটি শতরান করতে পারলে সংখ্যাটা হবে ১১। কোহলি স্পর্শ করবেন স্যর ডনকে। ইংল্যান্ডের মাটিতে তাঁর মোট ১১ শতরানের নজির রয়েছে। 'পয়া' অ্যাডিলেডেই সেই নজিরে ভাগ বসাতে পারেন বিরাট।

এদিকে, বিরাটের নজির নিয়ে যখন জল্পনা তুঙ্গে, তখন তাঁর হাঁটুর চোট নিয়েও তৈরি হয়েছিল উদ্বেগ। যদিও রাতের দিকে ভারতীয় দলের তরফে জানানো হয়েছে, বিরাটের হাঁটুতে কোনও চোট নেই। তাঁকে নিয়ে উদ্বেগেরও কিছু নেই। ঠিক যেমন ভারত অধিনায়ক রোহিতকে নিয়েও আপাতত সমস্যা নেই। দলের স্বার্থের কথা মাথায় রেখে তিনি অ্যাডিলেডের গোলাপি টেস্টে নিজেকে মিডল অর্ডারে নামিয়ে আনতে মানসিকভাবে তৈরি। ২০১৮-'১৯ সালে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরের সময় শেষবার টেস্টের মিডল অর্ডারে ব্যাট করেছিলেন রোহিত। ফের তাঁকে সেই ভূমিকায় দেখা যাওয়ার সম্ভাবনা ক্রমশ বাস্তব হওয়ার পথে। গোলাপি বল বরাবরই বেশি নড়ে। আজ কোহলি বনাম বুমরাহর যুদ্ধের সময়ও তাই দেখা গিয়েছে।

গোলাপি বলের বাড়তি সুইং ও বাউন্সের সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার জন্য আজ অ্যাডিলেড ওভালের নেটে রোহিত-বিরাটদের পাশে যশস্বী, রাহুলদেরও একটু এগিয়ে স্টান্স নিতে দেখা গিয়েছে। আর সেটা হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার সহকারী কোচ অভিষেক নায়ারের পরামর্শেই। শুক্রবার থেকে অ্যাডিলেড টেস্ট শুরু হলে তখনও ভারতীয় ব্যাটাররা একই স্টান্স বজায় রাখবেন কি না, সময় বলবে।

তার আগে গোলাপি যুদ্ধের প্রস্তুতিটা দারুণভাবেই চলছে।

গোলাপি বলে ব্যাটিং প্র্যাকটিসের মাঝে রোহিত শর্মা। ২০১৮-'১৯ সালে টিম ইন্ডিয়ার অস্ট্রেলিয়া সফরে শেষবার তাঁকে মিডল অর্ডারে দেখা গিয়েছিল।

জসপ্রীতকে জবাব দিতে প্রস্তুত ক্যারি

স্মিথকে নিয়ে আতঙ্কে অজিরা

অ্যাডিলেড, ৩ ডিসেম্বর : জোশ হ্যাজেলউডের পর কি স্টিভেন স্মিথও?

মঙ্গলবারের নেট সেশনে স্মিথের আঙুলে চোটে আশঙ্কায় অজি শিবির। শুক্রবার অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের দিনরাতের টেস্ট। জোরকদমে যার প্রস্তুতি চলছিল। সতীর্থ মার্নাস লাবুশেনের থেকে থ্রো ডাউন নিচ্ছিলেন। তখনই একটা বল হঠাৎ করে লাফিয়ে স্মিথের আঙুলে লাগে।

যন্ত্রণায় কুঁকড়ে ওঠে স্মিথের মুখ। দৌড়ে আসেন ফিজিও। বেশ কিছুক্ষণ শুশ্রূষার পর মাঠ ছাড়েন। আর ব্যাটিং করেননি এদিন। চোট কতটা গুরুতর তা খোলসা করা হয়নি অজি দলের তরফে। তবে অধিনায়ক প্যাট কামিন্স, কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ডের চোখ-মুখে চিন্তার ছাপ স্পষ্ট।

সাইড স্ট্রেনের কারণে অ্যাডিলেড টেস্ট থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছেন জোশ হ্যাজেলউড। বাকি সিরিজেও অনিশ্চিত তারকা পেসার। মিচেল মার্শ এখনও বোলিং করার মতো অবস্থায় নেই। সূত্রের খবর, বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসেবেই হয়তো খেলবেন। চিন্তা বাড়িয়েছে স্মিথের আঙুল।

পারথে হারের পর প্রবল চাপে প্যাট কামিন্সরা। যশস্বী জয়সওয়ালের আগ্রাসী ব্যাটিং থামানো, রানে ফেরা বিরাট কোহলিকে সামলানোর পাশাপাশি অজি ব্যাটারদের ফর্ম-চাপ বাড়াচ্ছে। সবকিছু ছাপিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ 'মিসাইল' থেকে রেহাই পাওয়া। অস্ট্রেলিয়ার উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারির বিশ্বাস, আসন্ন টেস্টে পালটা জবাব দিতে সক্ষম হবেন তাঁরা। ক্যারির দাবি, 'নিঃসন্দেহে ও দারুণ বোলার। তবে আমাদের ব্যাটাররাও বিশ্বমানের। চলতি পরিস্থিতি কাটিয়ে ওঠার রাস্তাটা ঠিক খুঁজে নেবে। ওর (বুমরাহ) দিকে অবশ্যই বাড়তি নজর থাকছে। আশাবাদী, ওর প্রথম, দ্বিতীয় স্পেলটা ঠিকঠাক কাটিয়ে দিতে সক্ষম হব। তারপর পুরোনো বল কাজে লাগানো।'

প্রথম টেস্টের দ্বিতীয় ইনিংসে পুরোনো বলে বুমরাহর বিরুদ্ধে পালটা মারের রাস্তায় হাঁটতে দেখা গিয়েছিল ট্রাভিস হেডকে। ক্যারির বিশ্বাস, অ্যাডিলেডে বাকিরাও হেডকে অনুসরণ করবেন বুমরাহ-ম্যাজিককে ভোঁতা করতে। শুধু বুমরাহ নন, ক্যারির মতে, দুই অভিষেককারী হর্ষিত রানা, নীতীশকুমার রেড্ডি ভালো বল করছেন। যাঁদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

লাবুশেন এদিন ব্যস্ত থাকলেন হারানো ছন্দ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায়। বোলিং কোচ ড্যানিয়েল ভেত্তোরিও আদাজল খেয়ে পড়ে থাকলেন লাবুশেনকে নিয়ে। পেসের পাশাপাশি স্পিনারদের বিরুদ্ধে লম্বা সময় ব্যাটিং-অনুশীলন সারেন লাবুশেন। বিশেষত বাউন্সি বলে টানা ব্যাটিং। কিছু কিছু বলে অস্বস্তি পরিষ্কার। গায়েও খেলেন একবার। প্রশ্ন, গোলাপি বলের চ্যালেঞ্জে অস্বস্তি কাটবে তো লাবুশেনের?

কামিন্স থেকে ট্রাভিস হেড-প্রত্যেকেই একবাক্যে মানছেন, দিনরাতের টেস্টে গোলাপি বল সামলানো ব্যাটারদের জন্য অ্যাসিড টেস্ট হতে চলেছে। অ্যালেক্স ক্যারি যতই গত দিনরাতের টেস্টে ভারতকে অ্যাডিলেডে ৩৬ রানে গুটিয়ে দেওয়ার অতীত থেকে অক্সিজেন খোঁজার চেষ্টা করুক, ভারতীয়দের পাশাপাশি কড়া পরীক্ষার মুখে অজিরাও।

অধিনায়ক কামিন্সের মতে, ক্রিকেট বেসিকে রদবদলের প্রয়োজন নেই। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে বল কিছুটা পুরোনো হওয়া পর্যন্ত। পুরোনো, নরম হয়ে আসা বলে পরিস্থিতি বদলাবে।

আঙুলে চোট লাগার পর মাঠের ধারে বসে রয়েছেন স্টিভেন স্মিথ।

'সাহসী' ভারতের প্রশংসায় কুক

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : সবুজ পিচ। বাউন্সি উইকেট। নিজেদের অপ্রতিরোধ্য দুর্গ পারথের অপটাস স্টেডিয়ামে সফরের প্রথম ম্যাচেই ভারতকে 'স্বাগত' জানানোর সব মশালা প্রস্তুত রেখেছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু ভারতের সাহসী ক্রিকেটে তা বুমেরাং। গৌতম গম্ভীর ব্রিগেডের যে ক্রিকেটে মজে অ্যালিস্টার কুক।

শুক্রবার অ্যাডিলেডে দ্বিতীয় টেস্ট। যদিও ইংল্যান্ডের প্রথম দশ হাজার টেস্ট রানের মালিকের মুখে পারথে ভারতীয় দলের দুরন্ত ক্রিকেটের কথা। কুকের মতে, পারথে অত্যন্ত সাহসী মানসিকতা দেখিয়েছে ভারত। টসে জিতে ব্যাটিং নিয়েছে কঠিন উইকেটে। প্রথম দিন ১৫০-এ আউট হয়েও গুটিয়ে যায়নি। বরং পালটা দিয়েছে। অজি ব্যাটারদের জন্যও সহজ হবে না এই পিচ, সেই মানসিকতা নিয়ে ঝাঁপিয়েছে।

প্রাক্তন ইংরেজ অধিনায়ক বলেছেন, 'বেশিরভাগ অধিনায়কই টসে জিতে বোলিং নিত এবং যার শেষটা হত খারাপ। অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণত যা হয়ে থাকে। ভারত কিন্তু চ্যালেঞ্জটা দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এককথায় দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্স।' কুকের যুক্তি, ১৫০ রানে গুটিয়ে গিয়েও ভারত ব্যাকফুটে চলে যায়নি। কারণ জসপ্রীত বুমরাহর মতো একজন ছিল। নতুন বল হাতে পিচকে দারুণভাবে কাজে লাগিয়েছে। হাতে বল মানে বুমরাহ বরাবরই দুর্দান্ত। পারথে সেটাই ঘটেছে।

মাঠে ঢুকেই বিরাট কোহলির সঙ্গে আলোচনায় গৌতম গম্ভীর।

৫০০ টেস্ট উইকেটের মালিক রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে বসিয়ে ওয়াশিংটন সুন্দরকে খেলানোও সাহসী পদক্ষেপ বলে মনে করছেন। কুকের কথায়, অশ্বীন দুর্দান্ত অত্যন্ত দক্ষ, অভিজ্ঞ হলেও ভারতীয় দলের ভাবনার প্রশংসা করতেই হয়। ফলাফল চোখের সামনে।

যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও সমান উচ্ছ্বসিত। কুকের মতে, দক্ষতার পাশাপাশি আত্মবিশ্বাস, যশস্বীর গুণ তাঁকে মুগ্ধ করেছে। শুধু ব্যাট হাতে নয়, মিচেল স্টার্ককে যেভাবে স্লেজিং করেছে, রীতিমতো অবাক।

> বেশিরভাগ অধিনায়কই টসে জিতে বোলিং নিত এবং যার শেষটা হত খারাপ। অস্ট্রেলিয়ায় সাধারণত যা হয়ে থাকে। ভারত কিন্তু চ্যালেঞ্জটা দারুণভাবে গ্রহণ করেছে। এককথায় দুর্দান্ত অলরাউন্ড পারফরমেন্স।
>
> **অ্যালিস্টার কুক**

কুকের কথায়, 'মিচেল স্টার্ককে স্লেজিং! তখনও শতরান হয়নি। অথচ, প্রতিপক্ষ স্টার্ককেই কিনা বলছে, তুমি আস্তে বল করছ! আমি স্টার্ককে খেলেছি। ও কখনও আস্তে বল করে না। অথচ তাকেই কিনা! ২২ বছরের (যশস্বীর) তরুণ ওপেনারের আত্মবিশ্বাসের প্রশংসা করতেই হয়।'

যশস্বীকে বর্তমান বিশ্ব ক্রিকেটে সেরার তরুণ প্রতিভা বলেও আখ্যা দিলেন। মাইকেল ভনের কথায়, রক্ষণ এবং আক্রমণের মধ্যে দুর্দান্ত ভারসাম্য রয়েছে ওর ব্যাটিংয়ে। নিঃসন্দেহে উঠতি খেলোয়াড়দের মধ্যে সেরা। তবে অস্ট্রেলিয়া যশস্বীকে না সামলাতে পারা অবাক করেছে ভনকে। ভনের দাবি, ক্রিজে নামার পর চাপ তৈরি করা উচিত ছিল যশস্বীর ওপর। দরকার ছিল ঘাড়ের ওপর একঝাঁক ফিল্ডার রাখা। যদিও কামিন্সরা সে পথে হাঁটেনি।

টি২০-তে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৪০ বলের কমে দুইটি শতরানের নজির গড়ে উর্ভিল প্যাটেল।

ঝোড়ো শতরানে নজির নিলামে ব্রাত্য উর্ভিলের

ইন্দোর, ৩ ডিসেম্বর : এক সপ্তাহের মধ্যে জোড়া শতরান। দিন ছয়েক আগে সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ ট্রফিতে ত্রিপুরার বিরুদ্ধে ২৮ বলে শতরান করেছিলেন গুজরাটের উর্ভিল প্যাটেল। ঋষভ পন্থের রেকর্ড ভেঙে ভারতের দ্রুততম শতরানকারীর তকমা আদায় করে নেন। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে ৩৬ বলে আরও একটা শতরান করলেন উর্ভিল। গড়লেন টি২০-তে বিশ্বের প্রথম ব্যাটার হিসেবে ৪০ বলের কমে দুইটি শতরানের নজির।

গত আইপিএলে ২০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে উর্ভিলকে দলে নিয়েছিল গুজরাট টাইটান্স। যদিও সেভাবে সুযোগ পাননি। এবারের মেগা নিলামে তাঁর বেস প্রাইস ছিল ৩০ লক্ষ টাকা। তবে তাঁকে নেওয়ার আগ্রহই দেখায়নি কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই উর্ভিলই ব্যাট হাতে ঝড় তুলেছেন মুস্তাক আলি ট্রফির মঞ্চে। তবে এমন ইনিংস আর কয়েকদিন আগে খেলার সুযোগ পেলে আইপিএলে হয়তো তাঁকে ব্রাত্য থাকতে হত না।

এদিন উত্তরাখণ্ডের বিরুদ্ধে উর্ভিল ৪১ বলে ১১৫ রানের অপরাজিত ইনিংস খেলে জেতালেন গুজরাটকে। ১১টি ছক্কা ও ৮টি চার দিয়ে সাজানো তাঁর ইনিংস। উর্ভিলের তাণ্ডবে ৮ উইকেটে ম্যাচ জিতল গুজরাট।

এক স্পিনারে পূজারার আস্থা সুন্দরেই

নয়াদিল্লি, ৩ ডিসেম্বর : দ্বিতীয় টেস্টেও কি রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা রিজার্ভ বেঞ্চে? একমাত্র স্পিনারের পরিকল্পনায় আবারও কি প্রথম একাদশে অগ্রাধিকার পাবেন ওয়াশিংটন সুন্দর?

চলতি যে বিতর্কে তরুণ স্পিনারেই আস্থা রাখছেন চেতেশ্বর পূজারা। গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মাদের প্রতি পূজারার পরামর্শ, পারথের উইনিং বোলিং কম্বিনেশনই ধরে রাখুক ভারত।

গত দুই অজি সফরের অন্যতম নায়ক পূজারার যুক্তি, পারথ টেস্টে জসপ্রীত বুমরাহ, মহম্মদ সিরাজ, হর্ষিত রানা, সুন্দরকে নিয়ে গড়া বোলিং ব্রিগেড সাফল্য এনে দিয়েছে। তাই অহেতুক বদলের পথে হাঁটা উচিত নয়।

সুন্দরকে নিয়ে পূজারা বলেছেন, 'প্রথম স্পেলের শুরুটা প্রত্যাশিত হয়নি ওর। তবে পরে মানিয়ে নিয়েছে। দুই উইকেটও পেয়েছে। বলের গতিকে যেভাবে হেরফের করেছে, তা প্রশংসনীয়। পাশাপাশি ওর ব্যাটিং দক্ষতা আমাদের ব্যাটিং লাইনআপের গভীরতা বাড়াবে। শুরুতে কয়েকটা উইকেট হারালে লোয়ার অর্ডারে প্রতিরোধে সুন্দর কিন্তু কার্যকর।'

পেস ব্রিগেডকে নিয়ে উচ্ছ্বসিত পূজারার কথায়, 'বুমরাহ দুর্দান্ত। লাইন-লেংথে দারুণ সিরাজ। নিয়ন্ত্রণ দেখিয়েছে। অভিষেক টেস্টে প্রভাবিত করেছে হর্ষিতও। বোলিংয়ে শৃঙ্খলা চোখে পড়ার মতো। অস্ট্রেলিয়ায় যা খুব গুরুত্বপূর্ণ। সারাক্ষণ অফস্টাম্প অ্যাটাক করেছে। যা সহজ নয়। আমার মতে দলের উচিত হর্ষিতেও আস্থা রাখা।'

পাকিস্তানকে তোপ হরভজনের

এদিকে, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বিতর্কে হরভজন সিংয়ের তোপের মুখে পাকিস্তান। হাইব্রিড মডেল মেনে নিয়ে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড পালটা শর্ত দিয়েছে। দাবি করেছে, পরবর্তী সময়ে ভারতে অনুষ্ঠিত আইসিসি টুর্নামেন্টে পাকিস্তান ক্রিকেট দলের জন্যও হাইব্রিড মডেলের সুবিধা দিতে হবে।

পাকিস্তানের যে দাবি প্রসঙ্গে হরভজনের তোপ, 'পাকিস্তান যদি ভারতে খেলতে না আসে, আসবে না। আমাদের এতে কিছু যায় আসে না। পিসিবির উচিত ইগো সরিয়ে হাইব্রিড মডেলে রাজি হওয়া। ভারতের কাছে নিরাপত্তা সবসময় বড় ইস্যু। তবে সাম্প্রতিক-অতীতে খুববেশি ভারত-পাকিস্তান ম্যাচ দেখার সুযোগ মেলে না। সেক্ষেত্রে আবু ধাবি কিংবা দুবাইয়ে ম্যাচটা হতেই পারে।'

পাকিস্তানের ক্রিকেট সমর্থকদের প্রতি অবশ্য সমব্যথী হরভজন। বলেছেন, 'পাক সমর্থকদের জন্য খারাপ লাগে। বিরাট কোহলি সহ ভারতীয় তারকাদের খেলা ঘরের মাঠে বসে দেখার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি না হওয়া পর্যন্ত যে সম্ভাবনা নেই।'

অ্যাডিলেড পৌঁছানোর আগেই নতুন টুপি কিনে ফেললেন ওয়াশিংটন সুন্দর।

ক্রিকেট না ছাড়লে বিয়ে হবে না

‘পাত্রপক্ষের’ থেকে শুনতে হয়েছিল মিতালিকে

মুম্বই, ৩ ডিসেম্বর : ‘ছেড়ে যাওয়ার যুগে তুমি না হয় থেকে যেও’- সামাজিক মাধ্যমে এই লাইন দিয়ে মন ভালো করে দেওয়া রিলসের অভাব নেই। কিন্তু বাড়ির ঠিক করে দেওয়া ‘পাত্র’রা মিতালি রাজকে দেখতে এসে তাঁকে তাঁর প্রথম ভালোবাসা ক্রিকেটকেই ছেড়ে দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, এহেন ‘পাত্র’দের থেকে বেশ কিছু অদ্ভুত প্রশ্ন পেয়েছিলেন ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক। দেশকে দীর্ঘদিন নেতৃত্ব দেওয়ার সঙ্গে মহিলাদের ক্রিকেটে সর্বাধিক রানের মালিকও মিতালি। কেরিয়ারের মধ্যগগনে থাকার সময়ই মিতালির পরিবার চেয়েছিল, মেয়ে যেন এবার সংসারে মনোযোগী হয়। যেমনটা আর পাঁচটা পরিবার চায়। সেইমতো মিতালিও বেশ কিছু পাত্রের সঙ্গে দেখা করেন। সেই অভিজ্ঞতাই বিখ্যাত ইউটিউবার রণবীর আল্লাহবাদিয়ার শোয়ে তুলে ধরেছেন ৪২ বছরের মিতালি।

> মনে আছে, আমার এক ক্রিকেটার বন্ধু বলেছিল জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে। না হলে নাকি জীবনসঙ্গী পাব না। আমি তাঁকে বেশি কিছু বলিনি। কিন্তু ঠিক করে নিয়েছিলাম, যারা মনে করে বিয়ের পর ক্রিকেটকে ত্যাগ করতে হবে তাদের জন্য নিজেকে বদলাব না।
>
> **মিতালি রাজ**

মহিলা ক্রিকেটের অন্যতম মুখ মিতালি বলেছেন, ‘সম্বন্ধগুলি মূলত মাসিরাই আনত। তাই আমি কথা বলতে রাজি হয়েছিলাম। কিন্তু ছেলেগুলির সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর মনে হত না যে, ওরা টিম ইন্ডিয়ার অধিনায়ক মিতালি রাজের সঙ্গে কথা বলছে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর ওরা সরাসরি বিয়ে-পরবর্তী জীবন নিয়ে আলোচনা শুরু করত। জানতে চাইত, কয়টা সন্তান চাই। তাদের নিয়ে কী পরিকল্পনা রয়েছে। সত্যি বলতে, প্রশ্নগুলি শুনে চমকে গিয়েছিলাম। কারণ এসব নিয়ে আমি কখনও ভাবিনি। কারোর সঙ্গে আলোচনাও করিনি। আমি শুধু ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ে ভেবেছি। তাই বিয়ের পর কয়টা সন্তান চাই- এরকম প্রশ্ন শুনে কিছুটা ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিলাম।’

বিয়ের জন্য ক্রিকেট ছেড়ে দিতে হবে- এহেন কথাও শুনতে হয়েছিল মিতালিকে। বলেছেন, ‘আমি তখন ভারতীয় দলের অধিনায়ক। বাড়ির ঠিক করা একজনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। তাঁর নাম মনে নেই আমার। কিন্তু সে আমাকে বলেছিল, বিয়ের পর তো আমাদের সন্তান হবে, তাদের দেখভাল করার ব্যাপার আছে। তাই তোমাকে ক্রিকেট ছাড়তে হবে। কথাটা হজম করতে সময় লেগেছিল আমার। অন্য একজন জিজ্ঞাসা করেছিল, ধরো তোমার মায়ের কিছু হল। তখন তুমি মায়ের পাশে থাকার বদলে কি খেলতে চলে যাবে? আমার মনে হয়েছিল, এসব আবার কেমন প্রশ্ন। আমি তাঁকে জবাব দিয়েছিলাম, সেটা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করবে। সত্যিই এরকম আজব প্রশ্ন আশা করিনি।’

মিতালির কিছু বন্ধুর পরামর্শ ছিল, ক্রিকেটের প্রতি ধ্যানজ্ঞান থাকলে যোগ্য জীবনসঙ্গী পাওয়া মুশকিল হবে। এই প্রসঙ্গে মিতালি বলেছেন, ‘মনে আছে, আমার এক ক্রিকেটার বন্ধু বলেছিল জীবন নিয়ে দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে। না হলে নাকি জীবনসঙ্গী পাব না। আমি তাঁকে বেশি কিছু বলিনি। কিন্তু ঠিক করে নিয়েছিলাম, যারা মনে করে বিয়ের পর ক্রিকেটকে ত্যাগ করতে হবে তাদের জন্য নিজেকে বদলাব না।’

বছর দুয়েক হল ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছেন মিতালি। এবার তিনি মনের মতো জীবনসঙ্গী পান কি না সেটাই দেখার।

কোণঠাসা করেও ডিং লিরেনের বিরুদ্ধে সপ্তম রাউন্ডে জয় পেলেন না ডোম্মারাজু গুকেশ। মঙ্গলবার সিঙ্গাপুরে।

৫ ঘণ্টা লড়াই করেও এগোতে ব্যর্থ গুকেশ

সিঙ্গাপুর, ৩ ডিসেম্বর : ৭২ চাল ও ৫ ঘণ্টার হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের পর ড্র হল দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের সপ্তম রাউন্ডের ম্যাচ। অর্ধেক প্রতিযোগিতা শেষ হওয়ার পরও ডোম্মারাজু গুকেশ ও ডিং লিরেন দুজনেই একই পয়েন্টে (৩.৫) দাঁড়িয়ে।

আক্রমণাত্মক প্রথম চালেই গুকেশ সবাইকে অবাক করে দেন। লিরেনও হতবাক হয়ে বসে থাকেন বেশ কিছুক্ষণ। গোটা ম্যাচজুড়েই বেশ কয়েকটি ভালো চালে গুকেশ চাপে ফেলে দেন লিরেনকে। তবে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ঠান্ডা মাথায় লিরেন পরিস্থিতি সামাল দেন। সুবিধাজনক জায়গায় থেকেও ভুল করায় গুকেশ ম্যাচ জিততে পারেননি। ড্র করে তিনি বলেছেন, ‘এত কাছ থেকে জয় হাতছাড়া করাটা মোটেই সুখকর নয়। তবে আমি খুশি যে ম্যাচের শুরুতে সহজেই বিপক্ষকে বেকায়দায় ফেলে দিয়েছিলাম।’ অন্যদিকে, ম্যাচ বাঁচানোটা ‘প্রায় অলৌকিক ঘটনা’ স্বীকার করে লিরেনের মন্তব্য, ‘গুকেশ কেইওয়ান চাল দেওয়ার পর আমি ম্যাচের হাল প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম।’

> **ম্যাচ বাঁচানোর ঘটনা অলৌকিক, মানলেন লিরেন**

দাবা বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যতম স্পনসর গুগলের তরফে এদিন একটি মজাদার তথ্য প্রকাশ করা হয়। সপ্তম রাউন্ডে ভারতীয় গ্র্যান্ড মাস্টার গুকেশ ৩১.১% সময় চোখ বন্ধ করে কাটিয়েছেন। এর আগে গুকেশ জানিয়েছিলেন, চোখ বন্ধ রেখে গেমপ্ল্যান সাজাতে তাঁর সুবিধা হয়। গুগলের দেওয়া তথ্য দেখে এদিন ব্রিটিশ গ্র্যান্ড মাস্টার ও ধারাভাষ্যকার ডেভিড হাওয়েল মজার ছলে বলেছেন, ‘আমি সত্যিই জানতে চাই গুকেশ চোখ বন্ধ করে কীভাবে এতক্ষণ জেগে থাকে?’

লিগের অবশিষ্ট ম্যাচ সন্তোষ ট্রফির পরই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্বের পরেই হবে কলকাতা ফুটবল লিগের অবশিষ্ট ম্যাচ। জানালেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত।

চ্যাম্পিয়নশিপ রাউন্ডে ম্যাচ বাকি ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব, ডায়মন্ড হারবার এফসি ও ভবানীপুর এফসি-র। এর মধ্যে ভবানীপুর জানিয়েছে, তারা লিগের বাকি ম্যাচ খেলবে না। এদিকে গত সপ্তাহে বৈঠকে ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডান জানায় তারা যে কোনও সময় খেলতে রাজি। তবে বেঁকে বসে ডায়মন্ড হারবার। জানায় সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ পর্ব শেষ না হওয়া পর্যন্ত তারা দল নামাতে অপারগ।

তারপর আবার আলোচনায় বসেছিল বঙ্গ ফুটবলের নিয়ামক সংস্থা। সেখানে সিদ্ধান্ত হয়েছে লিগের বাকি ম্যাচ সন্তোষের পরই আয়োজন করা হবে। এই ব্যাপারে আইএফএ সচিব অনির্বাণ বলেছেন, ‘বাংলা দলের ফুটবলাররাও ইস্টবেঙ্গল, মহমেডান, ডায়মন্ড হারবারের স্কোয়াডে রয়েছে। তাদের ছাড়লে আমাদেরও প্রস্তুতিতে ব্যাঘাত ঘটবে। তাই সন্তোষ ট্রফির পরই লিগ শেষ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।’ ডায়মন্ড হারবারের সচিব মানস ভট্টাচার্য বলেছেন, ‘আমরা আইএফএকে জানিয়ে দিয়েছি সন্তোষ ট্রফির পর দল নামাতে কোনও সমস্যা নেই। আমরাও চাই সবাই পূর্ণ শক্তির দল নিয়ে মাঠে নামুক।’ ইস্টবেঙ্গল ও মহমেডানও জানিয়ে দিয়েছে তারা যে কোনও সময়ে দল নামাতে প্রস্তুত।

প্রয়াত টেনিস কিংবদন্তি ফ্রেসার

ক্যানবেরা, ৩ ডিসেম্বর : অস্ট্রেলিয়ান টেনিস কিংবদন্তি নিল ফ্রেসার প্রয়াত হয়েছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯১ বছর। পাঁচ ও ছয়ের দশকে টেনিস বিশ্বে দাপিয়ে খেলেছিলেন ফ্রেসার। কেরিয়ারে মোট ১৯টি গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন তিনি। এর মধ্যে তিনটি সিঙ্গলস খেতাব। পুরুষদের ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস মিলিয়ে আরও ১৬টি খেতাব রয়েছে

তাঁর ঝুলিতে। এর মধ্যে ১৯৫৯ সালে ইউএস ওপেনের সিঙ্গলস, ডাবলস ও মিক্সড ডাবলস তিনটি বিভাগেই খেতাব জেতার বিরল কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর। পাঁচের দশকের শেষদিকে টেনিস র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষে ছিলেন এই তারকা। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ডেভিস কাপও জিতেছেন। ফ্রেসারের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করে টেনিস কিংবদন্তি রড লেভার বলেছেন, ‘ফ্রেসার অস্ট্রেলিয়ান টেনিসের সোনালি সময়ের একজন কিংবদন্তি ছিলেন। ও দুইটি প্রতিযোগিতার ফাইনালে আমাকে হারিয়েছিল। ওই পরাজয় আমাকে পরবর্তী সময়ে ভালো খেলতে অনুপ্রাণিত করেছিল।’

করণের ব্যাটে জয় বাংলার

বিহার-১৪৭/৬ বাংলা-১৫০/১

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : বল হাতে দুরন্ত মহম্মদ সামি (১৮/১)। ব্যাট হাতে অসাধারণ ইনিংস করণ লালের (৪৭ বলে অপরাজিত ৯৪)। করণ-সামির দাপটে বিহারের বিরুদ্ধে ৩৬ বল বাকি থাকতে নয় উইকেটে বড় জয় পেল বাংলা। আজ সকালে রাজকোটের এসসিএ স্টেডিয়ামে টসে হেরে ব্যাট করতে নেমে নির্ধারিত ২০ ওভারে ১৪৭/৬ স্কোরে থমকে যায় বিহারের ইনিংস। জবাবে রান তাড়া করতে নেমে অভিষেক পোড়েলের (১০ বলে ১৯) উইকেট হারিয়েও সমস্যায় পড়েনি বাংলা। ম্যাচের সেরা করণ একাই দলকে টেনে নিয়ে যান নিশ্চিত জয়ের পথে।

> সামি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন থেকেই আমি ওর জন্য গলা ফাটিয়ে আসছি। আজ আবার সামি প্রমাণ করল, ও কত বড় চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

বিহার ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে করণ লাল। রাজকোটে মঙ্গলবার।

বিহারের বিরুদ্ধে অনায়াস, দাপুটে জয়ের পরও সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফি টি২০-র নকআউট পর্ব এখনও নিশ্চিত নয় বাংলার। পরশু শেষ ম্যাচে রাজস্থানের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানে জিততেই হবে সুদীপ ঘরামিদের (২৭ বলে অপরাজিত ৩২)। আজ বিহারের দখল নেওয়ার পর ৬ ম্যাচে বাংলার পয়েন্ট ২০। সমসংখ্যক ম্যাচে রাজস্থানেরও পয়েন্ট ২০। ফলে পরশু বাংলা বনাম রাজস্থান ম্যাচ কার্যত নকআউট বাংলার জন্য। সন্ধ্যার দিকে রাজকোট থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘শেষ ম্যাচটা আমাদের জন্য কার্যত ফাইনাল। মরণ-বাঁচনের ম্যাচ। আজ যেভাবে ছেলেরা মাঠে সেরাটা দিয়েছে, সেই ছন্দ ধরে রাখতে পারলে আমাদের নকআউট পর্বে যেতে সমস্যা হওয়ার কথা নয়।’ বাংলা মুস্তাক আলির নকআউট পর্বে যেতে পারবে কিনা, সময় বলবে। কিন্তু তার আগে টিম বাংলার জন্য করণের ধারাবাহিক ছন্দ যদি স্বস্তির পরিবেশ তৈরি করে থাকে, তাহলে সামির দুরন্ত ফর্মও ভরসা হিসেবে হাজির।

তাঁর ওজোন বেড়ে গিয়েছে। বল হাতে অতীতের মতো ছন্দে দেখা যাচ্ছে না- সামিকে নিয়ে এমন নানা কথা শোনা যাচ্ছে। তার মধ্যেই আজ বল হাতে সামি প্রমাণ করেছেন, ফিটনেসের দিক থেকে তাঁর কোনও সমস্যা নেই। বরং তিনি অন্তত পাঁচ কিলো ওজন কমিয়ে আগের তুলনায় অনেক বেশি ফিট ও তাজা। বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতনের কথায়, ‘সামি মধ্যপ্রদেশের বিরুদ্ধে রনজি ম্যাচের সময় যখন প্রত্যাবর্তন করল, তখন থেকেই আমি ওর জন্য গলা ফাটিয়ে আসছি। আজ আবার সামি প্রমাণ করল, ও কত বড় চ্যাম্পিয়ন ক্রিকেটার।’

অ্যাডিলেড টেস্টেও খেলার সুযোগ কমছে। তারপরও ফুরফুরে জাদেজা।

রোনাল্ডোহীন নাসেরের হার

রিয়াধ, ৩ ডিসেম্বর : ৩৯-এও দুর্দান্ত ছন্দে রয়েছেন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিয়মিত গোল করে জেতাচ্ছেন দলকে। তাই তিনি মাঠে থাকলে ছবিটা অন্যরকম হলেও হতে পারত। অন্তত আল নাসের সমর্থকরা তেমনটাই মনে করছেন।

এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নকআউট নিশ্চিত হয়ে যাওয়ায় মঙ্গলবার সিআর সেভেনকে বিশ্রাম দেয় নাসের। অগত্যা গ্যালারিতে বসে দলের হারই দেখতে হল পর্তুগিজ মহাতারকাকে। ঘরের মাঠে আল সাদের কাছে ২-১ গোলে হারল নাসের। সবদিক থেকেই এগিয়ে থাকলেও ৯০ মিনিটে একটা বলও জালে ঠেলতে পারলেন না সাদিও মানেরা। নাসেরের গোলটি আত্মঘাতী।

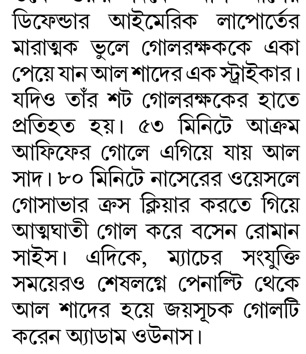

আল নাসেরের হারে হতাশ কোচ স্টেফানো পিওলি।

ম্যাচের প্রথমার্ধ ছিল গোলশূন্য। তবে শুরুর দিকে আল নাসের ডিফেন্ডার আইমেরিক লাপোর্তের মারাত্মক ভুলে গোলরক্ষককে একা পেয়ে যান আল শাদের এক স্ট্রাইকার। যদিও তাঁর শট গোলরক্ষকের হাতে প্রতিহত হয়। ৫৩ মিনিটে আক্রম আফিফের গোলে এগিয়ে যায় আল সাদ। ৮০ মিনিটে নাসেরের ওয়েসলে গোসাভার ক্রস ক্লিয়ার করতে গিয়ে আত্মঘাতী গোল করে বসেন রোমান সাইস। এদিকে, ম্যাচের সংযুক্তি সময়েরও শেষলগ্নে পেনাল্টি থেকে আল শাদের হয়ে জয়সূচক গোলটি করেন অ্যাডাম ওউনাস।

গুয়ার্দিওলাকে কটাক্ষ নেভিলের

ম্যাঞ্চেস্টার, ৩ ডিসেম্বর : এমনও দিন দেখতে হবে! মরশুমের শুরুতে কি ভাবতে পেরেছিলেন পেপ গুয়ার্দিওলা? সোমবার রাতে ম্যাঞ্চেস্টার সিটির হারের পরই লিভারপুল সমর্থকদের কটাক্ষের মুখে পড়েন সিটি কোচ। তবে বিষয়টা সেখানেই থেমে থাকল না। এবার সামাজিক মাধ্যমে সরাসরি প্রাক্তন ইংলিশ ডিফেন্ডার গ্যারি নেভিলের কটাক্ষের মুখে পড়লেন তিনি।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয়েছে এফএ কাপ তৃতীয় রাউন্ডের ড্র। যেখানে সিটির প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ডের দ্বিতীয় সারির ক্লাব সলফোর্ড সিটি এফসি। তবে নীল ম্যাঞ্চেস্টার এই মুহূর্তে যে পরিস্থিতিতে রয়েছে তাতে তাদের লড়াই যে সহজ হবে তা একেবারেই জোর দিয়ে বলা যায় না। সেই প্রসঙ্গ টেনে কাটা ঘায়ে কার্যত নুনের ছিটে দিলেন নেভিল। সলফোর্ড সিটিকে ট্যাগ করে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ‘সকালে ছাঁটাই হচ্ছেন তিনি।’ লিভারপুল সমর্থকদের সুর ধরে প্রাক্তন লাল ম্যাঞ্চেস্টারের প্রাক্তন ডিফেন্ডার যে গুয়ার্দিওলাকেই বিঁধেছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

অন্যদিকে, ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নিয়ে লেস্টার সিটির দায়িত্ব নিয়েছেন রুড ভ্যান নিস্টেলরয়। যদিও তাঁর মন পড়ে রয়েছে ইউনাইটেডেই। সম্প্রতি ডাচ কোচকে বলতে শোনা গেল, ‘যেভাবে লাল ম্যাঞ্চেস্টার ছাড়তে হয়েছে তাতে আমি দুঃখিত, হতাশ। আমি সহকারী হিসাবে কাজ করার প্রস্তাবে রাজি হয়েছিলাম, তার একমাত্র কারণ ক্লাব এবং সমর্থকদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক। শেষটা এভাবে না হলেও পারত।’ এমনকি এব্যাপারে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের নতুন কোচ রুবেন অ্যামোরিমের সঙ্গে কথা বলেছিলেন বলেও জানান তিনি।

মাঝপথে অনুশীলন ছাড়লেন সাউল

কয়েকজনের খেলায় অসন্তুষ্ট চেরনিশভ

চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচের প্রস্তুতিতে ইস্টবেঙ্গলের দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : পরের পর হারের ধাক্কায় কার্যত বিপর্যস্ত মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। জামশেদপুর এফসি-র বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে ৩ গোল হজম করতে হয়েছে সাদা-কালো শিবিরকে। দলের কয়েকজনের খেলায় রীতিমতো অসন্তুষ্ট কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। তিনি বলেছেন, ‘ম্যাচের ফলাফল নিয়ে আমি উদ্বিগ্ন নই। তবে দলের বেশ কয়েকজন খেলোয়াড়ের পারফরমেন্সে অসন্তুষ্ট। তাদের কাছ থেকে যে পারফরমেন্স চাই, সেটা তারা করতে পারছে না। তাদের আরও আত্মবিশ্বাস নিয়ে খেলতে হবে।’

আসন্ন ট্রান্সফার উইন্ডোতে তিনি দলে বড়সড়ো পরিবর্তন চাইছেন। পাঞ্জাব ম্যাচের পরেই এই নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনায় বসবে টিম ম্যানেজমেন্ট। তাদের পরবর্তী ম্যাচ শুক্রবার পাঞ্জাব এফসির বিরুদ্ধে। পাঞ্জাব ম্যাচে অবশ্য দলে ফিরছেন দলের দুই বিদেশি তারকা অ্যালেক্সিস গোমেজ ও মিরজালোল কাশিমভ। পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ নিয়ে কোচ চেরনিশভ বলেছেন, ‘হারলেও আমাদের চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে, পরিশ্রম করে যেতে হবে। এই ম্যাচ নিয়ে বিশ্লেষণে বসব আমরা। তারপর পাঞ্জাব ম্যাচের প্রস্তুতি নিতে হবে।’

এদিকে মঙ্গলবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে অনুশীলন করেছে ইস্টবেঙ্গল। এদিন শুরুতে অনুশীলন করলেও পরের দিকে মাঠ ছেড়ে উঠে যান স্প্যানিশ মিডিও সাউল ক্রেসপো। কাফ মাসলে হালকা চোট থাকায় আর ঝুঁকি নেননি তিনি। তবে বুধবার থেকে সাউল পুরোদমে অনুশীলন করবেন বলেই জানা গিয়েছে। এদিন অনুশীলনে মূলত আক্রমণভাগের দিকেই বাড়তি নজর ছিল লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর।

নর্থইস্ট ম্যাচের প্রস্তুতিতে বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৩ ডিসেম্বর : অনুশীলন শেষে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট খেলোয়াড়দের জন্য দাঁড়িয়েছিলেন বেশ কিছু সমর্থক। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন খুদে সমর্থক ছিল। জেসন কামিংসকে দেখেই খুদে সমর্থকদের চিৎকার। হতাশ করেননি অজি বিশ্বকাপারও। বেশ হাসিমুখে সেলফি তুললেন। বোঝাই যাচ্ছে আগের ম্যাচে গোল পেয়ে বেশ ফুরফুরে মেজাজে রয়েছেন এই স্ট্রাইকার।

মঙ্গলবার থেকে ফের মোহনবাগানের অনুশীলন শুরু হয়েছে। এদিন দীপক টাংরি অনুশীলনে আসেননি। তিনি ছুটি নিয়েছিলেন। বাকিদের নিয়ে মূলত বেশিরভাগ সময় রিকভারি সেশন করালেন বাগান কোচ হোসে মোলিনা। পরের দিকে বল নিয়ে পাসিং ফুটবল খেলালেন তিনি। ডিফেন্ডার আশিস রাই প্রথমে রিকভারি সেশনে থাকলেও পরের দিকে তাঁকে বিশ্রাম দেন বাগান কোচ।

কার্ড সমস্যার জন্য দলের দুই ডিফেন্ডার অধিনায়ক শুভাশিস বসু ও আলবার্তো রডরিগেজকে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি ম্যাচে পাচ্ছে না মোহনবাগান। ফলে রক্ষণ নিয়ে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে। তবে শুভাশিসের বিকল্প হিসেব আশিক কুরুনিয়ান ও আমনদীপ সিংকে তৈরি রাখছেন এই স্প্যানিশ কোচ।

এদিন ক্লাবে এসেছিলেন প্রাক্তন ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য। গ্রেগ স্টুয়ার্টের পারফরমেন্সের প্রসঙ্গ উঠতে সুব্রত বলেছেন, ‘কোনও নাম নয়, ক্লাবের সাফল্য আসল কথা।’

দ্বিতীয় জয় ডেম্পোর

লুধিয়ানা ও কোঝিকোড়, ৩ ডিসেম্বর : আই লিগে টানা দ্বিতীয় ম্যাচ জয় ডেম্পো এসসির। মঙ্গলবার নামধারি এফসি-কে ১-০ গোলে হারাল পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নরা। ডেম্পোর হয়ে একমাত্র গোলটি মাতিজা বাবোভিচের। অন্যদিকে গোকুলাম কেরালা এফসি-আইজল এফসি ম্যাচ ১-১ গোলে ড্র করল।

সুফিয়ানের দাপটে সিরিজ পাকিস্তানের

বুলাওয়াও, ৩ ডিসেম্বর : বাবর আজম, মহম্মদ রিজওয়ান, শাহিন শা আফ্রিদিদের ছাড়াই জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ জিতে নিল পাকিস্তান। নেপথ্যে বাঁহাতি রিস্ট স্পিনার সুফিয়ান মুকিম। দ্বিতীয় টি২০ ম্যাচে তাঁর ২.৪-০-৩-৫ বোলিং পরিসংখ্যানে জিম্বাবোয়ে ১২.৪ ওভারে ৫৭ রানে গুটিয়ে যায়। যা টি২০ আন্তর্জাতিকে তাদের সর্বনিম্ন রান। দুই ওপেনার ব্রায়ান বেনেট (২১) ও তাদিওয়ানাশে মারুমানি (১৬) জুটিতে ৩৭ রান তোলার পরই ধস নামে জিম্বাবোয়ে ব্যাটিংয়ে। এরপর তাদের আর কোনও ব্যাটার দুই অঙ্কের রান তো দূরের কথা একটি বাউন্ডারিও মারতে পারেননি। জবাবে পাকিস্তান ৫.৩ ওভারে বিনা উইকেটে ৬১ রান তুলে নেয়। সাইম আয়ুব ৩৬ ও ওমেইর ইউসুফ ২২ রানে অপরাজিত থাকেন।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন ঝাড়গ্রাম-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়গ্রাম - এর একজন বাসিন্দা গণেশ সাবার - কে 05.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 83C 28747 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি কোটিপতি বানানোর মাধ্যমে আমাকে নতুন একটি জীবন উপহার দিয়েছে। কোটিপতি হওয়ার লক্ষ্য সবার থাকে যা পূরন হওয়া শুধুমাত্র ডিয়ার লটারির দ্বারা সম্ভপর। এমন একটি সুন্দর সুযোগ প্রদান করার জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

* বিজ্ঞাপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।